করিলেন। এই অবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার জনকসন্নিধানে গমন করিয়া শুভ্রকেশ-বিরাজিত তাঁহার শীর্ষদেশে অসি সঞ্চালিত করিলেন।” যৎকালে সারথি দ্রোণবধবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছিলেন, তৎকালে কৃপাচার্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন। অশ্বথামা পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, “সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠির! মহাবীর বৃকোদর! অর্জ্জুন! মাধব! এই কি তোমাদিগের উচিত হইল যে তোমাদিগের সমক্ষে দ্রুপদকুলকলঙ্ক মনুজপশু ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণ, পরিণতবয়স্ক, সকলের পূজনীয়গুরু মদীয় জনক দ্রোণাচার্য্যের উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিল, এবং তোমরা উদাসীন হইয়া রহিলে?” এই নৃশংস কার্য্য যাহা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহারা এই নৃশংস কার্য্যে লিপ্ত আছে, সেই সকল দুরাচার নরপশুদিগকে, নরকরিপু কৃষ্ণ,ভীম এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিগ্বিভাগের বলিস্বরূপ প্রদান করিব। কৃপাচার্য্য কহিলেন, “বৎস, তুমি ভারদ্বাজসদৃশ অপ্রতিম বাহুবলসম্পন্ন, তুমি কি না করিতে পার? বৎস! আমার অনুমান হইতেছে কৌরবরাজ দুর্য্যোধন তোমাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া সমুদায় উপকরণ লইয়া তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব চল দুর্য্যোধনসমীপে গমন করি।” অশ্বথামা কহিলেন, তবে এক্ষণে কুরুপতিসন্নিধানে গমন করা যাউক।”

অনন্তর তাঁহারা দুর্য্যোধনসমীপে উপনীত হইলে কৃপাচার্য্য কুরুপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! দ্রোণপুত্র সমরভারবহনে অভিলাষযুক্ত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁকে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত করুন্। দুর্য্যোধন বলিলেন, “আপনি ঠিক্ কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই অঙ্গরাজকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়াছি।” অশ্বথামা কহিলেন, “কৌরবেশ্বর! আদেশ করুন্, পৃথিবী পাণ্ডব এবং কেশবহীন করিয়া সমর পরিসমাপ্ত করি।” ইহা শুনিয়া কর্ণ কহিলেন, “কথায় এরূপ বলিতে সকলেই পারে, কাজে করাই কঠিন। আপনি জানেন, আপনার ন্যায় বীর কৌরব সেনামধ্যে অনেক আছেন।” অশ্বথামা বলিলেন, “অঙ্গরাজ! দুর্ব্বিষহ পিতৃশোকে সমাকুলচিত্ত হইয়া এইরূপ বলিতেছি, বীরগণের অবমাননা করা আমার অভিপ্রেত নহে।” তাহার পর কর্ণ বলিলেন, “মূঢ়! দুঃখিত হইয়া থাক, অশ্রুবিসর্জ্জন কর, এরূপ মিছা বকিতেছ কেন?” তাহা শুনিয়া অশ্বথামা রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, “ওরে রাধাপুত্র, ওরে বীর্য্যহীন ধর্ম্মদ্বেষী, তুই বলিস্ কিনা, আমি অশ্বথামা দুঃখিত হইয়াছি, এক্ষণে অশ্রুবিসর্জ্জনই আমার প্রতিক্রিয়া” কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “ওরে বাচাল, তোর বাপ ধৃষ্টদ্যুম্নের

ভয়ে যেরূপ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিল, আমি বীর্য্যবান্ হই অথবা বীর্য্যহীনই হই, আমি সেরূপ অস্ত্রত্যাগ করি নাই।” অশ্বত্থামা ক্রোধভরে কহিলেন, “ওরে সূত্রধার কুলকলঙ্ক, নৃপানুগ্রহে মত্ত হইয়া, তুই আমার পিতৃনিন্দা করিতেছিস্!” এই বলিয়া তাঁহারা খড়্গ আকর্ষণ করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কৃপ এবং দুর্য্যোধন অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন।

এই সময়ে বৃকোদরের জীমূতমন্দ্র ধ্বনি তাঁহাদিগের শ্রুতিপথে প্রবেশ করিল। “আঃ দুরাত্মন্, দ্রৌপদীবসনাকর্ষণ পাতকিন্, বহুকালের পর তুই আমার সম্মুখীন হইয়াছিস্! ক্ষুদ্রপশু এখন কোথায় যাইবি? ওহে কর্ণ, দুর্য্যোধন, সৌবল, যে নরপশু দ্রুপদনন্দিনীর কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল, যে নরাধম সভাস্থলে নৃপবৃন্দ এবং গুরুজন সমক্ষে তাঁহার বসন অপহরণে সমুদ্যত হইয়াছিল, যাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া আমি রক্ত পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই দুঃশাসন এক্ষণে আমার ভুজপঞ্জরে পতিত হইয়াছে, কৌরবগণ তোমরা এক্ষণে আসিয়া তাহাকে রক্ষা কর।” তাহা শুনিয়া অশ্বথামা কহিলেন অঙ্গরাজসেনাপতি, দ্রোণোপহাসকারী, এক্ষণে দুঃশাসনকে গিয়া রক্ষা কর।” “আমি জীবিত থাকিতে বৃকোদরের কি সাধ্য যে যুবরাজের ছায়া লঙ্ঘন করে” এই বলিয়া কর্ণ দ্রুতপদে দুঃশাসনের রক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। দুর্য্যোধন এবং কৃপাচার্য্য তাঁহারাও দুঃশাসনের সংরক্ষণার্থ সেই প্রদেশে গমন করিলেন। কর্ণের প্রতি ক্রোধ বশতঃ অশ্বথামা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি কর্ণের সেনাপতিত্ব কালে আর অস্ত্রধারণ করিবেন না, সুতরাং তিনি এক্ষণে শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে দুর্য্যোধন রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। সারথি কৌরবেশ্বরের জীবিত রক্ষার্থ রণক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী ন্যগ্রোধপাদপতলে রথ সংস্থাপিত করিল। তথায় চৈতন্যোদয় হইলে কুরুপতি পুনরপি সমরস্থলে রথ চালাইতে সারথিকে আদেশ করিলেন। সারথি সুযোধনের চরণ ধারণ পুরঃসর করুণবাক্যে কহিল, “আয়ুষ্মন্, দুরাত্মা বৃকোদর পূর্ণমনোরথ হইয়াছে।” তাহা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় শোকাকুল হইয়া কহিলেন, “হা বৎস দুঃশাসন, অদ্য রণক্ষেত্রে অবতরণের পূর্ব্বে, আমরা উভয়ে জনক জননীর চরণ বন্দনার্থ গমন করিয়াছিলাম, এবং তাঁহারা আমাদিগের উভয়েরই মস্তক আঘ্রাণ করিয়াছিলেন। হে বৎস, তুমি এক্ষণে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে; আমি এক্ষণে কিরূপে গিয়া জনক জননীকে মুখ দেখাইব?”

এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র সুযোধনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গান্ধারী সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস সুযোধন, দেখ বিধাতা আমাদিগের প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন, তুমিও অভিমান পরিত্যাগ করিতেছ না, তবে বল দেখি আমাদিগের কি দশা হইবে?" গান্ধারী কহিলেন, "বাছা, একমাত্র তুমিই যে জীবিত আছ, এই আমাদিগের যথেষ্ট সৌভাগ্যের বিষয়। বাছা, আমি মা হইয়া করযোড়ে অনুনয় করিতেছি তুমি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও।" যৎকালে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তৎকালে কর্ণের বিনাশবার্ত্তা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। সুযোধন সেই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় শোকাকুল হইয়া কহিলেন "পিতঃ, মাতঃ, কর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিত হইয়া উঠিতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদেশ করুন পুনরপি রণক্ষেত্রে অবতরণ করি।" তাহা শুনিয়া অন্ধ নরপতি গান্ধারীকে বলিলেন, "চল আমরা মদ্ররাজ শল্যের শিবিরে গমন করি।" এবং তিনি সুযোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি আপনার অভিপ্রেত সাধন কর, আমরা এক্ষণে চলিলাম।"

অনন্তর দুর্য্যোধন বৃকোদর ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, দ্বৈপায়ন নামক হ্রদের সলিল স্তম্ভিত করিয়া তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে সরোবর তীরে তাঁহার পদচিহ্ন অবলোকন করিয়া, তিনি সেই সরসীসলিলে অন্তর্লীন আছেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। অনন্তর বৃকোদর, হ্রদতটে দণ্ডায়মান হইয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করাতে দুর্য্যোধন আর সহ্য করিতে না পারিয়া সলিলরাশি হইতে সমুত্থিত হইলেন, এবং ভীমের সহিত ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে সুযোধন-প্রেরিত চার্ব্বাকাভিধেয় নিশাচর, তাপসবেশ ধারণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! ভীম এবং সুযোধন এই উভয়ের ঘোরতর গদাযুদ্ধ হইয়া, মহাত্মা ভীম মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সুযোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

এই হৃদয়-বিদারক সমাচার শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যার পর নাই শোকাকুল হইলেন। তিনি মহা আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন, "বনবাসবান্ধব! হে জতুগৃহ বিপৎ-সমুদ্র-তরণকর্ণধার! হে কৌরব-দাবানল! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, যে তুমি আমাকে এইরূপ অসহায় অবস্থায়

ফেলিয়া পলাইয়া গেলে।” এই বৃত্তান্ত শ্রবণে যাজ্ঞসেনী পতিশোকে সমাকুল হইয়া বলিলেন, “নাথ ভীমসেন! তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি আমার আলুলায়িত কেশপাশ সংযত করিয়া দিবে, নাথ, তুমি বীর এবং ক্ষত্রিয় হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছ কেন? অনন্তর তিনি ধর্ম্মনরপতিকে কহিলেন, “মহারাজ, আমার নিমিত্ত চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ করুন, আমি নাথের অনুসরণ করিব।” ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পাঞ্চালরাজতনয়ে, ভীমকে ছাড়িয়া আমিও থাকিতে পারিব না, আমিও তোমার সহিত চিতারোহণ করিব।” এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৃকোদরের উদক ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত পাদপ্রক্ষালন করিলেন। ততঃপর তিনি আচমন করিয়া সলিলাঞ্জলি গ্রহণ পূরঃসর কহিলেন, ‘এই অঞ্জলি মহাত্মা ভীষ্মদেবের, এই অঞ্জলি প্রপিতামহ শান্তনুর, এই অঞ্জলি পিতামহ বিচিত্রবীর্য্যের। অনন্তর তিনি সজলনয়নে বলিলেন, “পিতঃ, অদ্য হইতে আর মদ্দত্ত সলিল প্রাপ্ত হইবেন না। তাত, মাতা মাদ্রির সহিত মদ্দত্ত সলিলাঞ্জলি পান করুন। এই অঞ্জলি জলজ-নীললোচন ভীমসেনের। বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমিও যাইয়া তোমার সহিত একত্র জলপান করিব। বৎস আমি অগ্রে জননীর স্তন্যপান করিয়াছিলাম, তাহার পর তুমি স্তন্যপান করিয়াছিলে। তবে কেন বৎস এক্ষণে আমার পূর্ব্বেই নিবাপবারি পান করিতেছ!”

অনন্তর দ্রৌপদী জলাঞ্জলি গ্রহণপুরঃসর কহিলেন, “নাথ, ভীমসেন! এই আপনার পাদপ্রক্ষালনোদক।” তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির পুনরপি কহিলেন “ফাল্গুনাগ্রজ! তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়াই অস্তমিত হইলে। এই দেখ তোমার প্রিয়তমা আলুলায়িত কেশেই তোমাকে জলাঞ্জলি প্রদান করিল।”

এই সময়ে মহাবীর বৃকোদর দুঃশাসন ও দুর্যোধনের রুধিরে লোহিতাঙ্গ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দুঃশাসন শোণিতে যাজ্ঞসেনীর কবরী বন্ধনে সমুদ্যত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দুর্য্যোধন মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন, “দুরাত্মন্ ভীমার্জ্জুন শত্রো! এক্ষণে আর কোথায় যাইবে?” এই কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, “দেব, এক্ষণে আর দুর্য্যোধন কোথায়?” যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দের সহিত কহিলেন “বৎস! বাষ্পজলে আমার নয়ন নিরুদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতু আমি তোমার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিতে পারিতেছি না; তুমি এবং অর্জ্জুন কি সত্য সত্যই জীবিত আছ?” ভীম কহিলেন “নরনাথ! আমরা জীবিত আছি, আপনার অরিকুল নির্ম্মূল হইয়াছে: এক্ষণে অনুমতি করুন যাজ্ঞসেনীর কেশবিন্যাস করিয়া

পূর্ণপ্রতিজ্ঞ হই।” যুধিষ্ঠির বলিলেন, “তবে যাজ্ঞসেনী বেণী সংহার মহোৎসব অনুভব করুক।” তখন ভীমসেন দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বেদীসম্ভবে যাজ্ঞসেনি! যে নরপশু দুঃশাসন সভাস্থলে তোমার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, এই তাহার পীতাবশিষ্ট রুধির। আর তোমার পরিভবানল শান্তির নিমিত্ত পদদ্বারা কুরুপতিরও উরুদেশ সংচূর্ণিত করিয়া এই রুধির আনয়ন করিয়াছি; প্রিয়ে! স্পর্শ করিয়া আমাকে পূর্ণপ্রতিজ্ঞ কর।”

এই সময়ে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে ভগবান বাসুদেব সেই স্থলে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ নিখিলরাজন্যগণ সহিত অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে কুরুরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

—:*:—

গ্যাসের ফোয়ারা।

কোন কোন স্থানে মাটীর নীচে হইতে ধাতব তৈল পাওয়া যায়। যেমন ধাতুর খনি আছে, তেমনি ধাতব তৈলেরও খনি আছে। যে সকল স্থানে ধাতব তৈলের
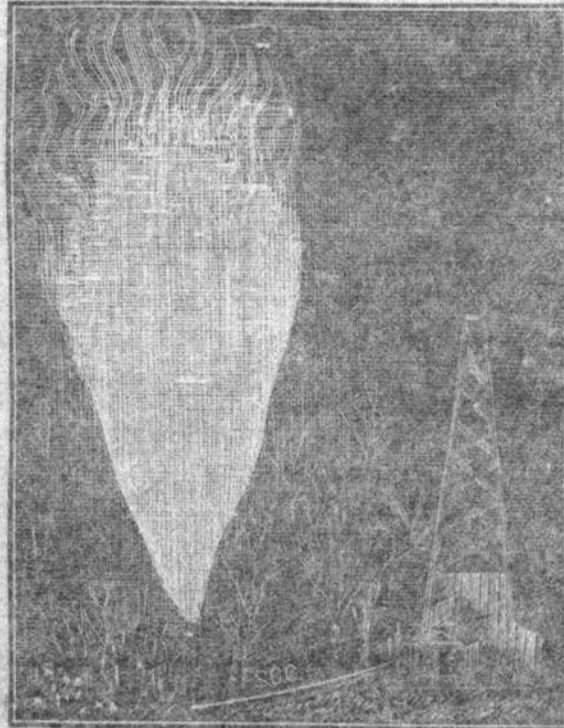
খনি দেখা যায়, সেই সকল স্থানের মধ্যে কোন কোন স্থানে গ্যাসের ফোয়ারাও দেখা গিয়া থাকে। ধাতব তৈলের খনি খুড়িতে খুড়িতে গ্যাসের উৎস আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। আমেরিকার অনেক স্থানে এইরূপ গ্যাসের ফোয়ারা দেখা গিয়াছে। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের ওহিয়ো নামক পরগণার ফিণ্ডলে নগরে যে গ্যাসের ফোয়ারা আছে, একদা রাত্রি কালে তাহার একটী ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। সেই ফটোগ্রাফের একটী প্রতিকৃতি আমরা ৭পর পৃষ্ঠে প্রদান করিলাম।

ফিণ্ডলে নগরের সমস্ত গ্যাসের আলোক এই ফোয়ারা হইতে নীত গ্যাসের সাহায্যে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। আমেরিকার আরও কয়েকটী নগর এইরূপ গ্যাসের ফোয়ারা নিঃসৃত গ্যাসের সাহায্যে আলোকিত হয়। দেখা গিয়াছে প্রায় পাঁচ সাত বৎসর করিয়া গ্যাসের ফোয়ারা হইতে অনবরত অধিক পরিমাণে গ্যাস বাহির হয়, পরে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া এক কালে নিঃশেষ হয়। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের পেনসিলবেনিয়া পরগণার গ্রিণবিল্ নামক জেলায় সম্প্রতি এইরূপ অনেক গুলি গ্যাসের ফোয়ারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন ফোয়ারা হইতে গ্যাস বাহির হইবার সময় উহা প্রায় ২০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া থাকে। কখন কখন গ্যাসের ফোয়ারার উপর বজ্রাঘাত হয়। রাত্রিকালে উহার উপর বজ্রাঘাত হইলে যে সুন্দর দৃশ্য হয় তাহা বর্ণনাতীত।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ধাতব তৈলের খনি আছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সুযোগ্য লোক নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষ, হিমালয়ের পাদদেশ ও আসাম অঞ্চলে ধাতব তৈলের খনি আছে। এই সকল খনির কার্য্য আরম্ভ হইলে আমরা হয়ত দুই একটী গ্যাসের ফোয়ারা দেখিতে পাইব।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী ২৮এ ডিসেম্বর ন্যাসন্যাল কনগ্রেস বা জাতীয় সমিতির অধিবেশন কলিকাতায় হইবে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সকল স্থানের প্রতিনিধি এই উপলক্ষে এখানে আসিবেন, এবং ভারতের কল্যাণকর নানা বিষয়ের আলোচনা করিবেন। আমরা এ সমিতির কল্যাণ প্রার্থনা করি।

২। পুনাতে একটী দেশালাইয়ের কল বসিয়াছে, কলিকাতায় আজিও হইল না।

৩। এ বৎসর 'এম এ'র বিবিধ পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। আগামী ইংরাজী বর্ষে শ্রীরামপুর কলেজ গৃহে এক প্রদর্শনী ও সংকের বাজার হইবে। তদুপলক্ষে;বালক বালিকা ও বয়স্ক নরনারীদিগেরও শিল্পকার্য্যাদির পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা এই প্রদর্শনীতে জিনিষ পত্র পাঠাইতে চান, বা পুরস্কারার্থী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শ্রীরামপুর বাপ্‌টিষ্ট কলেজের প্রাইজ সেক্রেটারীর নামে আবেদনপত্র পাঠাইবেন।

৫। ইংলণ্ডের এক ধনাঢ্যা মহিলা স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি ২৭ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন, তিনি সে সমস্ত টাকাই "রয়াল কলেজ অব্‌ সর্জনস্‌" নামক চিকিৎসা বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ব্যাবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্র-ব্যবহার, জরীপ এবং সমস্থল প্রক্রিয়া।—শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত, মূল্য ১।০ মাত্র। গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে পরিচিত। তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকখানি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ইহা যে জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছে, ইহার চতুর্থ সংস্করণ তাহার প্রমাণ।

২। আত্মচিন্তা।—"পাপীর নবজীবন লাভ" প্রণেতার প্রণীত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যেরূপ সুন্দর কাগজে সুন্দর অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে সেইরূপ ক্ষুদ্রাকারে জীবনের অনেক সার কথা গ্রথিত হইয়াছে, ধর্ম্মপিপাসুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপাদেয় হইবে।

বামা-রচনা।

আমার শৈশব।

শৈশব! তোমারে আমি খুঁজি কতবার,
আজিও তোমার তরে, পরাণ কেমন করে,
সুখের শৈশব মম গিয়াছ কোথায়?—
আবার আয়রে মন! শৈশব দোলায়। ১

সেদিন, যেদিন ছিলে শৈশব আমার,
ছিল ধরা সুখময়, কচি কচি সমুদয়,
এই রবি এই শশী অনল অনিল,
কি জানি কেমন তর কচি কচি ছিল। ২

মধুর নাচিত নদী মৃদুল হিল্লোলে;
কুসুমের তরুরাজি, নব নব ফুলে সাজি,

দোলাইত প্রতিবিম্ব বিমল জীবনে
দেখি দেখি হাসিতাম নিরমল মনে। ৩

ফুটিলে সোণার চাঁদ দিক উজলিয়া,
"আয় আয় আয়" বলি, ডাকিতাম কর তুলি,
"ভুবন ভুলানো হাসি" হাসিত সে তাই!—
চাঁদ যেন ছিল মোর আপনার ভাই! ৪

হাসি বই সেকালে তো নাহি ছিল আর,
কাঁদিতে নয়ন জলে, আনন্দ পড়িত গ'লে,
যবে হাসিতাম ধরি মা'র মুখ খানি,
আমারে হাসিতে দেখি হাসিত ধরণী। ৫

ছুটিয়া বাবার কোলে উঠিতাম গিয়ে,
হাসির লহরী তুলি, মাখিয়া দিতাম ধূলি,
তিনি তুষিতেন ক'য়ে মধুমাখা কথা,
কোথা সে শৈশব আজি বাবা মোর কোথা? ৬

সে দিন মায়ের কাছে ছিনু ঘুমাইয়া—
কেজানে কেমন করি কে নিল শৈশবে হরি,
নিদ্রার কুহকে আমি কিছু জানি নাই,
"কিছু" জানিলে কি সুখ শৈশবে হারাই! ৭

সে অবধি এই দশা হয়েছে আমার,
মরম খুলিয়া কই, আমি আর আমি নই,
নাই আর সেকালের নিরমল মন
বাজ প'ড়ে পুড়ে গেছে সেই ফুলবন! ৮

হাসেনা সুধাংশু আর মোর কথা শুনি,
আধ ফোটা ফুল গুলি, ডাকে না আঙুল তুলি,
ভেঙে গেছে কোন দেশে সেই খেলা-ঘর,
আমার সে সাথীগুলি হয়ে আছে পর! ৯

ফুরায়েছে সেকালের ভাল বাসাবাসি,
কত শোক কত তাপে, কত দুঃখ কত পাপে,
দূর হয়ে গে'ছে সেই নিরমল হাসি,
তাইরে এমনি আমি আঁখি জলে ভাসি। ১০

আজিও সে ফুল ফোটে কুসুম কাননে,
আজিও বসন্তে ধরা শ্যামল পল্লব ভরা,
আজিও পাপিয়া গায় পিও পিও ক'রে,
যমুনা জাহ্নবী তারা আজো যায় ব'য়ে, ১১

আজও উষার হাসে হাসে বসুমতী,
আজিও সাঁঝের তারা ছড়ায় কনক ধারা,
বার, মাস, বছরাদি সব আছে সেই—
শুধুই আমার প্রাণে সুখটুকু নেই! ১২

তরঙ্গে তরঙ্গে হায়, ভেঙে এ হৃদয়
উথলয়ে অবিরল, পোড়া নয়নের জল,
যখন প্রবাহ বয় নিবারিতে নারি!
(তবুও লুকাই কত বসনে নিবারি!) ১৩

শৈশব! তোমারে তাই ডাকি আরবার,
আবার বারেক তরে শিশু করি রাখ মোরে,
ভুলিয়া মরম জ্বালা অসহ বেদন,
হাসিগে মায়ের কোলে করিয়া শয়ন। ১৪

তোমার পরশে পাব নবীন জীবন,
সেই মন সেই সুখ সে সব সোণার মুখ
আবার আসিবে! যথা বসন্তে ধরায়
অযুত কুসুম ফোটে শুকানো লতায়। ১৫

আবার ছুটিব আমি সমীরণ সনে,
উঠিব বাবার কোলে, ধরিব মাধীর গলে,
আবার ঘুমাব মরি! শৈশব দোলায়,
আয়রে শৈশব ফিরে একবার আয়! ১৬

কোথা তব নিবসতি সুখের আগার?
আমারে ভূতলে ফেলে, কোথা তুমি চলি
গেলে?
সেথানে কি শোকতাপ মলিনতা নাই?
কহরে আমারে আমি সেথানে লুকাই।১৭

স্বরগে জড়িত আহা ললিত শৈশব!
তব সুখ-স্মৃতি গানে আজিও এ ভাঙা
প্রাণে
বেজে উঠে সাত বীণা পূরবীর স্বরে,
হৃদয় তুফান চলে লহরে লহরে। ১৮

এ জনমে আর তুমি হবে না আমার—
তবুও সে সুখরাশি, বিমল সঙ্গীতে ভাসি
যখন উছলে মনে তখনই নূতন,
ভুলিয়া সকল জ্বালা নিরখি স্বপন। ১৯

প্রণয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

চন্দ্রের প্রতি।

(পূর্ণিমা-নিশীথে লিখিত।)

বসুন্ধরা আলো করি সুনীল অম্বরে,
অসংখ্য তারকাসনে,
উদিয়া প্রফুল্ল মনে,
শোভিতেছে শশধর গগন মাঝারে,
অতুল সৌন্দর্য্যে ধরা বিমোহিত ক'রে;
সলিল উজ্জ্বল করি,
আনন্দে সরসী'পরি
হাসিতেছে কুমুদিনী প্রফুল্লিত মন,
হৃদয়ে তোমার রশ্মি করিয়া ধারণ।
মোহিয়ে জগত জনে অনুপম রূপে—
তমোময় নিশাকালে
উদিয়া গগন-ভালে
আলোকি কৌমুদীজালে অনন্ত সংসার,
নির্জ্জীব ভারতে কর জীবন সঞ্চার!
কে তোমায় বল শশী,
সৃজিল এ রূপরাশি—
যে অতুল রূপে হয়ে ভুবনমোহন
পক্ষান্তরে আসি তুমি দাও দরশন!
তোমার কিরণ মাখি, রূপের ছটায়
কাননে কুসুমচয়
হইয়াছে শোভাময়,
চুম্বি ফুলবালাদলে সৌরভ লইয়া,
খেলিতেছে সমীরণ পুলকে মাতিয়া!
তরু শাখাপরে বসি,
শুনাতে তোমারে শশি,
কলকণ্ঠ ঝঙ্কারিয়া মোহিয়ে শ্রবণ
গাহিতেছে পিককুল মধুর কেমন!
অতুলন রূপ তুমি ধর, সুধাকর!
তব তেজে খদ্যোতেরা
হইয়াছে জ্যোতিহারা,
ধবল বসন পরি রজনী সুন্দরী,
হাসিছেন কিবা শোভা চিত্তমুগ্ধকরী!
নির্ম্মল সরসী'পরি
তব প্রতিবিম্ব পড়ি
হইয়াছে আজি, হায়, কি শোভা সলিলে,
সুবর্ণ কমল যেন ফুটিয়াছে জলে!
মধুর নিশীথে আমি হেরিতে তোমারে
আইনু ছুটিয়া, শশি।
আমি বড় ভালবাসি
তোমার মধুর হাসি রজনীরঞ্জন!—
যে হাসিতে আলোকিত সমগ্র ভুবন!
সুধাকর! বল মোরে
পাঠায়েছে কে তোমারে
হেন মনোহর করি সুদূর অম্বরে?
কার এ অতুল সৃষ্টি বল না আমারে!

শ্রীশ্রীমণা সুন্দরী বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৪ সংখ্যা } পৌষ ১২৯৩—জানুয়ারি ১৮৮৭। { ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড়লাটের প্রত্যাগমন—বড়লাট ভারতবর্ষের অনেক দেশীয় রাজার রাজ্য সন্দর্শন করিয়া গত ১লা পৌষ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দলীপসিংহের ভাবান্তর—দলীপ সিংহ পারিসনগরে বাস করিয়া রুসীয় রাজ-বংশীয়দিগের প্রতি অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। ইংরাজ জাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কমিয়াছে।

কেশবচন্দ্রের ছবি—চারি হাজার টাকা ব্যয়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একখানি সুন্দর ছবি চিত্রিত হইয়া আসিয়াছে। ছোটলাট সাহেব টাউনহলে ইহার আবরণ উন্মোচন করিবেন।

কাবুলের বিদ্রোহ—ইংরাজ সীমান্ত কমিশন কাবুলের আমীরের সহিত যে সময় সাক্ষাৎ করেন, সেই সময়েই একদল আফগান বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহীদিগের সহিত এক যুদ্ধে আমীরের পক্ষ পরাজিত হইয়াছে। ইংরাজদিগের সহিত আমীরের বন্ধুত্ব আফগানদিগের চক্ষুশূল।

রুসীয় গুপ্তচর—পশানী নামক একজন রুসীয় ছদ্মবেশে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান ভ্রমণ করিয়া ভারতভ্রমণ সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। রুসীয়দিগের কার্য্যকৌশল ইংরাজ চক্ষুতেও ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে।

পবলিক সার্ব্বিশ কমিশন—গবর্ণমেন্টের বিবিধ বিভাগের ব্যয়ভার কমাইবার জন্য এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। সার চার্লস আচিশন ইহার সভাপতি, দেশীয়দিগের মধ্যে বিচারপতি বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ইহার সভ্য হইয়াছেন।

আশ্চর্য্য দেবমূর্ত্তি—আফগান সীমা অতিক্রম করিয়া ঘোর পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া যাইবার পথে বাসিয়ান নামক স্থানে ৫টী পাহাড় কাটিয়া ৫টী বিরাট মূর্ত্তি খোদিত আছে, ইহার বৃহত্তম মূর্ত্তিটী ১৭৩ ফিট অর্থাৎ কলিকাতার অক্টার লোনী মনুমেণ্ট অপেক্ষা ৮ ফিট অধিক উচ্চ। এই গুলিকে কেহ কেহ পঞ্চপাণ্ডবের কীর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু এ গুলি বৌদ্ধ কীর্ত্তি হওয়াই সমধিক সম্ভব। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে এই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যার পর নাই চমৎকৃত হন। এ গুলি সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত ও বিবিধ মূল্যবান্ প্রস্তরে অলঙ্কৃত ছিল, তাহা দেখিয়া দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। বৃহত্তম মূর্ত্তিটীর পাদদেশে প্রবেশ দ্বার আছে, পরে তাহার ভিতর মনুমেণ্টের মত সিঁড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সিঁড়ীর পার্শ্বে বিশ্রামের ঘর আছে। বিজয়ী তৈমুর, নাদের সা প্রভৃতির গোলাগুলিতে মূর্ত্তিগুলি কোন কোন স্থলে বিকলাঙ্গ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে শিক্ষা—সোরাজী নাম্নী এক খ্রীষ্টীয় পার্শি মহিলা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর যত্নে তথায় এক শিল্পবিদ্যালয় হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য ১৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

লেডী আচিসন হস্পিটাল—ভাওলপুরের নবাব লাহোরাস্থ এই হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ ৩০০০ টাকা দিয়াছেন।

বিদেশীয় রমণীদিগের সৎকার্য্য—

(১) ইংরাজ রমণীরা প্রায় ৮০০০ টাকা ব্যয়ে ভারতহিতৈষী ফসেট্ সাহেবের স্মরণার্থ মার্ব্বেল পাথরনির্ম্মিত এক জলের ফোয়ারা টেম্স বাঁদের নিকটস্থ উদ্যানে স্থাপন করিয়াছেন, ইহার নির্ম্মাত্রী কুমারী গ্রাণ্ট।

(২) লেডী বর্টন নাম্নী এক রমণী অষ্ট্রীয়া ও ইটালীর গৃহপোষিত জন্তুদিগের রক্ষা ও আরাম বিধানের জন্য গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পীড়িত বা নিরাশ্রয় জন্তু সকল তথায় সেবিত ও প্রতিপালিত হয়।

(৩) কুমারী হেডেনষ্ট্রম নাম্নী একজন নরওয়ে দেশীয় রমণী লণ্ডনে সেলরদিগের হিতার্থ এক বাটী খুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নাবিকেরা আশ্রয় পাইবে।

(৪) World's Women's Temperence Union—পৃথিবীর নারীজাতির

টেম্পারেন্স সম্মিলনী নামে এক সভা আছে, তাহার কর্ম্মচারী সকলেই স্ত্রীলোক এবং তাহারা আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে থাকিয়া কর্ম্ম করেন, সর্ব্বপ্রকার মাদক ব্যবহার ও বিক্রয় বন্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাঁরা এক বিরাট আবেদন পত্র প্রস্তুত করিতেছেন, ৫ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল ভাগের স্ত্রীলোকদিগের নাম তাহাতে স্বাক্ষরিত হইবে এবং পৃথিবীর সকল গবর্ণমেণ্টের নিকট মাদকের বিরুদ্ধে এই আবেদন প্রেরিত হইবে। ধন্য ইংরেজ রমণীদিগের সাহস ও অধ্যবসায়!

পারস্য রমণী।

কতকগুলি ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া সাধারণের মধ্যে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছেন যে পারস্য দেশে স্ত্রীলোকদিগের বড়ই দুরবস্থা, তথাকার পুরুষগণ তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। কোন ইয়োরোপীয় পারস্যদেশে বহুকাল বাস করিয়া পারস্য রমণীদিগের অবস্থার এইরূপ যথার্থ বিবরণ লিখিয়াছেন।

পারস্যে স্বামী স্ত্রীকে প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় দেখেন। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য বিবাহ করিবার ভাব নীচ শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা যায় বটে, কিন্তু উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণী পারসীকদিগের মধ্যে সে ভাব নাই। সন্তান লাভ জন্য ও হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রণয় বৃত্তি চরিতার্থ জন্য বিবাহ করা আবশ্যক এই ভাবই উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে খুব প্রচলিত দেখা যায়। পারস্যদেশে পিতা মাতাই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন, তবে কেহ কেহ পুত্র বা কন্যাকে বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পারস্যদেশে বহু বিবাহই প্রচলিত নিয়ম ছিল, কিন্তু এক্ষণে বহু বিবাহ রীতির প্রতি অনেকের বিরাগ দেখা যায়। যাহাদের দুই তিনটী স্ত্রী, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ধনবান্। বহু বিবাহকারী ব্যক্তি এক বাটীতে সকল স্ত্রীকে রাখিতে পারেন না, পারস্যদেশের এইরূপ নিয়ম দাঁড়াইয়াছে দুই বা তদধিক বিবাহ করিলে তাহাদিগের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে রাখিতে হইবে। বোধ হয় এই নিয়ম থাকাতেই পারস্যদেশে বহু বিবাহ রীতির অনাদর হইতেছে। বহুবিবাহকারীর স্ত্রীগণের মধ্যে প্রায় বিরোধ দেখা যায় না, বরং অকপট প্রণয় দেখা গিয়া থাকে। সর্ব্বদা একত্রে না থাকাই বোধ হয় ইহার কারণ। পারস্যদেশে স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে

পরিত্যাগ করিতে পারেন বটে,--বিচারালয়ে গিয়া বিচারকের সম্মুখে "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম" স্ত্রীকে এই কথা বলিলেই তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি এই পরিত্যাগ কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজ নহে। বিবাহের সময় বর সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সম্মুখে কন্যাকে কতকগুলি দ্রব্য দিতে প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু কন্যাপক্ষীয়েরা এই সকল দ্রব্যের তালিকা এত বৃদ্ধি করে, যে বিবাহের সময় তাহা প্রদত্ত হয় না, কিন্তু যদি বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চান, তাহা হইলে তালিকাস্থ সমস্ত দ্রব্য না দিলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অনেকের পক্ষে এই সকল দ্রব্য প্রদান করা সহজ নহে। সুতরাং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে পারসীক স্বামীর যে স্বাধীনতা আছে, তাহার বিশেষ মন্দ ফল হয় না। যখন কোন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মনান্তর হয় এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি বীতরাগ হন, তখন দুইজনে সম্মত হইয়া পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন। সে স্থলে স্ত্রী বা তাহার আত্মীয়গণ স্বামীর নিকট হইতে কিছুই লন না। অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় পারস্যদেশে যে পুরুষ স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রতি লোকের খুব অশ্রদ্ধা দেখা যায় এবং যে স্ত্রী তাহার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, কোন সদাচারী লোক তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অগ্রসর হন না।

পারস্যদেশে একটী কুরীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইহা—খুড়তোত, পিস্‌তোত, জেঠ্‌তোত ও মামাত ভাই ভগিনীর মধ্যে বিবাহ হইবার রীতি। এই নীতি যে কেবল সুনীতির নিয়মানুসারে দূষণীয় তাহা নহে, ইহা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিরুদ্ধ। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এই রীতি অদ্যাপি কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ রীতিও ক্রমে পরিত্যক্ত হইতেছে।

পারস্যদেশে নামে জাতিবিভেদ নাই বটে, কিন্তু কাজে জাতি বিভেদ লক্ষিত হয়। সচরাচর ধনীর কন্যার নির্ধনীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয় না। বণিকের কন্যার সৈন্যবৃত্তি অবলম্বীর পুত্রের সহিত বিবাহ হয় না, ব্যবসায়ীর কন্যার কৃষকের পুত্রের সহিত বিবাহ হয় না। কিন্তু অসামান্য সৌন্দর্য্যসম্পন্না বালিকা অতি দরিদ্রের কন্যা হইলেও রাজা বা অতুল ধনশালী ব্যক্তির পুত্রের সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন। পারস্যের বর্ত্তমান সম্রাটের প্রধানা মহিষী অতুল রূপলাবণ্যসম্পন্না তিনি একজন সামান্য ব্যবসায়ীর কন্যা।

পারসীক নববিবাহিতা রমণীর অবস্থা হিন্দু নববিবাহিতা বালিকার অনুরূপ। ভর্ত্তৃগৃহে গিয়া তিনি শাশুড়ী ঠাকুরাণী বা বয়স্কা ননন্দার অধীনে রক্ষিতা হন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে গৃহকার্য্য

শিক্ষা করেন। মোটের উপর বলিতে গেলে পারস্তদেশে শ্বাশুড়ী পুত্রবধূর প্রতি সস্নেহ ও মধুর ব্যবহার করিয়া থাকেন; অনেক হিন্দু শ্বশ্রুর ন্যায় নির্যাতনের একটী সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা করেন না।

স্ত্রীলোক যতদিন সন্তানবতী না হন, ততদিন তিনি বাটীর বাহির হইতে পারেন না। সন্তানবতী হইলে যুবতীগণ বয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত বাজারে আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য গমন করেন। পারস্তদেশে নিয়ম আছে তথাকার ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সকলশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বাজারে গমন করিয়া থাকেন।

যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়াছে, তাঁহার নাম ধরিয়া কেহ ডাকেন—তখন ছেলের নামানুসারে "হাসেনের মা" বা "মহম্মদের মা" বলিয়া ডাকা হয়। ইহা হিন্দু প্রথা। আশ্চর্য্য যে ইহা পারস্তে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু কন্যা হইলে তাহার মাতার নাম পরিবর্ত্তন হয় না, তাঁহার নিজ নামেই তাঁহাকে সকলে ডাকে। কন্যার প্রতি পারসীকদিগের এতই অনাদর!

পুত্র সন্তান হইলে পারস্তরমণী আপনাকে অতি ভাগ্যবতী মনে করেন এবং তখন হইতে তিনি পরিবারের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকারিণী হয়েন।

শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর পর বধূ বাড়ীর কর্ত্রীপদে অধিরূঢ়া হয়েন এবং তখন হইতে স্বামীর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব আরম্ভ হয়! পারস্ত পুরুষ সকলকার্য্যেই স্ত্রীর পরামর্শ লইয়া তাহা সম্পন্ন করেন। অনেকের সংস্কার পারস্ত পুরুষেরা স্ত্রীগণকে অত্যন্ত নির্যাতন করেন—দাসীর ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করেন। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক অপবাদ।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অবগুণ্ঠন ধারণ পারস্তদেশে অতি সম্মানের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। স্ত্রীলোকেরাও অবগুণ্ঠন ধারণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পারস্তরমণীগণের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিতা বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে শিক্ষিতার অভাব নাই। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি পারস্তবাসীদিগের অনাদর নাই, বরং বিশেষ সমাদর আছে। মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর পারস্তরমণী পারসী ভাষা শিক্ষা করেন, এই ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করেন ও সঙ্গীত করিতে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে শিখেন, সীবন কার্য্য ও নানা প্রকার গৃহকার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। পারস্তরমণীদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন। উঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জন নানা বিষয়ক কবিতা লিখিয়া দেশ মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পারস্তরমণীদিগের একটী গুণ এই যে তাঁহারা রন্ধনকার্য্য স্ত্রীলোকের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ মনে করেন। রন্ধনকার্য্যে প্রত্যেক পারস্ত রমণীই অতিশয় সুদক্ষা।

পারস্য রমণীগণ দর্জ্জির কার্য্যেও নিপুণা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বাটীর সকল লোকের পরিচ্ছদ আপনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ কোন একটী শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়া কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। পারস্য রমণীদিগের মধ্যে আলস্য ও বিলাসপ্রিয়তা খুব কম।

কলহপ্রিয়তা, ঈর্ষাপরায়ণতা ও পরনিন্দাপ্রিয়তা পারস্য রমণীদিগের প্রধান দোষ। কিন্তু গড়ে ধরিতে গেলে তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণা, গৃহকার্য্যে নিপুণা, মিতব্যয়ী, এবং আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল সাধনে তৎপরা। এই সকল গুণ থাকাতে তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীকর্ত্তৃক সমাদৃতা ও সন্তান সন্ততি কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাকেন।

প্রৌঢ়াবস্থায় পারস্য পুরুষগণ মুসলমান দিগের তীর্থস্থান মক্কা, মেসেদ, ও কারবোলা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। পারস্য স্ত্রীলোকগণ প্রায় তীর্থ যাত্রা করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি স্বামিভক্ত, তাঁহারা কেবল পথে স্বামীর শুশ্রূষা করিবার জন্য তাঁহাদের সহযাত্রী হন।

——:***:——

গার্হস্থ্য ও সাধারণ নীতি।

কার্য্যের দ্বারা আমরা অন্যকে যেরূপ শিক্ষা দিতে পারি, উপদেশের দ্বারা সেরূপ পারি না। পিতা মাতা স্ব স্ব জীবনকে পবিত্র করিয়া, প্রত্যেক কার্য্যে মহত্বের পরিচয় দিয়া সন্তানের মনে পবিত্রতার ও মহত্বের ভাব যেমন দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবেন, সেরূপ শত উপদেশেও পারিবেন না।

সৎকার্য্য করিবে কর্ত্তব্য বলিয়া, বিবেক সম্মত বলিয়া, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বলিয়া। লোককে দেখাইবার জন্য, প্রশংসা লাভ জন্য, গণ্য মান্য হইবার জন্য যে সৎকার্য্য করে, সে কখন অবিচলিত ভাবে সৎপথে চলিতে পারে না। এক সময়ে নিশ্চয়ই তাহার পদস্খলন হয়। প্রশংসা জন্য সৎকার্য্য করার ভাব সমাজে প্রচলিত। সুবিজ্ঞ পিতা মাতা বাল্যকাল হইতেই পুত্র কন্যাগণের মন হইতে এই ভাব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

পরিবারের মধ্যেই সকলের চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক পরিবারের বয়স্ক অধিনেতার কঠোর কর্ত্তব্য যে তিনি পরিবারস্থ প্রত্যেকের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা জন্য সর্ব্বদা সম্যক্ যত্ন করেন।

শারীরিক সৌন্দর্য্যসাধনে তৎপর হওয়া নিন্দার বিষয় নহে, কিন্তু যিনি শরীরের সৌন্দর্য্য-সাধনে নিযুক্ত হইয়া মনের ও আত্মার সৌন্দর্য্য-সাধনে পরা-

মুখ হয়েন, তিনিই নিন্দার কার্য্য করেন।

রিপুগণকে জয় করিয়া পবিত্রতার পথে, উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য, ও জ্ঞানের লক্ষ্য।

সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ জানুক যে কর্ত্তব্য পালনে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপভোগে কখনও বিরাগ জন্মে না।

যদি তোমার প্রতিজ্ঞার বল থাকে, তাহা হইলে কোন কার্য্য সাধনেই তুমি প্রতিবন্ধক অনুভব করিবে না।

যদি তোমার মন বাস্তবিকই উন্নত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির কোন বস্তুই তোমার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে না।

অসদৃষ্টান্তে অসৎ না হওয়া, অসচ্চরিত্র লোকের সঙ্গে থাকিয়াও চরিত্রকে কলুষিত হইতে না দেওয়াই বলীয়ান আত্মার গৌরব।

যদি সংসারের প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার আত্মাকে সংসারের সুখ দুঃখের উপরে উত্থিত কর।

নম্র হইয়াও চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষাকরা যায় এবং রূঢ় ও কর্কশ না হইয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যায়; এই সত্য অনেকেই ভুলিয়া যান।

তোমার শিক্ষার যে অভাব আছে, যদি চেষ্টা কর আত্মার স্বাভাবিকী শক্তি দ্বারা তাহা তুমি পূরণ করিয়া লইতে পার।

——:*:——

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৬৩ সংখ্যা—২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

রোগীর গৃহের জানালা খোলা থাকিবে। অনেক পীড়া আরোগ্য পক্ষে পরিষ্কার বায়ু আবশ্যক।

শুশ্রূষাকারিণী রমণী প্রতিদিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন জন্য বাহিরে যাইবেন। যে বিশুদ্ধ বায়ু শুশ্রূষাকারিণী বাহির হইতে গৃহে আনিবেন, তাহা তাঁহার এবং রোগীর উভয়ের পক্ষে উপকারী। তাহার দ্বারা তাঁহার শরীর ও মন প্রফুল্ল হওয়াতে তিনি আরও উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইবেন। যদি শুশ্রূষাকারিণীর সময় অতি অল্প হয়, তাহাহইলেও তিনি অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্য নিকটস্থ কোন উদ্যানে কিম্বা একটু এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়া আসিবেন যেন নির্ম্মল বায়ু সেবনের বিষয়ে কখনও তাঁহার ভুল না হয়। যদি বায়ু জলীয় হয়, তাহা হইলে তিনি বেড়াইবার কাপড় না ছাড়িয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন না।

রোগীর গৃহের বায়ু বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নানা রূপ উপায় দ্বারা বায়ু বিশুদ্ধ করা যায় তন্মধ্যে দুইটী বিষয় নিম্নে লিখিত হইলঃ—

১। গৃহে কিঞ্চিৎ ধুনার ধূম দিলে হয়।

২। কয়লার আগুনে আস্ত কাফি (যাহার ক্বাথ সাহেবেরা খাইয়া থাকেন) পোড়াইলে হয়।

এই উভয় প্রকরণেই বায়ু সুগন্ধ ও বিশুদ্ধ হয় এবং ইহাদের গন্ধ রোগীর তৃপ্তিকর এবং ইহাতে ব্যয় অতি অল্প।

অস্থিরতা রোগীর একটী যাতনা-দায়ক অবস্থা; এই অবস্থাপন্ন রোগীর গাত্রে এবং কেশে আস্তে আস্তে হাত বুলাইলে, ধীরে ধীরে, সুস্বরে ভাল পুস্তক পাঠ করিলে অথবা মিষ্টস্বরে উত্তম সঙ্গীত করিলে তাহার যাতনার অনেক উপশম হয়।

রোগীর গৃহের ভিতরে অথবা বাহিরে গুন্ গুন্ স্বরে অথবা ফুস্ ফুস্ করিয়া চুপি চুপি কথা কহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, কারণ তাহাতে রোগী মনে করিতে পারে যে তাহার অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথা হইতেছে। তদ্ব্যতীত ফুস্ ফুস্ শব্দে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়। সুতরাং যাহা কহিবে সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট স্বরে কহিবে।

রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয়; এজন্য যাহাতে নিদ্রার সময় কেহ রোগীর গৃহে প্রবেশ না করে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। একখানি পুরু কাগজে "নিদ্রিত" এই কথাটী লিখিয়া রোগী যখন নিদ্রা যাইবে, সেই সময়ে তাহার গৃহ দ্বারে লম্ববান করিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে আর কেহ কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়াই শুশ্রূষাকারিণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন।

সকল স্ত্রীলোকেরই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা পীড়িতের শুশ্রূষার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। যে স্ত্রীলোক শুশ্রূষা কার্য্যে বিশেষরূপ পারদর্শিনী, যদি তাঁহার সুন্দর শুশ্রূষায় একটী মাত্রও মানব জীবন রক্ষা পায়, তাহা হইলে তাঁহার সেই পরিশ্রমের যে কি পুরস্কার তাহা মনুষ্য বলিতে পারে না। শুশ্রূষা-কারিণীর সাহায্য না পাইলে চিকিৎসকের ক্ষমতা ব্যর্থ হইয়া যায়।

যখন রোগীর জীবনের আশা নাই, তখনও আমরা তাহাকে শুশ্রূষা করিতে নিবৃত্ত হইব না। ঈশ্বরের নিকট হইতে যে আত্মা পৃথিবীতে আসিয়া মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, কে বলিতে পারে যে সেই আত্মা কখন মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবে। চিকিৎসকেরা জীবনের বিষয়ে নিরাশ হইবার পরও শুশ্রূষাকারিণীর আন্তরিক যত্নে রোগীর জীবন রক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। শুশ্রূষাকারিণীর ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে!!! এই সকল কারণে আমরা

প্রথমে বলিয়াছি যে সকল স্ত্রীলোকেরই নাড়ী পরীক্ষার ক্ষমতা এবং ঔষধের গুণাগুণ বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মনে কর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল চিকিৎসক পাওয়া যাইতেছে না, যদি শুশ্রূষাকারিণী নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রোগীর অবস্থা বুঝিতে পারেন এবং ঔষধের গুণাগুণ জানা থাকিলে সে সময়েও কতকটা সাহায্য হইতে পারে। সেই জন্য আমরা ইচ্ছা করি যে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগকে ঔষধের গুণাগুণ ও নাড়ী পরীক্ষার বিষয় শিক্ষা দেওয়া হউক।

দ্বিতীয়তঃ, রোগীর জীবনের আশা না থাকিলেও উপযুক্ত শুশ্রূষাদ্বারা তাহার যথাসম্ভব আরাম বিধান ও যন্ত্রণার প্রশমন করা যায়। জীবনের চরম সময়ে এরূপ কার্য্যের যে কত মূল্য, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রোগীর শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করা অত্যন্ত দায়িত্বের কার্য্য। একটী মনুষ্যের জীবনের ভার একটী শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান সময়ে আত্মীয় দ্বারাই রোগীর শুশ্রূষা হইয়া থাকে। আত্মীয়হীন রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত, অথবা প্রকাণ্ড চিকিৎসালয়ে গমন পূর্ব্বক নিরাশ্রয় যন্ত্রণা-কাতর রোগীদিগকে শুশ্রূষা করিবার জন্য আমাদের দেশের রমণীগণকে বদ্ধপরিকর হইতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে ইউরোপীয় রমণীগণকে উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে। প্রকাণ্ড চিকিৎসালয়ে, সমরাঙ্গণে, মারীভয়গ্রস্ত গ্রামে শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া আত্মীয়-শূন্য নিরাশ্রয় রোগীদিগকে জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, রোগীর প্রলাপ বাক্যের মধ্যে কত দুর্ব্বাক্য, অস্থিরতা বশতঃ কত দুর্ব্ব্যবহার অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন; ভগবানের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা পবিত্র কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করিতেছেন। স্বদেশীয় ভগিনীগণ! কবে তোমাদিগকে সেরূপ নিরাশ্রয় রোগীদিগের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুমিষ্ট বচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে, রোগের যাতনায় অস্থির রোগীকে সেবা করিতে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব?

——:•:——

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৫০ সংখ্যা বামাবোধিনীর—২২২ পৃষ্ঠার পর)

আশাবতী। প্রভো! আপনার কৃপায় এই পুণ্য তীর্থ বারাণসী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

ইহা দেখিলেও পাষণ্ডহৃদয়ে ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় হয়। দেশে থাকিতে শুনিয়াছিলাম যে, কাশীতে অনেক মন্দ লোক বাস করে। স্বদেশে নানা প্রকার কুকার্য্য করিয়া কাশীতে আসিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া বসতি করে। কিন্তু আমি ত মন্দলোক দেখিলাম না।

যোগী। মা আশাবতি! বারাণসী যে পুণ্যতীর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাগণ বাস করেন, সেই স্থানই প্রকৃত তীর্থ। কাশীতে অনেক সাধু মহাত্মা আছেন। কাশীতে অনেক মন্দলোক আসিয়া বাস করে, অনেক সাধুলোক ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মার্থী লোকও আসিয়া বাস করেন। যথানে মনুষ্যের বাস, সেই থানেই ভাল মন্দ লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা ভাল লোক অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন; যাহারা মন্দ, তাহারা খুজিয়া খুজিয়া মন্দলোকের সঙ্গে মিলিত হয়। মধুমক্ষিকা পুষ্পমধুই অন্বেষণ করে, আবার দেখ মলভোজী মক্ষিকা দুর্গন্ধ মলের প্রতিই ধাবিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার শিল্পকার্য্যের প্রতি একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা কর, দেখিয়া অবাক্ হইবে। একখানি ক্ষেত্রে বিবিধ বৃক্ষ লতা রোপিত হয়, একই রস একই উত্তাপ প্রভৃতি দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ইক্ষুতে মিষ্ট, নিম্বে তিক্ত, মরিচে কটু, প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ লালফুলে লালবর্ণ, কালফুলে কালবর্ণ, পীতফুলে পীতবর্ণ প্রবেশ করিয়া মিলিত হয়। যাহার সঙ্গে যাহার মিল, তাহার সহিতই তাহা সংযুক্ত হইবে। এজন্য তুমি মন্দলোক দেখিতে পাও না। চল আমরা মাতাজীকে দর্শন করিতে যাই।

আশাবতী। মাতাজী কে? তিনি কোথায় থাকেন? আহা! কাল ভাস্করানন্দস্বামীজীকে দর্শন করিয়া বড় আনন্দলাভ করেছি, সদানন্দ পুরুষ, স্বভাবটী বালকের মত, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি!!

যোগী। মাতাজী, মহারাষ্ট্রীয় দেশী একটী সুপণ্ডিতা যোগিনী। কাশীর ষ্টেসনের নিকট যে কেল্লা দেখিয়াছ, তাহার উত্তরে বরুণা গঙ্গাসঙ্গমের নিকট একটী নির্জ্জন আশ্রমে মাতাজী বাস করেন। চল সেখানে যাই। পথিমধ্যে মণিকর্ণিকা ঘাটে অনেক সাধু দর্শন হইবে।

আশাবতী। (পথে যাইতে যাইতে) প্রভো! ওখানে অত ভিড় কেন?

যোগী। মা! ওখানে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ হইতেছে, চল শ্রবণ করি।

পাঠক। শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায় শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

"ভগবান্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্মং সনাতনং।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎপুমান্ বিন্দতে পরং॥"

যুধিষ্ঠির, দেবর্ষি নারদকে বলিলেন—

ভগবন্! বর্ণাশ্রম আচারযুক্ত সনাতনধর্ম্ম আমি শুনিতে অভিলাষ করি, যাহাতে মনুষ্য পরম মঙ্গল অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীনারদ উবাচ—

নত্বা ভগবতেঽজায় লোকানাং ধর্ম্মসেতবে।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্ম্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতং॥"

নারদ কহিলেন, লোক সকলের ধর্ম্মসেতু ভগবান্ অনাদিপুরুষকে প্রণাম পূর্ব্বক নারায়ণের নিকট যাহা শুনিয়াছি সেই সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছি।

"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।"

স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্মের মূল। শ্রীহরিই সকল বেদের স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীহরি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানই বেদ।

"সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবং॥
সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা কাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনং॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণং॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি॥

সত্য, দয়া, তপস্যা, পবিত্রতা তিতিক্ষা, বিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগস্বীকার, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শিতা, সেবা, নিষ্কামকর্ম্ম, মনুষ্যের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না ইহা অবলোকন করা, বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, দেহ জড় পদার্থ, এই জড়দেহ আমি নহি আমি অজর অমর আত্মা, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা, যথাযোগ্য রূপে সকল প্রাণীকে ভোজ্য বস্তু ভাগ করিয়া দেওয়া, সকল ভূতে আত্ম ও দেবতা জ্ঞান, মহতের গতি যে পরমেশ্বর তাঁহার বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ। সমস্ত মানব জাতির এই ত্রিংশলক্ষণযুক্ত পরমধর্ম্ম উক্ত হইল, হে রাজন্! ইহা দ্বারা সকল আত্মা তুষ্টি লাভ করিবে।

আশাবতী। পাঠক মহাশয়! আপনার উপদেশে আমি অনেক উপকার লাভ করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া যদি উপদেশগুলি বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।

পাঠক। ইহার ব্যাখ্যা করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তুমি আমার আশ্রমে যাইও, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।

আশাবতী। আপনার আশ্রম কোথায়?

পাঠক। তিলভাণ্ডেশ্বর শিবের মন্দিরে।

ক্রমশঃ—

—:০*০:—

সংযুক্তা হরণ।

(২৬৩ সংখ্যা বামাবোধিনীর ২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

সম্ভাষিয়া বীরসিংহে ধীরে স্থবদনী
চলিলা অপর মঞ্চে, সুমধুর ধ্বনি
কুলজী গাইল ভাট-"মৎস্ত মহাদেশ,
ভারতে যাহার খ্যাতি বর্ণিত বিশেষ।
ব্রহ্মপুত্র, তৃষ্ণা, অত্রি, কপোতাক্ষ নদী
পুনর্ভবা প্রবাহিতা যথা নিরবধি।
স্বর্ণশস্ত প্রসবিনী পূর্ণ বিম্ববনে,
সুশোভিত চুত-মধু পনস কাননে,
দীর্ঘিকা, তড়াগ, হ্রদ, সরোবর কত
প্রতিষ্ঠিত দেশময়, অমৃত নিয়ত
প্রবাহিত পয়োধারে কুমুদ কহ্লার,
বিবিধ উৎপল দলে শোভে চমৎকার!
ঝঙ্কারিয়া অলিকুল বুলে ফুল্ল ফুলে,
সারস সারসী হংসী কেলি করে কূলে!
বিরাটের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সুন্দর,
বঞ্চিলা পাণ্ডব যথা অজ্ঞাত বৎসর।
এই বিরূপাক্ষ ভূপ বীরেন্দ্র সুমতি,
বিরাটের বংশধর সুন্দর-প্রকৃতি।
নৃপসুতা, তব পাণি পীড়ন বাঞ্ছিয়া
পীড়িত ভূপতি সদা তোমার ভাবিয়া!"
বন্দি বিরূপাক্ষে বালা পুরো মঞ্চে যান,
গাইল কুলজী ভাট,:—"ভারতপ্রধান
মগধ মহান রাজ্য, মাহাত্ম্য যাহার
বর্ণিত পুরাণে ভূরি, বৌদ্ধ অবতার
যথা শাক্য সিংহরূপে, অশোকের ঘরে,
বিখ্যাত কপিলাবাস্তু পবিত্র নগরে।
পুণ্যতীর্থ গয়াক্ষেত্র বিরাজে যথায়,
ছলে গদাধর পদ স্থাপিয়া মাথায়
করিলেন গয়াসুর পতন সাধন,
ভারতের পিতৃলোক উদ্ধার কারণ!
রমণীয় বনদেশ পাদপে শোভিত,
স্থানে স্থানে নগরাজি রহে বিস্তারিত,
কর্ম্মনাশা, শোণ, ভদ্রা, ত্রিপথ গামিনী
প্রবাহিতা ফল্গু অন্তঃসলিলা মানিনী।
হেন পুণ্যদেশ ভূপ ভাগ্যবন্ত রায়,
রূপে গুণে মূর্ত্তিমান কুমার ধরায়,
তব পাণিপ্রার্থী হয়ে নিরত অর্চ্চনে,
হের একবার ভদ্রে অপাঙ্গ নয়নে।"
বন্দি ভাগ্যবন্তে বালা চলিলা হেলায়,
অন্য মঞ্চে, কর যোড়ে কুল ভট্ট গায়,
"ভারতের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অঙ্গ মহাদেশ",
ভারতে মাহাত্ম্য যার বর্ণিত বিশেষ,
সুরধুনী গঙ্গা যথা তরঙ্গ প্রসারি
প্রবাহিত, উপকূলে তুঙ্গ শৃঙ্গধারী,
বিরাজিত নগসারি বন বৃক্ষগণ,
স্বভাবের চির শোভা করিতে বর্দ্ধন।
নানা জাতি ফুল ফুটে ছুটে পরিমল,
মুগ্ধ বিহঙ্গমকুল করে কোলাহল।
পৌরাণিক কর্ণবীর দাতা অগ্রগণ্য,
শাসিলা যে দেশ, যশ লোকে ধন্য ধন্য।
হেন অঙ্গ অধিপতি, অনঙ্গপ্রতিম,
তরঙ্গ কেতন এই বিক্রমে অসীম,
তব পাণিলালসায় অধীর হইয়া
দিবানিশি নৃপসুতা, অধৈর্য্য ভাবিয়া!"

বন্দি অঙ্গনাথে বালা অন্য মঞ্চে চলে।
কুলজী বর্ণিয়া ভাট গায় কুতূহলে।
"ভারতের বর অঙ্গ বঙ্গ রঙ্গ স্থান,
বিশ্বভূমে বিশ্বেশ্বর বিচিত্র উদ্যান!
স্বর্ণ শস্য প্রসবিনী, ধন ধান্যভরা
প্রকৃতির প্রিয়সুতা বসুধা উর্ব্বরা!
"সদ্য পাতক সংহন্ত্রী" "দুঃখ বিনাশিনী"
"সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা" যথা প্রবাহিণী।
প্রমুক্ত ত্রিবেণী—স্থান মাহাত্ম্যে কেবল,
দৃষ্টে পুণ্য, স্পর্শে ধন্য,স্নানে মোক্ষফল!
মহানন্দা, তৃষ্ণা, অত্রি, পদ্মা,ধলেশ্বরী,
কালিন্দী, তামিলী, পুণর্ভবা জলেশ্বরী,
কপোতাক্ষ, ব্রহ্মপুত্র, নদ দামোদর,
চির উর্ব্বরতা যথা সাধনে তৎপর।
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার অক্ষয় শস্য ফলে,
ভাগ্যবান্ লোক যথা নিবসে কুশলে।
শ্যামকান্তি, শান্তভাব, গঠন সুন্দর,
ক্ষীণ তনু, পীন বুদ্ধি, সর্ব্বগুণাকর।
স্বভাবে মেধাবী অনুকরণে পাগল,
বাক্যে বিশারদ কার্য্যে উদাস কেবল!
এই মহীসেন ভূপ বঙ্গের ঈশ্বর,
গুণবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, মহা ধনুর্দ্ধর।
তব পাণি-লালসায় আকুল হইয়া,
দেখ নৃপসুতা মুগ্ধ তোমায় ভাবিয়া!"
বন্দি বঙ্গাধিপে বালা পুর মঞ্চে যায়,
সম্ভ্রমে কুলজী ভাট বিনাইয়া গায়।—
"পবিত্র পুরুষোত্তম গোলোকভূলোকে,—
অবতীর্ণ যথা তরাইতে পাপীলোকে
জগন্নাথ রূপে হরি মাহাত্ম্য প্রকাশ,
কলির কলুষরাশি কটাক্ষে বিনাশ!
ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তি জীবে মুক্তির কারণ,
কলিযুগে মহাতীর্থ কোথায় এমন?
পুণ্যধাম নীলাচল, মোক্ষধাম পুরী,
দাঁতন, ভুবনেশ্বর, তীর্থ ভূরি ভূরি!
পুণ্যনদী বৈতরিণী বিরাজে যেথানে,
জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপ ধৌত হয় স্নানে!
ব্রাহ্মণী, সুবর্ণরেখা, ধর্ম্ম, মহানদী,
শস্যশালী করি দেশে বহে নিরবধি।
পুণ্যবলে সুস্থলোক,!নিরীহ, সরল,
শ্রমশীল, স্থূলবুদ্ধি, আয়াসকুশল।
খর্ব্বকায়, দীর্ঘকেশ, শিরে শিখাধৃত,
ভালে রুলী, নামাবলী শরীরে অঙ্কিত!
হেন পুণ্য দেশাধিপ জলদবল্লভ,
অনুরক্ত বিষ্ণুভক্ত, ঐশ্বর্য্যে বাসব,
বাঞ্ছিয়া তোমার পাণি, কনোজ নন্দিনী,
ধ্যান ধারণায় রত দিবস যামিনী।"
ক্রমে পাণ্ড্য, মাহিষ্মতী, দর্শন, মেকল,
কলিঙ্গ, পুলিঙ্গ, পুণ্ড্র, তৈলঙ্গ, কেরল,
ঋত্বিক, অশ্মক, উড়, অন্ধ, তালবন,
তিমিঙ্গিল, কোলগিরি, সুরভিপট্টন,
ত্রিবাঙ্কুর, ভোজকট, ত্রৈপুর, নর্ব্বক,
কিষ্কিন্ধ্যা, অবন্তী দেশ, সৌরাষ্ট্র, দণ্ডক,
গোকর্ণ, প্রভাস, দ্বারাবতী, প্রাগ্জ্যোতিষ,
প্রতীচ্য মালব, শিবি, উত্তর জ্যোতিষ,
শর্ম্মক, বর্ম্মক, গিরিব্রজ, মনিমান,
মোদাগিরি, মদধার, মল্ল, যুদ্ধমান,
ইত্যাদি বিস্তর দেশে ভূপতি বিস্তর,
মহারাজ, অধিরাজ, রাজরাজেশ্বর,
ক্ষত্রকুল চূড়ামণি, যশস্বী, প্রধান,
স্বয়ংবর বরমঞ্চে রহে অধিষ্ঠান।
একে একে প্রতি মঞ্চ করিয়া দর্শন,
চলিলা ভূপতিবালা; রাজভট্টগণ

আপন আপন রাজকুলজী প্রকাশে,
আশায় উন্নত নৃপ, পতিত নিরাশে।—
মানস সরসে যেন মরাল সুন্দরী,
কনক কমলবনে বুলে কেলি করি,
সুধাময় জল রাশি, পক্ষ সঞ্চালনে
ঢলঢল, মন্দ মন্দ তরঙ্গ তাড়নে,
শিহরে মৃণালদল, প্রফুল্ল কমল
মরাল সঙ্গমে কাঁপে আবেশে বিহ্বল!
আহা! সে সুখের স্বপ্ন থাকে কতক্ষণ!
কেলীপ্রিয় রাজহংসী নিঃশব্দে যখন
নিমেষে এড়ায়ে তারে দলান্তরে যায়,
আকুল কমল খেদে প্রবাহে লোটায়,
স্বর্ণ শতদল তিতি বহে শতধারে,
লুকায় নিরাশে মুখ তরঙ্গ মাঝারে!

পরেশনাথ দর্শন।

(২৬৩ সংখ্যা বামাবোধিনীর ২৪১ পৃষ্ঠার পর।)

মধুবন।

বিজন অরণ্যে বা পর্ব্বতে একাকী যাওয়াই ভাল; তাহা হইলে স্থানের নির্জ্জনতা ও গাম্ভীর্য্য প্রাণকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করে। নতুবা দুই একজন সমধর্ম্মী বা এক প্রকৃতির বন্ধুর সঙ্গে যাওয়া বেশ। একত্রে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে আনন্দে পথ চলা যায়, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব এক সঙ্গে সম্ভোগ করিতে করিতে গেলে অধিক উপকার হয়। এ জন্য দুই একজন বন্ধুর সঙ্গেই পরেশনাথ যাইবার ইচ্ছা করিলাম।

শীতকালে তিনমাস ধরিয়া পরেশ-নাথে মহা মেলা হইয়া থাকে। তখন ভারতবর্ষের বহু দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র লোক এই তীর্থস্থানে আগমন করে। অনেকেই পাহাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিতে যায়, এজন্য কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই স্থান দেখিবার বিশেষ সুবিধা। কিন্তু যাঁহারা নির্জ্জ-নতা উপভোগ করিতে চান, তাঁহারা সে সময় গিয়া কি করিবেন? তথাপি পচম্বার, কতিপয় ভদ্রলোক আমাদের যাই-বার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন ও নানা প্রকারে বাধা ও অসুবিধার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করি-বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "আপনারা এখানে কখন আসেন নাই, শারীরিক পরিশ্রম করা অভ্যাস নাই, কষ্টে শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ি-বেন। প্রতি দিনই অল্লাধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে, পথে ভিজিতে হইলে অতিশয় বিপদে পড়িবেন। ২০ মাইল পথ যাইতে হইবে, ইহার মধ্যে ২টী মাত্র

স্থলে মাথা রাখিবার স্থান আছে। তদ্ভিন্ন আর সব মাঠ, বন ও পাহাড়। যদিও পথের কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, পথিমধ্যে ভয়ানক বেগবতী 'বরাখর' নামক নদী আছে, তাহাতে বর্ষাকালে সকল দিন নৌকা পারাপার করা সম্ভব নয়। হয়ত এই নদীতীরেই দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর পর্ব্বতের নিম্নদেশে পৌছিলেও নিরাপদ নহে; তথাকার জলবায়ু যারপরনাই অস্বাস্থ্যকর ;একরাত্রি সেথানে থাকিলে ছয় মাস পর্য্যন্ত সেই মধুবনের জ্বরে কষ্ট পাইতে হইবে। তাহার পরেও আপনারা হয়ত উঠিবার ডুলি বেহারা পাইবেন না, মেলার সময়েই তাহারা উপস্থিত থাকে, অন্য সময় থাকে না।" এইরূপ নানা প্রকারে বিপদের আশঙ্কা দেখাইয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

আমরা কেহই সে পথে কখন যাই নাই, তাঁহারা সেই স্থানের অধিবাসী, সমস্তই অবগত আছেন। কাজে কাজেই আমাদের মনে বড়ই আশঙ্কা হইল। আমার সঙ্গী বন্ধুরা একে একে না যাওয়াই স্থির করিলেন। আমার মনের মধ্যে তখন যে কিরূপ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না, বোধ হইল যেন আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। ক্ষণ কালের জন্য কিছু বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। কিন্তু হঠাৎ কে যেন বলিয়া দিল 'সেথানে কি মানুষ নাই? যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে, যে দেবতা এই উদ্দেশ্যে বাটীর বাহির করিয়া অপরিচিত পন্থায় অপরিচিত বন্ধু মিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া সংকল্পিত পথে চলিয়া যাও!' অমনি আশ্চর্য্য উৎসাহে বলিয়া উঠিলাম কেহ না যায়, আমিই যাইব—পদব্রজে কষ্টে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে, আমি যাইব। উঠিতে না পারি দেখিয়াও ফিরিয়া আসিব, আমাকে আপনারা বারণ করিবেন না, আমার প্রাণ টানিতেছে, কে বলিয়া দিতেছে আমার কোন কষ্ট হইবে না।

আমার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তথাকার বন্ধুরা কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। পাছে কষ্ট পাই এজন্য ভয় পাইলেন, কিন্তু আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বারণ করিতেও সাহসী হইলেন না বরং একজন স্কুল সব ইন্স্পেক্টর তাঁহার ঘোড়া ও সহিস দিলেন এবং যাহাতে আমার কোন ক্লেশ না হয় তজ্জন্য অনেক পরামর্শ দান করিলেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া পর দিবস প্রত্যুষে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম।

সে দিনকার কথা কি বলিব? বুঝি জীবনে কখন তেমন দিন হয় নাই। চারিদিকে কেবল প্রান্তর, অনন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, স্থানে স্থানে শালবন, কখন দূরে কখন নিকটে পাহাড়, মাঝে মাঝে ছোট বড় নদী-কোনটী সেতু দিয়া কোনটী বা হাঁটিয়া, পার হইতে হয়, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন

তাহার ভিতর দিয়া উদিত প্রায় প্রাতঃ সূর্য্যের রক্তিম আভা দেখা যাইতেছে; পথ নির্জ্জন, প্রান্তর নির্জ্জন, বায়ু নিঃশব্দ, চারিদিক্ স্থির প্রশান্ত। তাহার মধ্য দিয়া একাকী ধীরে ধীরে দক্ষিণ মুখে চলিয়াছি। গতরাত্রে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম,সে সকল এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। সম্মুখে মাথা তুলিয়া নীল গিরিবর যেন আমারে আশ্বাস দিয়া ডাকিতেছে! আজ পরেশনাথ নিকটে, অতি নিকটে, আরও নিকটে বোধ হইতেছে। সেই এক সত্য আকর্ষণে হৃদয় এমন মুগ্ধ যে কোনও প্রকার বিঘ্ন বাধা, ভয় ভাবনা, মনে স্থান পাইতেছে না। নদী যেরূপ প্রবল বেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, বৎস যেমন উন্মুখ হইয়া জননীর পানে লাঙ্গুল তুলিয়া ছুটে, আর গাভীর সস্নেহ আহ্বানে আপনার ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইয়া ডাকিতে থাকে, সাধক যেমন ব্যাকুল প্রাণে ইষ্ট দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকেন, কেবল লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য বারে বারে সেই দিকেই তাকাইতে থাকেন, প্রেমবিমুগ্ধ বালা যেমন ফলাফল, দেশাদেশ বিচার না করিয়া আরাধ্য দেবতা স্বরূপ পতির দিকে চাহিয়া তাঁহারই সঙ্গে চলিতে থাকেন, বনে কি জনপদে, সম্পদে কি বিপদে, আলোকে কি অন্ধকারে, জীবনে মরণে, স্বামীর উপরেই নিজের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন,—অবিকল তদনুরূপ ভাব সেই সময়ে আমারও মনে হইতে লাগিল:—"পথ জানি না, পথের বিপদও জানি না। তুমি হে পরেশনাথ! তুমি আমাকে দেখিতেছ, আমি তোমাকে দেখিতেছি তুমি আমার দেবতা, জননী, গুরু, স্বামী, আমার প্রাণ তোমার জন্য লালায়িত হইয়া এত দুর আসিয়াছে, এখন তুমি আমার সম্মুখে। এই যে তুমি! কয়েক ক্রোশ পথ,—তাতে কি? তুমি জীবন্ত, তুমি সত্য। তোমাকে প্রস্তরময় নির্জ্জীব পাহাড় বলিলে প্রাণে ব্যথা পাই। হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল, স্বর্গের আস্বাদ পাইলাম। আশা ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল বর্ত্তমান করিয়া চিত্রিত করিল। যে দিকে চাই সব যেন জীবন্ত। পরেশনাথের জীবনে সব অনুপ্রাণিত। অন্তর বাহির ধর্ম্ম ভাবের পবিত্র আনন্দে পূরিয়া গেল। বাহিরে প্রাণময় লক্ষ্যরূপী দেবতা, অন্তরে শিশুর মধুর সরলতা ও রমণীর সুকোমল নির্ভর।

ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলাম। বুঝি পরেশনাথ যাত্রায় শিক্ষা লাভ হইল। বুঝিলাম যে কোন লক্ষ্যে একাগ্রচিত্ত হইলে বাহিরের বিঘ্ন বিপত্তিকে তুচ্ছ করা যায়, সর্ব্বতোভাবে আপন হীনতা দেখিয়া কাতরহৃদয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করিলে নির্ভয় ও বিশ্বাস লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, প্রবল সঙ্কল্পবলে

আত্ম সমর্পণ করিলে চিরস্মরণীয় কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে'র ন্যায় আমরাও গাছ পাথরকে সচেতন, এমন কি সমস্ত প্রকৃতিকেই এক অদ্বিতীয় প্রাণময়ী দেবীরূপে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

দেখিতে দেখিতে ২।৩ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম। কিছু বেলা হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্য দেখা যায় না, মেঘে ঢাকিয়া রাহিয়াছে। বড়ই নির্জ্জন পথ, ততোধিক নির্জ্জন উভয় পার্শ্বস্থ প্রস্তরময়ী বনভূমি, যেন ঘোর নিদ্রাচ্ছন্ন বা মহা ধ্যানমগ্ন হইয়া সমাধি সম্ভোগ করিতেছে। এমন সময়ে দুইদিকে দুটী উন্নত পাহাড়ের মধ্য দিয়া পথ, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থান পার হইয়া যাইতে মন সরিল না। চক্ষু আর ফিরিতে চায় না। বড় বড় পাথরখণ্ড সকল শৈলের পাশে পাশে পতিত রহিয়াছে, বড়ই ইচ্ছা হইল উহাদের একটীতে গিয়া স্থির হইয়া বসি ও পাহাড়ের সাধারণ নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া যাই। সসম্ভ্রমে তথায় গেলাম, গা যেন চম্‌কিয়া উঠিতে লাগিল, চারিদিকে যেন কত কারা আসিয়া ঘেরিতেছে, আত্মরাজ্য যেন আমাকে বেষ্টন করিতেছে! সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ঘোড়া হইতে নামিলাম, তাহার লাগামটা ধরিয়া আস্তে আস্তে দু চারি পা বেড়াইতে লাগিলাম। সে সময়কার মনের অবস্থা বর্ণনা হয় না। না দেখিলে সে অবস্থা কল্পনাও করা সহজ নয়। দূরে, অতি উচ্চে কেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ যেন ঝুলিয়া রহিয়াছে, তাহার নীচে ঘন তরুলতার মধ্যহইতে শিশির বাষ্প হইয়া শ্বেতাভ ধূমের মত আস্তে আস্তে উঠিতেছে, সরিয়া আসিয়া বায়ুতে ভাসিতেছে, ক্রমে কিছু দূর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র মেঘরেখার ন্যায় দেখা যাইতেছে, নানাবিধ গাছে নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া কেমন শোভা পাইতেছে—এই সকল দেখিতে দেখিতে অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখি যে দুই তিনটী ছোট ছোট বালক বিস্তর ছাগ, মেষ ও গাভী চরাইতেছে। গরুগুলি বড় উপরে উঠিতে পারে নাই, কিন্তু ছাগ ও মেষেরা এতদূরে উঠিয়াছে যে পাহাড়ের গায়ে শ্বেত কৃষ্ণ ছোট ছোট পাথরের ন্যায় বোধ হইতেছে। একদিক এত নির্জ্জন, নিঃশব্দ ও ভীষণ, অপরদিক এইরূপ জীব পূর্ণ আনন্দময় দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। যেন কোন ব্রহ্মগত প্রাণ মহর্ষি এক দিকে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া অপরদিকে সংসারের জীবগণের কল্যাণ সাধনে নিয়ত নিযুক্ত আছেন।

ইতিমধ্যে সহিসটী আসিয়া উপস্থিত হইল, আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। অনেক দূর পর্য্যন্ত পশ্চাতে ফিরিয়া ঐ প্রিয় পাহাড় দুটী দেখিতে দেখিতে গেলাম। অনেকক্ষণ পরে

বেলা প্রায় ৯টায় সময় 'বরাখর' নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে কয়েকখানি দোকান, একটী থানা, ও একটী দেবালয় আছে। নদী অতিশয় গভীর দেখিলাম, কিন্তু তাহার বিস্তার অতি অল্প। জল খুব কম ছিল, কিন্তু এরূপ ভয়ানক স্রোত কথনও দেখি নাই। নদীবক্ষে ৫০।৬০টা বড় বড় হস্তীর মত পাথরের স্তূপ স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্ব দিয়া ভীষণ বেগে হরিদ্রা বর্ণের জলরাশি ফুটিতে ফুটিতে ছুটিয়াছে। ঝড়ের সময় গঙ্গার যেরূপ তুফান হয়, এখানে স্রোতের সেইরূপ তুফান হইতেছে। কিন্তু যেমন নদী তদুপযুক্ত নৌকা এবং ঠিক্ সেইরূপ দাঁড়ী মাঝি দেখিলাম। নৌকাখানিতে মানুষ, গরু, ঘোড়া, ঘোড়ারগাড়ী, গরুরগাড়ী প্রভৃতি সমস্তই পার করা হয়। সেই ভয়ঙ্কর স্রোতেও মাল্লারা ভয় পায় না। সেরূপ বাঁধা সবল শরীর আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় না। নিরাপদে বরাখর পার হইয়া গেলাম। ৮ মাইল আসিয়াছি, এখনও আর ৭ মাইল গেলে চির্কি নামক স্থান পাওয়া যাইবে। মধ্যে দুই একখানি দোকান দেখা গেল, কিন্তু সেখানে খাইবার উপযুক্ত সামগ্রী কিছুই পাইলাম না। এদিকে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, সূর্য্যকিরণ বিলক্ষণ প্রখর হইয়া উঠিল। ছাতা মাথায় দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। পথ ক্রমে অধিকতর বন্ধুর, বন অধিকতর নিবিড় হইয়া আসিল। কখন দোতালা সমান উচ্চে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম, আবার তত নীচে ধীরে ধীরে নামিতে হইল। ক্রমে নামিবার ভাগ কমিয়া আসিল, উঠিবার ভাগ বাড়িতে লাগিল। পথ প্রস্তরময়, শীঘ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, রৌদ্র আরও প্রচণ্ড হইল। ঘোড়া বেচারা আর চলিতে পারে না, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। পরেশনাথের দিকে যতই চাহিতে লাগিলাম, ততই ক্লান্তি দূর হইয়া আশা, উৎসাহ, ও আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রৌদ্র তখন যথার্থই আরামপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অবশেষে ঘোড়াটীকে নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া এক বৃক্ষতলে নামিলাম ও তাহাকে কিছু ঘাস ও জল দিতে বলিয়া পদব্রজে মহা উৎসাহে চলিতে লাগিলাম।

বেলা ১১॥০টার সময় চির্কির পোষ্ট আফিসে পৌঁছিলাম। পোষ্ট মাষ্টারটী অতি ভদ্র, ধার্ম্মিক, ও পরোপকারী যুবা পুরুষ। অত্যন্ত আদর ও যত্ন করিয়া আমার বিশ্রাম ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আমার নেতা দয়াময় ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলাম ও অপরাহ্ণ ৩টার সময় সেখান হইতে মধুবন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মধুবনের প্রধান দেবালয়ের আচার্য্য

শ্রীমৎ ধনলালজির নামে আমার জন্য তিনি এক পত্র লিখিয়া দিলেন, এবং একজন ডাকপিয়ন্ আমাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া গেল। চিকি হইতে পরেশনাথ স্পষ্ট দেখা যায়, এবং বোধ হয় যেন কয়েকটী গাছ পার হইলে পাহাড়ে পৌঁছিব। কিন্তু যাঁহারা কখনও পার্ব্বত্য প্রদেশে আসেন নাই, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে বড়ই প্রতারিত হইতে হয়। এই দেখা যাইতেছে,—এক ছুটেই যেন উপস্থিত হওয়া যায়, কিন্তু এখনও অনেক দূর। কত গাছ পার হইলাম, কতবার ঘুরিয়া ফিরিয়া কত দূর চলিলাম,—পাহাড় ততই যেন দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ধরি ধরি আর ধরিতে পারি না। যখন কোন স্থানে নীচে নামিতে হয়, তখন অল্পে অল্পে সমস্তটা অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার উপরে উঠিবার সময় একটু একটু করিয়া চূড়া হইতে সেই প্রকাণ্ড দেহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বন্ধুর ভূমি ও নদী পার হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মধুবনের প্রধান দেবালয়ে শ্রীমৎ ধনলালজির নিকট উপস্থিত হইলাম।

পরেশনাথের উত্তরদিকের পাদ-দেশের নাম মধুবন। এখানে তিনটী জৈন দেবালয় আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা এইটী প্রধান, এবং ইহাই সর্ব্ব দক্ষিণে, পর্ব্বত পার্শ্বে অপর দুইটীর কিঞ্চিৎ উপরে অবস্থিত। মেলার জনতা ও অন্যান্য নানা কারণে এখানে একটী পুলিশ আড্ডা আছে, সাধারণ একটী ছোট বাজার আছে। তদ্ভিন্ন মধুবনের উত্তর ভাগে পাহাড়ি কুলি-দিগের কয়েকখানি কুটীর দেখা যায়। তাহারা সচরাচর ধান্যাদির চাষ করে, গবাদি পশু পালন ও অরণ্য কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া থাকে এবং মেলার সময় ডুলি করিয়া যাত্রীদিগকে পাহাড়ে উঠায় ও নামায়, তদ্দ্বারা তাহাদের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। ইহারা সবল ও সুস্থকায়, পরিশ্রমী, সরল ও সত্যপ্রিয়, পরেশনাথ দেবতার মাহাত্ম্যে দৃঢ় বিশ্বাস করে। বর্ষাকালে পর্ব্বত পৃষ্ঠের সমস্ত জল এই স্থানে গড়াইয়া পড়াতে চারিদিক জলময় ও স্যাঁত সেঁতে হয় বলিয়া এবং দক্ষিণদিকে বহুদূর বিস্তীর্ণ উচ্চ পাহাড় থাকায় নির্ম্মল দক্ষিণ বায়ু আসিতে পারে না বলিয়া মধুবন ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থান অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হয়।

দেবালয়ের আচার্য্য ধনলালজী অতিশয় ভদ্র ও মহানুভব লোক দেখি-লাম। ঘোড়াটীর ও সহিসের আহা-রাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমাকে তাঁহার শয্যায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। পরে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমার সহিত অবি-শ্রান্ত ধর্ম্মালাপ করিলেন। আমি তাঁহার নিকট জৈনধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব শ্রবণ করিলাম। অহিংসা ও জীবে

দয়া তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা সাকার দেব দেবীর পূজা করেন না। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মূর্ত্তির হিংসা-প্রিয়তার অতিশয় নিন্দা করিলেন। "যে দেব দেবীর মূর্ত্তি জীব হিংসা শিক্ষা দেয়!" তিনি বলিলেন, "তাহাদিগের উপাসনা করিয়া কেহ কি কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে?" তাঁহারা দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজা অন্যায় মনে করেন বটে, কিন্তু অনেকগুলি প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত জীন মূর্ত্তি তাঁহাদিগের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। প্রতিদিন নিয়ম মত ইহাদের পূজাদি হইয়া থাকে। ইঁহারা ইহাকে মুক্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ বিবেচনা করেন। জীন শব্দে সিদ্ধ মহাত্মা বুঝায়। জৈনগণ ক্রমান্বয়ে ২৪ জন এইরূপ সিদ্ধ মহাত্মা স্বীকার করেন, এবং তাঁহাদের ধ্যান-নিমগ্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান ও সমাধি শিক্ষা করেন। পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ উক্ত ২৪ জনের একজন প্রধান। সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, সর্ব্ব প্রকার হিংসা, পাপ, বাসনা ও প্রলোভনের অতীত স্থানে উপস্থিত হইয়া ধ্যান ও সমাধি বলে অচলা শান্তি লাভের নাম মুক্তি, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। এইরূপ আদর্শ মহাত্মা নিঃশব্দ সন্ন্যাসীও হইতে পারেন, জনক রাজার ন্যায় ঘোর সংসারী অথচ সংসারবিরাগী গৃহস্থও হইতে পারেন। এইরূপ বিবিধ সদালাপে অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু ধনলালজীর নিজের জীবন দেখিয়া ও শুনিয়া আরও চমৎকৃত হইলাম। তাঁহার অদ্ভুত স্বার্থ ত্যাগ, অটল বিশ্বাস, প্রবল উৎসাহের ও সরল ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম এবং কথোপকথন সময়ে তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটীর জ্যোতি ও মুখমণ্ডলের এক প্রকার আভা দেখিয়া সসম্ভ্রমে হৃদয় অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার প্রতি তাঁহার যে আদর ও যত্ন দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্ব বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল।

মিশর দেশীয় পিরামিড।

পৃথিবীর পৌরাণিক সাতটী আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে মিশরদেশীয় পিরামিড একটী। ইহার নির্ম্মাণ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত আছে। কেহ বলেন তাজমহলের ন্যায় পিরামিডও সমাধি মন্দির। কাহারও মতে মিশরদেশীয় রাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, কেহ বা ইহা দ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে ইতিহাস নির্ণয় করিয়া থাকেন, কেহ বা খৃষ্টীয়

ধর্ম্মপুস্তক বাবেলের ব্যাখ্যা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখেন। মিশরদেশে এইরূপ পিরামিড অনেকগুলি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে কেরো নগরের সন্নিহিত কয়েকটাই প্রধান। গিলজির পিরামিডটী ইহাদিগের মধ্যে উচ্চতম। ইহা খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ২১৭০ বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছে। হিব্রু বাইবেল অনুবাদক উসারের মতে ইহা পৃথিবী সৃজনের ২৩৪৮ বৎসর পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু রোমীয় অনুবাদক হাবেস প্রভৃতি অনুবাদকের একজন ইহার নির্ম্মাণ কাল ৩১৫৫ নির্ণয় করেন। প্রসিদ্ধ গালওয়ের মতে ইহা ৩৩৩১ বৎসর নির্ম্মিত হয়, কিন্তু অধুনা পিরামিডের নির্ম্মাণ কৌশলে যে অঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মতে পৃথিবী সৃজনের ২৭৪২ বৎসর পরে এই পিরামিডটী নির্ম্মিত হইয়াছে। বাহির হইতে পিরামিডকে একটী পাষাণের স্তূপ বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টীয় অব্দ ৮২০ বৎসর পূর্ব্বে কেহই ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিতেন না, কিন্তু পৌরাণিক গ্রিক্ রোমক ও মিশরীয়দিগের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে ইহার মধ্যে মিশররাজদিগের ধন রক্ষিত আছে। এই প্রবাদের সত্যতা নির্ণয়ার্থে বাগদাদ-পতি কালিফ হারণ আল রাসদের পুত্র কালিফ অলমামুন ৮২০ খৃষ্টাব্দে পিরামিডের একদেশ খনন করিতে আদেশ দেন। উত্তর দ্বারের মধ্যদেশে প্রায় ২৪ফুট স্থান পূর্ব্বভাগে খনন করিতে আজ্ঞা দেন। এই স্থানটী যেন তোরণের ন্যায় দেখিতে ছিল। সমতল হইতে ২৪ফুট ঊর্দ্ধে ও প্রশস্তে ২৪ ফুট খনন আরম্ভ হইল। কয়েক মাস অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত খনন করিয়াও ১০০ ফুটের অধিক খনন করিতে পারিল না। শ্রমজীবিরা নিরাশ হইল ও আর খুঁড়িবে না স্থির করিল। "ইহা খনন করা অসম্ভব" বলিয়া কালিফকে নিবেদন করিলে তিনি "অবশ্যই খনন করিতে হইবে" বলিয়া দৃঢ় আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এমন সময়ে অভ্যন্তরে হঠাৎ একখানি প্রস্তরের পতন ধ্বনি শ্রুত হইল। লোকেরা আশ্বস্ত হইয়া নূতন উৎসাহে পুনরায় খনন আরম্ভ করিল, কিছুদিন পরেই নিম্নদেশে যাইবার পথ আবিষ্কার হইল। যেখানে প্রস্তরখানি পতিত হইয়াছে, তথা হইতেই যেন নিম্নদেশের পথ আরম্ভ হইয়াছে বোধ হইল। কিন্তু ঊর্দ্ধ গমনের পথ অদ্যাপি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পৌরাণিক গ্রিক,রোমক ও মিশরেরা তাহা জানিতেন না, কিন্তু নিম্নের পথ থাকা সম্বন্ধে সকলেরই বিশ্বাস ছিল। এখন রাবিস ও জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া নিম্নে সীঁড়ি দিয়া সকলে ক্রমে পিরামিডের মধ্যস্থানে গমন করিতে উদ্যত হইল। কালিফ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একাকী ভিতরে প্রবিষ্ট হন। মধ্যস্থলে গিয়া দেখেন একটী বৃহৎ গ্যালারিযুক্ত প্রকোষ্ঠ এবং মধ্যস্থলে একটী অনাবৃত গ্রানাইট প্রস্তরের শূন্যগর্ভ

সিন্দুক। তিনি নিজে হতাশ হইয়া ভাবিলেন পাছে শ্রমজীবীরা শূন্য সিন্দুক দেখিয়া হতাশ হয়, এই ভয়ে তিনি পিরামিডটী পরিষ্কার করিতে যত ব্যয় হইয়াছিল সেই পরিমাণে ধন তথায় রাখিয়া গেলেন। তখনও স্থানটী সাধারণের চক্ষে পতিত হয় নাই। সুতরাং পুনরায় খনন কার্য্য আরম্ভ হইলে লোকেরা সেই টাকা প্রাপ্ত হইল কালিফ তাহা গণনা করিয়া বলিলেন যে তাঁহার যত খরচ হইয়াছে ঠিক সেই পরিমাণে ধন পাওয়া গিয়াছে। শ্রমজীবীরা সন্তুষ্ট হইল। কালিফও এই আশ্চর্য্য ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে এল্‌কাহুল বা কেরো নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

গোয়ালিয়ার দুর্গ।

গোয়ালিয়ারের দুর্গ ভারতের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই দুর্গটী নির্ম্মিত হয়। ইহা একটী পর্ব্বতের উপরে স্থিত। পর্ব্বতটী প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৩০০ ফিট উচ্চ। পর্ব্বতটীর পার্শ্বস্থ প্রস্তরগুলি খোদিত করিয়া জৈন পুরোহিতদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। এক একটী মূর্ত্তি ৩০ ফিট উচ্চ।

তৃতীয় শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দুর্গটী রাজপুতদিগের অধীন ছিল। তৎপরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উহা মুসলমানগণ অধিকার করে, কিন্তু রাজপুতগণ পুনরায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উহার উদ্ধার সাধন করে। ১৫১৮ শালে আবার মুসলমানগণ উহা অধিকার করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আপনাদিগের হস্তায়ত্ত করিয়া রাখে। তাহার পর গোহদ প্রদেশের জাট বংশীয় একজন রাজা অল্পকাল জন্য ঐ দুর্গ স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিল, ইহার নিকট হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ উহা জয় করিয়া লয়। ১৭৭৯ শালে ব্রিটিষগণ গোয়ালিয়র দুর্গ প্রথম অধিকার করেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই গোহদের রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। ইহার নিকট হইতে মাধবজী সিন্ধিয়া উহা গ্রহণ করে। আবার ১৮০৩ শালে এই দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়; কিন্তু ১৮০৫ শালে তাঁহারা উহা দৌলত রাওকে অর্পণ করেন। মহারাজপুরের যুদ্ধের পর ইংরাজ সেনাপতির অধীনে কয়েক দল দেশীয় সেনা এই দুর্গে রক্ষিত হয়। ১৮৫৭ শালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সকল সৈন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং কয়েক মাস কাল ইহারাই এই দুর্গে একাধিপত্য করে। ১৮৫৮ শালে সার হিউ রোজ ইহাদিগকে পরাস্ত

করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। ১৮৫৮ শাল হইতে সে দিন পর্য্যন্ত উহা ব্রিটিশাধিকারে ছিল। এক্ষণে উহা সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

গোয়ালিয়র দুর্গের মধ্যে অনেক দেখিবার বিষয় আছে। ইহার মধ্যে দুইটী সুন্দর জৈন মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে একাদশ শতাব্দীতে ঐ দুর্গটি নির্ম্মিত হয়। একটি হিন্দু মন্দির আছে; লোকে বলে উহা নবম শতাব্দীতে গঠিত হয়। দুর্গমধ্যে দুই তিনটী প্রাসাদ আছে। একটী মানসিংহের নির্ম্মিত। উহা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া যাওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। আর একটী প্রাসাদ শাজাহানের নির্ম্মিত। মানসিংহের প্রাসাদটী অতি মনোহর। ইহা ৩০০ ফিট দীর্ঘ ও ৮০ ফিট উচ্চ এবং সমস্তই প্রস্তর নির্ম্মিত ও নানা কারুকার্য্যে খচিত।

প্রস্তর-বৃষ্টি।

১৭৯০ শালের ২৪ জুলাই তারিখে রাত্রি নয়টা ও দশটার মধ্যে ফ্রান্সের দক্ষিণপশ্চিম ভাগের গিনি নামক নগরের নিকটবর্ত্তী এগেন্ গ্রামে প্রস্তর বৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ একটী অগ্নিময় গোলা আকাশ হইতে পড়িতে দেখা যায়। এই গোলার পশ্চাতে একটা অগ্নিময় পুচ্ছ স্পষ্ট দেখা যায়। গোলাটী অদৃশ্য হইলেও ঐ পুচ্ছটি কিয়ৎক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। পুচ্ছটি অদৃশ্য হইবার পর কামানের শব্দের ন্যায় একটী গম্ভীর শব্দ শুনা যায়, এবং আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। ইহার পরেই ঐ গ্রামের স্থানে স্থানে প্রস্তর বৃষ্টি হইতে থাকে। প্রায় দুই মাইল স্থানের মধ্যে এই প্রস্তর বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রস্তর গুলির বর্ণ এক প্রকারের, কিন্তু সকল গুলি এক আকারের নহে এবং ওজনেও সমান নহে। অধিক সংখ্যকের ওজন এক ছটাক, কতকগুলির ওজন তদপেক্ষা অধিক। প্রস্তরগুলি পড়িবার সময় শাঁ শাঁ শব্দ হইয়াছিল, যে গুলি অল্প ওজনের সে গুলি পড়িয়া মাটীর উপরেই ছিল, কিন্তু যে গুলি অধিক ওজনের সে গুলি মাটীর মধ্যে পুতিয়া গিয়াছিল। রাত্রিকালে এই ঘটনা হওয়াতে অধিক লোক বাটীর বাহিরে ছিল না, সুতরাং কোন ব্যক্তি প্রস্তরাহত হয় নাই, তবে কতকগুলি খোলার বাটীর ছাদের উপর পড়াতে খোলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ প্রস্তর বৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে এই বলেন যে কয়েকটী উল্কাপিণ্ড পরস্পর সংঘর্ষিত হইলে তাহাদিগের ভগ্নাংশ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া প্রস্তর বৃষ্টির আকার ধারণ করে।

গন্ধক পর্ব্বত।

আইসলণ্ড দ্বীপের অন্তঃপাতী ক্রিসুবিক্ নামক গ্রামের দেড়শত ক্রোশ দূরে একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের উপরে নানা স্থানে দেখা যায় গন্ধকের ছোট ছোট টুক্রা ছড়ান রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে দেখা যায় স্তূপাকারে গন্ধক রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের দুইটী শৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থলে যে স্থান, তাহার সমস্তটাই প্রায় গন্ধকময়। এই স্থানের এক পার্শ্বস্থ একটী গর্ত্ত হইতে অনবরত ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়। এই ধূমের গন্ধ গন্ধকের ন্যায় এবং উহার নিকট গমন করিলে অধিকক্ষণ তথায় তিষ্ঠান নাসারন্ধ্রের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। এই পর্ব্বতের পাদদেশে তিন চারি স্থানে উষ্ণ কর্দ্দম দেখা যায়। সেই কর্দ্দমের আঘ্রাণ লইলে বুঝা যায় যে তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত আছে। এই কর্দ্দম রাশির মধ্যে তাপমান যন্ত্র রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে উহার তাপ প্রায় ২১০ ডিগ্রি। এই পর্ব্বত হইতে একটী নির্ঝর পতিত হইতেছে, তাহার জলরাশি অতি উষ্ণ এবং তাহা হইতে সর্ব্বদাই ধূম নির্গত হইতেছে। এই নির্ঝরের জল গন্ধকের আঘ্রাণযুক্ত।

বৈজ্ঞানিকগণ এই পর্ব্বত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহার অভ্যন্তরে বিপুল দ্রব গন্ধক আছে। তাঁহারা বলেন কালে ইহা আগ্নেয় গিরিতে পরিণত হইতে পারে।

এই প্রকার গন্ধকময় পর্ব্বত পৃথিবীর অন্য কোথায় ও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

মুদ্রারাক্ষস।

পূর্ব্বকালে নন্দনামে এক মহাপ্রতাপশালী নরপতি মগধ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। শকটার এবং রাক্ষস নামক তাঁহার দুই মন্ত্রী ছিল। শকটার যদিও প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু নিয়তিচক্রের পরিবর্ত্তনে নরপতির বিদ্বেষভাজন হইয়া, কিয়ৎকাল কারাগারমধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। শকটার কারামুক্ত হইয়া পুনরপি সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই অবমাননা তাঁহার হৃদয়ে সদাই জাগরূক ছিল। অনন্তর চাণক্য নামক এক কোপনস্বভাব পিশুনমতি ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, এবং তিনি সেই ব্রাহ্মণের কোপানলে নন্দনরনাথের সমুচ্ছেদ সাধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। চাণক্য খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্যাবদন্ত ছিলেন। মহীপতির পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে শকটার সেই কদাকার

ব্রাহ্মণকে লইয়া পুরোহিতাসনে সমাসীন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নরপতি শ্রাদ্ধস্থানে সমাগত হইয়া তাদৃশ কুৎসিতাকৃতি ব্রাহ্মণকে পুরোহিতাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং শিখা আকর্ষণ পুরঃসর তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্যও চরণসন্তাড়িত ভুজঙ্গের ন্যায় নরেন্দ্র-সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, যদবধি বৈরনির্য্যাতনানলে নন্দবংশ পূর্ণাহুতি স্বরূপ প্রদত্ত না হয়, তদবধি এই শিখা উন্মুক্তই রহিল। এই বলিয়া তিনি প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

চাণক্য অতীব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; তিনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া কখনই নিরস্ত হইতেন না। তিনি নন্দ-নর-নাথের সমুচ্ছেদ সংসাধনার্থ পর্ব্বতক নামক নরপতির সহিত সম্মিলিত হইলেন, এবং তাঁহার সাহচর্য্যে তনয়গণ সহিত নন্দনৃপতির ধ্বংসসাধন করিলেন। এইরূপে চতুরচূড়ামণি চাণক্য স্বকীয় সঙ্কল্পের সফলতাসাধনান্তে নন্দক্ষিতিপতির মুরানাম্নী দাসীর গর্ভজাত চন্দ্রগুপ্ত নামক পুত্রকে মগধরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস কালে পর্ব্বতক নৃপতিকে মগধরাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সুতরাং পর্ব্বতক মহীপতি এই সময়ে মগধরাজ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নন্দ-নরনাথের রাক্ষসনামা অমাত্য অতীব প্রভুভক্ত ছিলেন; তিনি এইরূপে প্রভুকুল উন্মূলিত হইল দেখিয়া বড়ই সন্তপ্তহৃদয় হইলেন। ঐ রাক্ষসনামা সচিব বিষকন্যা প্রয়োগ দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ সংহারে সমুদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু পিশুনমতি চাণক্য সেই বিষকন্যার সাহায্যে পর্ব্বতকের প্রাণবায়ুর অবসান করিয়া, স্বকীয় প্রিয়পাত্র বিনয়নম্র চন্দ্রগুপ্তকে নিষ্কণ্টক করিয়া দিলেন। পর্ব্বতকের মলয়কেতু নামে এক তনয় ছিল। চাণক্যের প্রণিধি বা চরগণ ঐ মলয়কেতুর হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করাতে, উক্ত নৃপকুমার ভাগুরায়ণ নামক জনৈক চাণক্য পক্ষীয়ের সহিত মগধরাজ্য হইতে নির্গত হইয়া স্বরাষ্ট্রে উপনীত হইলেন। রাক্ষসও চন্দ্রগুপ্তের ধ্বংস সাধন মানসে মলয়কেতুর সহিত সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু কুটিলাগ্রগণ্য চাণক্য তাঁহাদিগের কূটমন্ত্রণা উপলব্ধির নিমিত্ত বহুল প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন।

একদা যৎকালে নীতিবিশারদ কৌটিল্য (চাণক্য) স্বভবনে সমাসীন ছিলেন, তৎকালে এক যমপটধারী ভিক্ষুক তাঁহার দ্বারদেশে উপনীত হইল। শার্ঙ্গরব নামক চাণক্য-শিষ্য ভিক্ষুককে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করাতে, ভিক্ষুক কহিল, "প্রভু ক্রোধ করিবেন না, আমি কেবল আপনার উপাধ্যায়কে এই কথাটি বলিতে যাইতেছি"—

"দেখিতে পঙ্কজ বটে পরম সুন্দর,
কিন্তু সরলতাশূন্য তাহার অন্তর ;
কি মাধুরী ধরে শশী সুষমা নিলয়,
কিন্তু তাহে তৃপ্ত নহে নলিন হৃদয়।"

চাণক্য ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"শার্ঙ্গরব উহাকে প্রবেশ করিতে দাও।" অতঃপর সেই ভিক্ষুক চাণক্য সমীপে গমন করিল। এই ব্যক্তির নাম নিপুণক; ইহাকে চাণক্য প্রজাবর্গের মনোভাব অবধারণের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিপুণক ভিক্ষুক বেশ ধারণপূর্ব্বক নগরস্থ অধিবাসীদিগের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া নিজ কার্য্য সমাধা করিতেছিল। চাণক্য তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিপুণক, প্রজাগণ একণেত চন্দ্রগুপ্তে সম্পূর্ণ অনুরক্ত হইয়াছে?" নিপুণক কহিল, "এক্ষণে প্রজাগণের আর কোন বিরাগের কারণ নাই; সকলেই এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই নগরমধ্যে তিনটী লোক বাস করে, যাহারা নরনাথ চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ে ঈর্ষ্যান্বিত। চাণক্য জিজ্ঞাসিলেন, "নিপুণক, তুমি তাহাদের নাম বলিতে পার?" প্রণিধি কহিল, (১) জীবসিদ্ধি নামক জনৈক সন্ন্যাসী যে রাক্ষসের মন্ত্রণায় পর্ব্বতেশ্বরকে বিষকন্যা প্রয়োগ দ্বারা সংহার করিয়াছিল; (২) অমাত্য রাক্ষসের প্রিয়বয়স্ক কায়স্থ শকটদাস; (৩) রাক্ষসের অভিন্নহৃদয় বান্ধব মণিকার চন্দনদাস। তাহারই ভবনে রাক্ষসের পরিবার বর্গ অবস্থিতি করিতেছে।" কৌটিল্য কহিলেন, "নিপুণক, তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে চন্দনদাসের ভবনে রাক্ষসের পরিবারবর্গ অবস্থিতি করিতেছে?" প্রণিধি বলিল, "আমি ভিক্ষুক বেশ ধারণ পূর্ব্বক চন্দনদাসের ভবনে গমন করিয়াছিলাম; এবং তথায় যমপট প্রদর্শন পূর্ব্বক গান করিতে আরম্ভ করিলাম। তৎকালে এক পঞ্চম বর্ষীয় সুন্দর শিশু যবনিকা মধ্য হইতে বাহিরে আসিতেছিল, কিন্তু কোন স্ত্রীলোক কোমল বাহুলতা প্রসারিত করিয়া, তাহাকে টানিয়া লইল। টানিয়া লইবার সময় সেই অঙ্গুলিদেশ হইতে এই রাক্ষসের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক স্খলিত হইয়া যবনিকার বহিঃ প্রদেশে পতিত হইল। আমি ইহা গুপ্তভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্যের শ্রীচরণান্তিকে লইয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া নিপুণক চাণক্য হস্তে মুদ্রা সমর্পণ পুরঃসর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত-প্রেরিত প্রতিহারী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "আর্য্য,দেব শ্রীচন্দ্রশ্রী কমল-মুকুলাকার অঞ্জলি শীর্ষে সন্নিবেশিত করিয়া আর্য্যের চরণ কমলে নিবেদন করিতেছেন যে যদি আর্য্যের অনুমতি হয়, তাহা হইলে তিনি মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরের পারলৌকিক শুভ কামনায়, তাঁহার আভরণ নিচয় গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন।" ইহা শুনিয়া চাণক্য কহিলেন, "শার্ঙ্গরব, বিশ্বাবসু

ভ্রাতৃত্রয়কে গিয়া বল যে তাহারা চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের পরিধৃত আভরণ গ্রহণ করুক, এবং তাহারা যেন চন্দ্রগুপ্তের নিকট বিদায় গ্রহণানন্তর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায়!” অনন্তর প্রতিহারী এবং শার্ঙ্গরব তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর কৌটিল্য সিদ্ধার্থক নামা প্রণিধিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “সিদ্ধার্থক, তুমি বধ্যস্থানে গমন করিয়া প্রথমে নেত্র সঙ্কেত দ্বারা ঘাতকদিগকে তোমার অভিপ্রায় অবগত করিবে; অনন্তর তাহারা তোমার কৃত্রিম কোপদর্শনে ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিলে, তুমি শকটদাসকে বধ্য স্থান হইতে রাক্ষস সমীপে লইয়া যাইবে। প্রিয়বন্ধুর প্রাণ রক্ষা হেতু রাক্ষস অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে পারিতোষিক প্রদান করিবে। তুমি রাক্ষসপ্রদত্ত পারিতোষিক গ্রহণ করিবে এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিবে।” ভগবান চাণক্য সিদ্ধার্থকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য) শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, “বৎস, তুমি কালপাশিক এবং দণ্ডপাশিককে গিয়া বল যে বৃষল (চন্দ্রগুপ্ত) আদেশ করিতেছেন, যে জীবসিদ্ধি নামে ক্ষপণক রাক্ষসের উপদেশানুসারে মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরকে সংহার করিয়াছিল, অতএব রাষ্ট্রমধ্যে তাঁহার এই দোষ ঘোষণা করিয়া, তাঁহাকে এই কুসুমপুর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হউক। আর এই নগরে শকটদাস নামক কায়স্থ অবস্থিতি করে। সে কি উপায়ে আমার বিনাশ সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্; অতএব তাহার পরিবারবর্গকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে শূলে আরোপণ করা হউক।”

অনন্তর চতুর চূড়ামণি চাণক্য চন্দনদাসকে আনাইয়া বলিলেন, “মণিকার, তুমি নরপতি চন্দ্রগুপ্তের অহিতকারী রাক্ষসের পরিবারবর্গকে স্বভবনে স্থান দিয়াছ। তোমার উপর নরপতি অতীব তীক্ষ্ণ দণ্ডাজ্ঞা করিবেন। তুমি এই বেলা পরপরিজন সমর্পণ করিয়া নিজ জীবন রক্ষা কর।” তাহা শুনিয়া চন্দনদাস বলিল, “আর্য্য! আমি প্রাণের ভয় করি না; প্রিয় মিত্র রাক্ষসের পরিবারবর্গকে আশ্রয়দানহেতু আমার সর্ব্বস্বান্ত এবং প্রাণনাশ হইলেও আমি তাহাতে সঙ্কুচিত নহি।” ইহা শুনিয়া চাণক্য ক্রোধে অধীর হইয়া শিষ্যকে আদেশ করিলেন, “শার্ঙ্গরব, তুমি যাও দুর্গপাল এবং বিজয়পালকে গিয়া বল, এই বণিকের সমস্ত ধন সম্পত্তি আনয়ন করিয়া রাজকোষে নিক্ষেপ করুক, এবং ইহার নিখিল পরিজনকে কারাগৃহে অবরুদ্ধ করা হউক, এবং আমি রাজাজ্ঞা লইয়া অচিরাৎ ইহার প্রাণদণ্ড করিতেছি।” “গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য” এই কথা বলিয়া শার্ঙ্গরব মণিকারকে লইয়া প্রস্থান করিল।

একদা অমাত্য রাক্ষস স্বভবনে আসীন হইয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন—

"দাসীসুতসাথ কেন কমলে গো মিলিলে?
কি দোষে গো নন্দনৃপে চরণেতে ঠেলিলে?
রাজকুলে মহীতলে, নাথ কিগো নাহি মিলে,
মুরার তনয়ে তাই পতি বলি বরিলে?
চপল খ-পুষ্পপ্রায়, মহিলা-মানস হায়,
গুণে অনুরাগশীলা কেন নহ অবলে।"

যৎকালে অমাত্য প্রবর এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে মলয়কেতু-প্রেরিত কঞ্চুকী তথায় আগমন করিয়া নিবেদন করিল, "বহুদিন হইতে অমাত্য স্বদেহে আভরণ-বিন্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া কুমার মলয়কেতুর হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। সেই হেতু তিনি স্বকীয় দেহ হইতে কতিপয় আভরণ উন্মুক্ত করিয়া, অমাত্য সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন, অমাত্য এই আভরণগুলি পরিধান করুন্।" কঞ্চুকী অমাত্যের দেহে আভরণ-বিন্যাস করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে, প্রিয়ম্বদ নামে রাক্ষসানুচর জনৈক অহি-তুণ্ডিক (সাপুড়ে) দত্ত এক পত্র আনিয়া সচিবহস্তে সমর্পণ করিল। অমাত্য প্রবর পত্রপাঠ করিলেন—

"কুসুমের রসে তৃষা করি দূর,
উগারে ভ্রমরে যে রস মধুর,
অপরের তাহে পিপাসা হরে,
এমন সুগুণ ধরে ভ্রমরে।"

পত্র পাঠ করিয়া সচিব-প্রবর অনুচরকে আদেশ করিলেন, "প্রিয়ম্বদ উহাকে অভ্যন্তরে লইয়া আইস।"

অহিতুণ্ডিক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, এ ব্যক্তি তাঁহারই গুপ্তপ্রণিধি বিরাধগুপ্ত, ইহা বুঝিতে পারিয়া রাক্ষস কহিলেন, "সখে বিরাধগুপ্ত, এই সন্নিহিত আসনে উপবেশ কর।"

অনন্তর অমাত্য প্রবর তাহাকে অহিতুণ্ডিক বেশধারী দেখিয়া দরবিগলিত নয়নে বলিলেন, "আহা প্রভুভক্তি-পরায়ণ লোকদিগের কি শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইয়াছে!" তাহার পর রাক্ষসের আদেশে বিরাধগুপ্ত কুসুমপুর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে লাগিলেন। সচিব প্রবর, কুমার মলয়কেতু জনক পর্ব্বতেশ্বরের বিনাশদৃষ্টে শঙ্কিত হইয়া কুসুমপুর হইতে চলিয়া আসিলে, বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য) আপনার প্রিয়বান্ধব কায়স্থ শকট দাসকে চন্দ্রগুপ্ত শরীরদ্রোহী বলিয়া ঘাতকহস্তে শূলারোপণার্থ সমর্পণ করিয়াছেন। এবং তিনি আপনার প্রিয়সুহৃদ্ মণিকার চন্দনদাসকে ডাকাইয়া আপনার পরিবারবর্গকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে তিনি পরিবারবর্গ সহিত তাঁহাকে কারাগারে নিরুদ্ধ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া অমাত্য নিজ ভাগ্য নিন্দা করিয়া বড়ই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সিদ্ধার্থক সহিত শকটদাস তথায় উপস্থিত হইলেন। শকটদাস কহিলেন, "অমাত্য প্রিয়সুহৃদ সিদ্ধার্থক ঘাতকদিগকে তাড়া-

সমক্ষে সমুপস্থিত হইলে, মহীপতি জিজ্ঞাসিলেন, "আর্য্য, কৌমুদীমহোৎসব বন্ধ রাখার আবশ্যকতা কি দেখিলেন?" চাণক্য কহিলেন, "আবশ্যক না হইলে অনর্থক কোন কার্য্যে চাণক্য প্রবৃত্ত হইবার নহে।" নৃপতি বলিলেন, কারণ টা কি? তাহা কি শুনিতে পাই না?" চাণক্য প্রত্যুত্তর করিলেন, "তোমার ত সমুদায় কার্য্যভার সচিবের উপর, তবে এক বিষয়ে এত পীড়াপীড়ি কেন?" ভূপতি কহিলেন, "সর্ব্বতোভাবে যদি আমাকে আপনার অধীন হইয়া চলিতে হইল, তাহা হইলে এ আর আমার রাজত্ব করা নহে?"

চাণক্য বলিলেন, "যদি কষ্ট বোধই হয়, আপনিই সকল কার্য্য ভার গ্রহণ কর, আমি অবসর লইতেছি।" এই বলিয়া তিনি ক্রোধভরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "আর্য্য বৈহীনরে, প্রজা মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিন, যে আজ হইতে চাণক্যকে অবসৃত করিয়া আমিই সমুদায় কার্য্য ভার গ্রহণ করিলাম।" নরনাথ কঞ্চুকীকে এইরূপ আদেশ করিয়া শয়নভবনে গমন করিলেন।

একদা ভাগুরায়ণ কুমার মলয়কেতুকে বলিলেন, "কুমার অমাত্য রাক্ষসের চাণক্যের সহিতই বদ্ধমূল বৈর, চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বুদ্ধি বলবতী নহে। আমি বোধ করি যদি চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের অসদ্ভাব উপস্থিত হইয়া, চাণক্য সচিব পদচ্যুত হয়, তাহা হইলে রাক্ষস নন্দকুলে ভক্তি বশতঃ চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীয় বিবেচনায়, উঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে। চন্দ্রগুপ্তও রাক্ষস কুলক্রমাগত অমাত্য বলিয়া তাঁহার গ্রহণ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না।" এইরূপ কথোপকথনের পর ভাগুরায়ণ এবং মলয়কেতু উভয়ে রাক্ষসভবনে উপনীত হইলেন। ঠিক সেই সময়েই করভক নামে জনৈক রাক্ষস প্রণিধি কুসুমপুর হইতে আসিয়া চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের বিবাদ বিবরণ বিবৃত করিতেছিল। রাক্ষস মলয়কেতুকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, "কুমার, এক্ষণে আর কালহরণের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধার্থ বিজয় যাত্রা করুন।" মলয়কেতু জিজ্ঞাসিলেন, "কেন? শত্রুদিগের কোন বিপদ বার্ত্তা শুনিয়াছেন না কি?" রাক্ষস বলিলেন, বড়ই সুবিধা হইয়াছে; চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে দূর করিয়া দিয়াছে।" মলয়কেতু কহিলেন, "যদি আক্রমণের অবসর উপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন মিছা মিছি বসিয়া থাকা যায়।" রাক্ষস বলিলেন, "তবে আচার্য্যের নিকট শুভলগ্ন স্থির করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হওয়া যাউক।"

ইয়া দিয়া আমাকে বধ্যস্থান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছে।” রাক্ষস তাহা শুনিয়া নিজ গাত্র হইতে আভরণ খুলিয়া সিদ্ধার্থকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থক পারিতোষিক গ্রহণানন্তর কহিলেন,“অমাত্যপ্রবর, চাণক্যের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার কিরূপে আর কুসুমপুরে অবস্থিতি ঘটিতে পারে? অতএব মহোদয়েরই সুপ্রসন্ন চরণ সেবা করিয়া জীবন যাপন করিতে বাঞ্ছা করি।” তদনন্তর রাক্ষসের অনুমতি অনুসারে সিদ্ধার্থক শকটদাসের সহিত বিশ্রামার্থ গমন করিলে, রাক্ষস বিরাধগুপ্তকে কুসুমপুরের অবশিষ্ট বিবরণ বর্ণন করিতে কহিলেন। বিরাধগুপ্ত কহিলেন, “চাণক্য অতীব উদ্ধতপ্রকৃতি, এবং তিনি চন্দ্রগুপ্তের পদে পদে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন; সুতরাং চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে অচিরাৎ বিরোধ উপস্থিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।” রাক্ষস তাহা শুনিয়া যাহাতে চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য এই উভয়ের মধ্যে বৈর সঙ্ঘটিত হয়, তৎসাধনার্থ বিরাধগুপ্তকে পুনরপি কুসুমপুরে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে কোন এক পুরুষ কতিপয় মহামূল্য আভরণ লইয়া রাক্ষসের নিকট বিক্রয়ার্থ সমুপস্থিত হইল। অমাত্য সে গুলি অতীব উৎকৃষ্ট বলিয়া ক্রয় করিলেন। লোকটী যে চাণক্য প্রেরিত তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

বহুকাল হইতে কুসুমপুরে এইরূপ প্রথা ছিল যে তথাকার অধিবাসীগণ শরৎকালে কৌমুদী মহোৎসব নামক পর্ব্বোপলক্ষে পরম প্রমোদ অনুভব করিত। অনন্তর শরৎকাল সমাগত হইলে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদীমহোৎসবকালীন কুসুমপুরের রমণীয় শোভা সন্দর্শনাভিলাষে সুগাঙ্গ নামক প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। তাহার পর নরনাথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সমীপস্থিত কঞ্চুকীকে কহিলেন, “আর্য্য বৈহীনরে! কুসুমপুরে এখনও কেন কৌমুদীমহোৎসব আরম্ভ হয় নাই?” কঞ্চুকী নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এ বারে কৌমুদীমহোৎসব উপলক্ষে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ হইবে না।” তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “এই রমণীয় মহোৎসব চাণক্য কর্ত্তৃক ত প্রতিষিদ্ধ হয় নাই?” কঞ্চুকী কহিল, “নরনাথ, চাণক্য ব্যতীত আপনার শাসন লঙ্ঘনে আর কাহার সাহস?” রাজা কহিলেন, “তবে আর্য্য চাণক্যকে ডাকিয়া আন।” তদনন্তর কঞ্চুকী চাণক্য ভবনে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল, “আর্য্য, আপনার পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া নরপতি চন্দ্রগুপ্ত আপনকার পাদপদ্ম সন্দর্শনসুখ প্রার্থনা করিতেছেন।” তাহার পর চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত

যৌবনের আশা।

(১)

যৌবনের তরুণ ভাস্করে
হৃদিসরে কত ফুল ফুটে।
বাসনার দৃঢ় আকর্ষণে
কত আশা উথলিয়া উঠে॥
সুখ চিন্তা, মলয় অনিল
নীরবেতে ধীরি বহি যায়।
মনোহর উজ্জ্বল রঙের
সাজাইয়া তরঙ্গ মালায়।
কতক্ষণ এসকল জাগ্রত স্বপন?
এই আছে—এই কোথা করেছে গমন॥

(২)

ফুল গুলি পড়ে ঝরে ঝরে
আশা পুনঃ হৃদে মিশে যায়।
ঢাকে রবি নিরাশার মেঘে,
নাহি বহে মলয়ের বায়।
সংসারের দারুণ যাতনা
ভয়ঙ্কর ঝটিকা সমান,
হৃদিসরঃ করি তোলা পাড়
তুলে দেয় ভীষণ তুফান॥
জীবনের জীর্ণতরী হয় আন্দোলিত
মুহূর্ত্তে হইবে মগ্ন সতত ত্রাসিত।

(৩)

এইত রে সংসারের গতি
মিশামিশি আশা নিরাশায়।
এইত রে উঠে ইন্দ্রধনুঃ
পুনঃ তাহা কোথা মিশে যায়!
নিশাতে হাসিয়া উঠে তারা,
প্রভাতে কাঁদিয়া মুখ ঢাকে।
গায় পিক বসন্ত আগমে,
বরিষায় নীরবেতে থাকে।
ইহাদের এ নিরাশা নহে চিরদিন
যৌবনের আশা চির, হৃদয়ে বিলীন॥

(৪)

নিরাশার মেঘের মাঝারে
কল্পনা-বিজলী খেলা করে,
সুখের প্রদীপ নিবে যায়
স্মৃতি তবু জ্বলে প্রতিস্তরে॥
ভেঙ্গে যায় সাধের স্বপন
থাকে মনে তবু কথা কত।
সে সমস্ত ক্রমে চলি যায়
রাখি শুধু দুঃখ রাশি যত॥
যৌবনের যত আশা মরীচিকা প্রায়।
বাসনা চালিত তাই মানবে ভুলায়॥

নূতন সংবাদ।

১। সেন্টপিটার্সবর্গের কতকগুলি মহিলা সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাঁহারা ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করিবেন না। আজি কালি যেরূপ বিবাহ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহাতে হিন্দু-মহিলাগণের এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া বিধেয়।

২। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে এ পদ এই প্রথম।

৩। এবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে; বড় লাট, ছোট লাট, চিফ-জষ্টিস সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কুমারী কামিনী সেন ও প্রিয়ম্বদা দত্ত গাউন পরিয়া ও স্ত্রীলোকের টুপি মাথায় দিয়া যখন বি এ উপাধির ডিপ্লোম লইলেন, তখন চারিদিকে মহোল্লাসধ্বনি হইল। লর্ড ডফরিণ তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া সমাদর প্রকাশ করিলেন।

৪। চুঁচুড়ার নিকট হুগলি সেতু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার উপর দিয়া শীঘ্র রেলগাড়ী যাইবে।

৫। ইটালী ও সিসিলী দ্বীপ একটী সেতুদ্বারা সংযুক্ত হইতেছে।

৬। ত্রিপুরায় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার বল্কল রুটির ন্যায় সুস্বাদু।

৭। মৃত জেনারল গ্রাণ্টের বিধবা পত্নী তাঁহার স্বামীর বিগত যুদ্ধের ইতিহাস, নামক পুস্তকের মূল্য দেড় লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

৮। লেডি ডফরিণ ফণ্ডের সাহায্যার্থ ডুমরাওনের মহারাজ ৫০০০ ও তাঁহার পত্নী ৫০০ টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অষ্টাদশ মহাবিদ্যা—শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা মাত্র। চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, চারি উপবেদ এবং পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই অষ্টাদশ মহাবিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাৎপর্য্য সহিত ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা যেরূপ বিশুদ্ধ, ইহার লিখনপ্রণালী সেইরূপ সুন্দর। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে যে বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা এতৎ পাঠে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেক স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যা ও মীমাংসা গুলি হৃদ্য হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসন্ধায়ী মাত্রেরই এ পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২। সাবিত্রী—সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১৷০ আনা। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বার্ষিক অধিবেশনে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে, তাহা এবং এই লাইব্রেরীর পুরস্কৃত কয়েকটী নারী রচনা লইয়া এই ২৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত বৃহৎ ও সুন্দর পুস্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্য সংসারে সুপরিচিত অনেক মহোদয়ের লিখিত চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ ইহাতে আছে এবং তন্মধ্যে অনেক গুলি হিন্দুনারী ও হিন্দুসমাজ সম্বন্ধীয়। এরূপ পুস্তক সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ নারীগণের সমধিক আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৫ সংখ্যা } মাঘ ১২৯৩—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭। { ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আনন্দোৎসব—মহারাণীর অৰ্দ্ধ শতাব্দী রাজত্বের স্মরণার্থ উৎসব আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি বুধবার রাজধানীতে সম্পন্ন হইবে। এই উৎসবে খুব ঘটা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এতদুপলক্ষে স্থায়ী সাধারণ হিতকর কোন কার্য্যানুষ্ঠান হয়, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আমরা স্থানান্তরে মহামাননীয়া লেডী ডফারিণেরও একটী সৎপ্রস্তাব সাদরে পত্রিকাস্থ করিলাম, পাঠক পাঠিকাগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

ছাত্রীমন্দির—কেম্ব্রিজ নিউহাম্ ও গার্টন নামে স্ত্রীলোকদিগের জন্য দুইটী কলেজ আছে, অক্‌সফোর্ডে লেডী মারগারেট ও সমারবিল হল নামেও দুই কলেজ আছে। অক্‌সফোর্ডে অল্প-ব্যয়ে শিক্ষা বিধানার্থ আর একটী নূতন ছাত্রীমন্দির খুলিয়াছে।

বঙ্গদেশের ছোটলাট—আগামী মার্চ্চ মাসে সার রিবার্স টমসনের শাসন-কাল পূর্ণ হইবে, তিনি ষ্টুয়ার্ট বেলির হস্তে রাজ্যশাসন ভার দিয়া ৩রা এপ্রেল সপরিবারে স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

দান—গৌরীপুরের জমিদার বিশ্বেশ্বরী দেবী ঢাকা ইডেন স্কুলে হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গোলকুণ্ডার হীরক—গোলকুণ্ডা চিরকাল হীরক খনির জন্য বিখ্যাত।

ইহা হইতে সম্প্রতি এক খণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছে, বিলাতে উহার মূল্য ৩ লক্ষ পৌণ্ড অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ টাকার অধিক স্থির হইয়াছে।

জাপান রাজ্ঞীর বিলাসিতা—ইহার মুকুট ৬০০ খণ্ড উজ্জল মণিতে শোভিত, পরিচ্ছদও তদনুরূপ মহামূল্য। ইহার সহচরীবর্গকে মেমের পোষাক পরিবার অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং বিলাত হইতে ফরমাস্ দিয়া পোষাক আসিতেছে।

আশ্চর্য্য পূর্ব্বানুরাগ—সাডি এলেন নাম্নী এক যুবতী ও অর্জ হাজলিট নামে এক যুবক পিপের ভিতরে বসিয়া নায়গ্রা জলপ্রপাত বাহিয়া নিরাপদে ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিবাহের এই পূর্ব্বানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া এখন তাঁহারা বিবাহিত হইতে চলিয়াছেন।

মা।

যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত, সেইরূপ অনন্ত ভাষা-সাগর মন্থন করিয়া 'মা' শব্দ। কবির কল্পনায় এতদপেক্ষা মিষ্টতর চিত্র আর নাই। মানব হৃদয়ে এতদপেক্ষা শান্তির স্থান নাই। 'মা' জননী,গর্ভধারিণী,প্রসূতি; তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 'মা' 'মা' মা, তোমায় ডাকি—এক বার ডাকি, দুই বার ডাকি, দশ বার ডাকি, ডাকিয়া ডাকিয়া কণ্ঠ রোধ হয়, কিন্তু মন তৃপ্ত হয় না; ইচ্ছা হয় আবার ডাকি। তোমায় যতই ডাকি, হৃদয়তন্ত্রী ততই তানে তানে নৃত্য করিতে থাকে, শরীর আনন্দে স্ফীত হইতে থাকে, মন শান্তি রসে পূর্ণ হয়। যখন দুরন্ত অপরিহার্য্য সংসারে চিরপরিবর্ত্তনশীল কঠিন নিয়তি চক্রের আবর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া পৃথিবী শূন্য ও অন্ধকারময় বোধ হয়, চরণযুগল অবসন্ন হইয়া পড়ে, হৃদয় দুঃখ সাগরে ডুবিয়া যায়, জীবন ভারবহ বোধ হয়; দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া বন্ধু বান্ধব প্রস্থান করে; তখন অবসন্ন হইয়া জিহ্বাগ্রে সেই সুধাপূর্ণ নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র, যন্ত্রণার লাঘব হয়, মনে হয়, ওঃ আমার একজন আপনার আছে যে কোন সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না—করিতে পারিবে না। বিপদ হউক, সম্পদ হউক, সুখ হউক, দুঃখ হউক, কীর্ত্তি হউক,অকীর্ত্তি হউক, সে জন কখনও পরিত্যাগ করিবে না—করিতে পারিবে না। সে বিপদে তাহার বক্ষে স্থান দিবেই, সে যে প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি। আহা যে মূর্ত্তি দেখিলে সংসারের দুর্ব্বিষহ উত্তাল তরঙ্গমালাকে দেখিয়া ভয় হয় না, মন প্রাণ আনন্দে মাতিয়া যায়; এমন মূর্ত্তি আর কি আছে? 'মা' এমন মধুর নাম আর সংসারে নাই। আমার ইচ্ছা হয় জগৎ ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া,

আপনাকে ভুলিয়া ঐ নামের সুধা-সাগরে ডুবিয়া থাকি।

ওগো মা, মাগো, তুমি সুন্দর; অতি সুন্দর, সুন্দর হইতে সুন্দর, সুন্দরতম। তুমি মধুর, তুমি অত্যন্ত মধুর। তুমিই শান্তি, সংসারে তুমিই সত্য, তুমিই সার, তোমার কথা কি লিখিব, কি বলিব—কি বলিয়া তোমার অনন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিব?

যখন তোমাকে একমনে ডাকি, তখন আর আমাতে আমার অস্তিত্ব থাকে না। যখন ভাবি এ দেহ কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া গঠিত হইল, আমাকে এ বিশ্ব সংসারের নানা প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু ভোগ করিবার উপযুক্ত কে করিল? কে আমার সুখের জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য, আমার পুষ্টিসাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়াছেন, তখন আর আমি কেহ ইহা বলিয়া অহঙ্কার থাকে না। মা তুমিই স্বর্গ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই সব, আমিও তুমি. তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। সংসারে তোমার উপমা নাই, বক্তার তোমার ব্যাখ্যা করিবার শক্তি নাই, তোমার মহিমা গান করিতে মানবীয় ভাষা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

মানব গন্তব্য পথে যাইতে যাইতে স্খলিতপদ হয়, কক্ষভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, হতচেতন হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে, বিপদ তাহার সহস্র প্রকার ভীষণ আকার দেখাইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে; তখন মানব অবলম্বন বিহনে উঠিতে পারে না। তাহার পতন দেখিয়া বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করে, কেহ কেহ বা কৌতূহলচ্ছলে করতালিই দিতে আরম্ভ করে, কেহ বা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, কেহ কেহ বা সুযোগ পাইয়া তাহার সৎ নাম ধন মান প্রভৃতি যা পায়, লুণ্ঠনে রত হয়। ভ্রাতা ভগ্নী মনে করে এ অপদার্থ ভ্রাতার দ্বারা আর উপকারের সম্ভাবনা কি? জীবনের অর্দ্ধ অঙ্গ পত্নীও মুখ ফিরাইয়া বসেন, এমন কি পরমারাধ্য পিতাও পুত্রের পতন দেখিয়া দেশময় তাহার নিন্দাবাদ শুনিয়া পুত্রকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাহার উপর বীতরাগ হন, কিন্তু মাতা ও মাতার স্নেহ সর্ব্ব সময়ে একরূপ গভীর, অচঞ্চল ও অক্ষয়, মাতার সে বিপদের কথায়, প্রিয় প্রাণাধিক পুত্রের অমঙ্গল সংবাদে স্নেহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তিনি তখন মনে করেন আহা পুত্র আমার স্খলিতপদ হইয়াছে, ভগ্ন মনোরথ হইয়া না জানি সে এখন কি প্রকার দারুণ যন্ত্রণাই বা ভোগ করিতেছে! কত ক্লেশ, কত পরিশ্রম, কত আয়াস স্বীকার করিয়া এতদিন অগ্রসর হইয়া এক্ষণে হঠাৎ বাছার সমুদায় শ্রম পণ্ড হইল, তাহার মনে আজ কত না কষ্টের ঢেউ উঠিতেছে! সন্তানের শরীর যে মাতার শোণিতে গঠিত, সুতরাং পুত্রের কষ্ট মা না বুঝিলে আর কে বুঝিবে? সন্তানের বিপদের

কথা শুনিয়া মাতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, তিনি কোন মতে নিশ্চেষ্ট হইয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না। তখন তিনি যে স্থানে যে প্রকার অবস্থায় থাকুন, দৌড়িয়া পুত্রের নিকটে যাইবেন, সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিবেন, অপত্যস্নেহে ডুবিয়া কায়মনে পুত্রের বিপদ ভঞ্জনের উপায় চেষ্টা করিবেন। তখনকার তাঁহার সে গতির সম্মুখে পর্ব্বতও নিজবক্ষঃ বিদারণ করিয়া পথ না দিয়া থাকিতে পারে না। পুত্র বিপদে পড়িয়াছে, পতন-জনিত দুর্ব্বিষহ কষ্ট ভোগ করিতেছে; তখন কি আর মাতা স্থির থাকিতে পারেন? মাতা সেই বিপন্ন পুত্রের 'মা' 'মা' ধ্বনি শুনিয়াছেন, তিনি তাহার মর্ম্মভেদী যাতনা অনুভব করিয়াছেন, তিনি তখন আর কিছু চাহেন না আর কিছুর প্রার্থনা রাখেন না, কেবল মাত্র তখন তাঁহার প্রাণের পুত্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মানস করেন। তখন তাঁহার নিকট সংসারের সমুদয় একদিকে, আর পুত্রের উদ্ধার অন্য দিকে। তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, শরীরের শোণিত পুত্র বিপদে পড়িয়াছে, তখন তিনি আর কি চাহিবেন?

মা! তুমি মূর্ত্তিমতী ভালবাসা, তুমি মূর্ত্তিমতী শান্তি। আমার মা, আমার জননী আমি যে দিন তোমার জরায়ু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তুমি সেই দিন হইতে প্রাণপণে শত সাবধানে তোমার অকৃতি সন্তানকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছ। কিন্তু আমি অধম, আমি অকৃতি, আমি বোধশূন্য পাগল, আমি তোমার অযোগ্য পুত্র, তোমার কিছু করিতে পারিলাম না। সংসারে আসিয়া কত লোককে হাসাইলাম, কত লোককে কাঁদাইলাম, কত লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইলাম, কিন্তু কৈ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম কৈ? মা! তোমায় ডাকি, তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকি, ডাকিলে তাপিত হৃদয় শীতল হয়। তোমায় দেখি, হৃদয় ভরিয়া দেখি, তোমায় দেখিয়া আশা মিটে না। তোমাকে দেখি, দেখিয়া শিক্ষা করি, তুমি শিক্ষার স্থল, তুমি শান্তির স্থল, তুমি বিশ্রামের স্থল, তুমি জীবন-বালুকারণ্যে মরুদ্বীপ, তোমাতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লুকায়িত রহিয়াছে। তোমাতে যাহা নাই, সংসারে তাহা অপ্রাপ্য। সংসারে তোমার অকৃত্রিম প্রেম ছাড়া আর কি আছে মা! পর্ব্বতে, কাননে, প্রান্তরে, গ্রামে, নগরে, রাজপ্রাসাদে, পর্ণ কুটীরে, সাহিত্যে, ব্যাকরণে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, ভূগোলে, খুঁজিয়াছি মা, কিন্তু তোমার ও শান্তিদায়িনী মূর্ত্তির তুলনা কোথায়ও খুঁজিয়া পাই নাই মা। কোথাও এপ্রকার সুধার ভাণ্ডার আর দেখি নাই মা, সংসারে তোমার ন্যায় আপনার আর কেহ দেখিলাম না মা। দেখিলাম, সংসার অসার, সার মাত্র মাতৃস্নেহ। দেখিলাম সংসার অকূল সমুদ্র, মাতৃস্নেহ ইহার ভেলা। এ স্নেহের, এ ভালবাসার

বিন্দু মাত্র হ্রাস হইলে মানুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, চন্দ্র, সূর্য্য, খসিয়া পড়িবে, পৃথিবী অতল সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া যাইবে, সৃষ্টি নাশ হইবে, মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে, আর কি হইবে তাহা কল্পনাতীত।

সংসারে যে জন এ অমৃত রসাস্বাদনে বিমুখ, এ শান্তিমূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে অপারগ, তাহার পাপ চক্ষু, সে স্বর্গীয় বিচিত্র দৃশ্য দেখিবার অনুপযুক্ত, সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যে জন দুরদৃষ্টক্রমে বাল্যকালেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে, সে সংসারে অত্যন্ত অসুখী। মাতার স্নেহে বঞ্চিত, মাতার দয়ায় বিমখ, যে মাতাকে শান্তিময়ী মূর্ত্তি বলিয়া দেখিতে সক্ষম হয় নাই, সে পৃথিবী মায়া কাননে, যাহা কিছু দেখিবার আছে তাহা দেখে নাই, যাহা কিছু শুনিবার আছে তাহা শুনে নাই, যাহা কিছু ভোগ করিবার আছে, তাহা ভোগ করে নাই। সে একবার দুইবার শতবার দুরদৃষ্ট লোক, আমি তাহার জন্য দুঃখিত, জগৎ তাহার দুঃখে সমদুঃখী হউক।

মাতার স্নেহ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ, ইহা স্বর্গের পারিজাত, সংসারে ইহার উপমা নাই, ইহা প্রেমের জলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মনুষ্য এই প্রেম লইয়া অসাধ্য সাধিতে পারে। মায়ের প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়াও যা, ঈশ্বরের প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়াও তাই, অতএব এ স্নেহে যে বঞ্চিত, সে দুর্ভাগ্য নহে ত কি? মানব! শান্তি চাও, শিক্ষা চাও, ভক্তি চাও, প্রেম চাও, মায়ের নিকট যাও, তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়, আপনাকে ভুলিয়া সে প্রেমে ডুবিয়া যাও—জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে, হৃদয় মধুময় হইবে, সংসারে যাহা চাও মিলিবে, অনন্ত অমৃতধামের শত দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত হইবে।

গৃহিণী।

সংসারাশ্রমের মূলবন্ধন গৃহিণী। এই মূলবন্ধনটি যতই পাকা পোক্ত হইবে, গৃহীর গৃহস্থাশ্রমও ততই অটুট হইবে। যে গৃহের গৃহিণী পাকা, সে গৃহের পরিবারেরা অল্প আয়ে ও অল্প ব্যয়ে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে। আর, যথায় গৃহিণী কাঁচা, তথায় অজস্র আয়ে ও অজস্র ব্যয়েও অভাব মোচন হয় না। অর্থাৎ যথায় গৃহিণীর গৃহিণীপণায় এক তিলেরও অপচয় নাই, তথায় (আয় যতই সঙ্কীর্ণ হউক না কেন) একবিন্দুর অভাব নাই।

গৃহিণী গৃহলক্ষ্মী না হইলে, গৃহের লক্ষ্মী অকূলে কর্ণধারহীন তরীর ন্যায় নিমগ্ন হয়। সংসারের সহিত মনুষ্যকে সংবদ্ধ করিবার জন্য গৃহিণী প্রাণময়

বন্ধন স্বরূপ। মনুষ্য এই প্রাণময় সূত্র-দ্বারা প্রতিনিয়ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড-পতির সহিত সম্বন্ধ হইতেছে সুতরাং এই প্রাণময় মণি হইতে এক কণা বিচ্ছিন্ন হইলে জগতের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধও সেই পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, যথায় নিত্য অপচয়, তথায় নিত্য হাহাকার।

গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের আশ্রয়, এই জন্যই ইহা শ্রেষ্ঠাশ্রম। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে যিনি অধিষ্ঠিত হইবেন, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর জননীরূপে সংসারের বালক বৃদ্ধ যুবা, অতিথি অভ্যাগত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, তরু লতা (এক কথায় "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত") সকলের তৃপ্তি সাধন করিবেন, সেই সর্ব্বপ্রাণময়ী গৃহিণীর সকল পদার্থে কিরূপ টান ও কিরূপ দৃষ্টি থাকা উচিত তাহা বুঝাইবার জন্য এ স্থলে একটি গল্প উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা ভবিষ্যৎ গৃহিণীপদের জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহারা এই গল্পটির মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করুণ।

গোমিনী বৃত্তান্ত।—(১)

দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী নামে এক নগর আছে। তথায় বহুকোটী ধনের অধীশ্বর শক্তিকুমার নামে এক শ্রেষ্ঠি-কুমার বাস করিতেন। যখন তাঁহার বয়স প্রায় আঠার বৎসর, তখন তিনি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, যাঁহাদের ভার্য্যা নাই অথবা গুণবতী ভার্য্যা নাই, তাঁহাদের সুখ নাই। অতএব আমি কিরূপে গুণবতী ভার্য্যা লাভ করি। অন্যে মনোনীত করিয়া যে ভার্য্যার ঘটকতা করে, তাহাতে আপনার মনের মত গুণ সম্ভবে না। তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া দৈবজ্ঞবেশ ধারণ করিলেন, এবং উত্তরীয়প্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ ধান্য বন্ধন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের কন্যা আছে, তাঁহারা তাঁহাকে লক্ষণজ্ঞ বিবেচনা করিয়া আপন আপন কন্যার লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন। তিনিও কোন সুলক্ষণা কন্যাকে দেখিলেই বলিতেন, "ভদ্রে! এই যৎকিঞ্চিৎ ধান্য দ্বারা আমাকে পরিতোষ পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করাইতে পার?"। তাঁহার এই কথায় সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া তাড়াইয়া দিত। তিনিও এই-রূপে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি শিবিদেশে আসিয়া কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে কোন নগরে দেখিলেন,—একটী কন্যা তাঁহার পিতা-মাতার কাছে বসিয়া আছেন, তাঁহার পিতার সম্পত্তি সমস্তই ক্ষয় পাইয়াছে

(১) সংস্কৃত "দশকুমারচরিত" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। কোন ব্রহ্মরাক্ষস মিত্রগুপ্ত নামক এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিল,—"গৃহস্থের প্রিয় ও হিত কিসে হয়?" মিত্রগুপ্ত উত্তর করিলেন,—"গৃহিণীর গুণে"। তিনি এই কথা বলিয়া গোমিনী নাম্নী এক নারীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এ স্থলে সেই গল্পটি (অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করিয়া) উদ্ধৃত হইল।

কেবল জীর্ণ গৃহখানি অবশিষ্ট আছে তাঁহার অঙ্গে কয়েকখানি মাত্র অলঙ্কার আছে। তিনি সেই কন্যার প্রতি চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কন্যার আকারে সমস্তই সুলক্ষণ দেখিতেছি, এরূপ মধুর আকৃতি কদাচ তদনুরূপ চরিত্রে বর্জ্জিত হইতে পারে না। তথাপি অগ্রে পরীক্ষা না করিয়া বিবাহ করা উচিত নহে। কেন না যাহারা সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকে অবশেষে নিশ্চয় অনুতাপ পরম্পরা সহ্য করিতে হয়।

অনন্তর তিনি ঐ কন্যার প্রতি সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! এই ধান্যগুলি দ্বারা আমাকে উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করাইতে পার?

তাহা শুনিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধা দাসীর দিকে চাহিয়া সঙ্কেত করিলে, সে তাঁহার হস্ত হইতে সেই ধানাগুলি লইয়া সুধৌত ও সুমার্জ্জিত বহির্দ্বারের বেদিকায় তাঁহার পাদোদক প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইল। কন্যা সেই ধান্যগুলি লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, কঠিন ও সমতল স্থানে রাখিয়া ওলট পালট করিয়া বাছিয়া লইলেন। অনন্তর সে গুলি ভানিয়া লইয়া তুষগুলি সেই দাসীর হস্তে দিয়া কহিলেন,—মা! এ সকল তুষে অলঙ্কার পরিষ্কার হয়, এজন্য স্বর্ণকারেরা ইহা কিনিয়া থাকে। আপনি তাহাদিগকে ইহা বেচিয়া যে কড়ি পাইবেন, তাহাতে খুব ভিজাও নয়, খুব শুকানও নয় এরূপ কয়েকখানি কাষ্ঠ এবং অল্প ভাত ধরে এরূপ একটা হাঁড়ি ও দুইখান শরা লইয়া আসুন। দাসী তাহাই করিল। অনন্তর কন্যা অনতিগভীর উন্নতমুখ দীর্ঘায়তন কাষ্ঠনির্ম্মিত উলূখলে (উখলীতে) খদির কাষ্ঠের মুষল দ্বারা সেই তণ্ডুল গুলি কাঁড়াইতে লাগিলেন। তিনি অঙ্গুলি দ্বারা বারংবার সেই তণ্ডুল গুলি উলটিয়া পালটিয়া কাঁড়াইয়া লইলেন। অনন্তর কুলা দ্বারা খুঁদ ও ধানের শোঁয়া প্রভৃতি উত্তমরূপে বাচিয়া ফেলিলেন। পরে সেই তণ্ডুল গুলি বারংবার পরিস্কৃত জলে ধৌত করিলেন। পরে চুল্লী পূজা করিয়া (২) তণ্ডুলের পাঁচগুণ উষ্ণ জলে সেই তণ্ডুল চড়াইয়া দিলেন।

অনন্তর তণ্ডুলগুলির অবয়ব কোমল ও স্ফুটন্ত হইয়া আসিলে, তিনি হাতা দিয়া সে গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া যখন দেখিলেন সমস্ত অন্নই সমভাবে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন জ্বাল কমাইয়া, এক খানি শরা হাঁড়ির মুখে ঢাকা দিয়া, মাড় গালিবার জন্য হাঁড়িটি আর

(২) স্ত্রীলোকেরা উনান ধরাইয়া তাহাতে পাকার্থ কোন ভক্ষ্য দ্রব্য চড়াইবার অগ্রে সেই ভক্ষ্য দ্রব্যের কিয়দংশ (অগ্রভাগ) জ্বলন্ত উনানে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ভগবান অগ্নির পূজা করে। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া পাক কার্য্যে সুমঙ্গল করুন, ইহাই চুল্লী পূজার পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্য।

একখানি শরার উপর উবুড় করিয়া বসাইলেন।

যে কাষ্ঠগুলি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় নাই, তিনি সে গুলি জল দিয়া নিভাইয়া স্বতন্ত্র রাখিলেন, এবং দগ্ধ কাষ্ঠগুলি নিভাইয়া কয়লা করিলেন। অনন্তর, সেই কয়লা গুলি, এবং কাঁড়াইতে তণ্ডুলের যে খুঁদ ও কুঁড়া বাহির হইয়াছিল, সেগুলি অতি যত্নে বৃদ্ধা দাসীর হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন,—মা! এই কয়লা ও খুঁদ কুঁড়া বেচিয়া যে কড়ি হইবে তাহাতে যথাসম্ভব শাক, ঘৃত, লবণ, দধি, তৈল, আমলক এবং তেঁতুল ক্রয় করিয়া আন্‌ন। বৃদ্ধা সেই সকল আনয়ন করিলে, তিনি সেই যৎসামান্য শাক দ্বারা দুই তিন প্রকার ভাজি ও চাট্‌নি প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভিজা বালির উপর নূতন শরা রাখিয়া তাহাতে সেই ভাতের মাড় রাখিয়া, মৃদু মৃদু তালবৃন্তের বায়ু দ্বারা তাহা কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া, তাহাতে লবণাদির সংযোগ করিয়া এক উপাদেয় পেয়া প্রস্তুত করিলেন (৩)। সেই আমলকও অল্প পেষণ করিয়া তাহা পদ্ম গন্ধ যুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরে ধাত্রী দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠিকুমারকে স্নান করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন।

স্নাতা পরিশুদ্ধদেহা ও পরিশুদ্ধচিত্তা শ্রেষ্ঠিদুহিতা স্বয়ং তাঁহাকে তৈল ও আমলক প্রদান করিলেন (৪)। শ্রেষ্ঠিকুমার তৈল ও আমলকে গাত্রমর্দ্দন করিয়া স্নান ও ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া ধৌত ও সুমার্জ্জিত কুট্টিমে কাষ্ঠের পীঁড়ায় বসিলেন। কন্যা, প্রাঙ্গণের কদলীবৃক্ষ হইতে একখানি সমগ্র কদলীপত্রের এক তৃতীয়াংশ, যাহা খুব কচিও নয় খুব পাকাও নয়, এরূপ এক খণ্ড কাটিয়া তাহা ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে পাতিয়া তদুপরি সেই জলধৌত শরা খানি স্থাপন করিলেন। শ্রেষ্ঠিকুমার শরাখানি স্পর্শ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কন্যা সেই মণ্ডনির্ম্মিত পেয়া সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিলেন। তাহা পান করিবামাত্র তাঁহার সমস্ত শ্রান্তি দূর হইল, চিত্ত পুলকিত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি সেই ভাবে ক্ষণকাল রহিলেন। অনন্তর কন্যা সেই তণ্ডুলের অন্ন দুই হাতা তাঁহার পাত্রে দিয়া তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘৃত, সূপ, ভাজি ও চাট্‌নি প্রদান করিলেন। হাঁড়িতে যে কটি অন্ন অবশিষ্ট ছিল তাহা তাঁহাকে দধি দিয়া ভোজন করাইলেন। পাত্রে কিঞ্চিৎ অন্ন অবশিষ্ট থাকিতেই তিনি ভোজনে

(৩) কিঞ্চিৎ অম্লের সহিত অন্নমণ্ডে সৈন্ধবাদি সংযোগ করিলে উৎকৃষ্ট পেয়া প্রস্তুত হয়। অগ্নিদীপন, বাতাদির অনুলোম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিরোগ প্রভৃতির উপশম ইত্যাদি পেয়ার অশেষ গুণ চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

(৪) এখনকার সাবানের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বে গাত্রমর্দ্দনের জন্য পিষ্ট আমলক ব্যবহৃত হইত। ইহার মর্দ্দনে শরীরের নির্ম্মলতা, স্নিগ্ধতা, প্রভৃতি অশেষ গুণ চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং পানীয় চাহিলেন।

অনন্তর কন্যা একটি নূতন ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল আনিয়া নল বিনির্গত ধারাকারে পাতিত করিতে লাগিলেন, তিনিও শরাখানি মুখে ধরিয়া সেই সুশীতল সুবাসিত নির্ম্মল জল আকণ্ঠ পান করিলেন। তিনি যখন মাথা নাড়িয়া নিবারণ করিলেন, তখন কন্যা পুনরায় আর একটি পাত্রে করিয়া তাঁহাকে আচমনার্থ জল দিলেন। বৃদ্ধা দাসী সেই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার পূর্ব্বক হরিত (টাট্‌কা) গোময় দ্বারা সুমার্জ্জিত কুট্টিমে একটি পরিষ্কৃত শয্যা পাতিয়া দিলে, তিনি তাহাতে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন, এবং পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠিকন্যা আলস্য-শূন্য হইয়া পতিসেবা ও পরিজন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত গৃহকার্য্যই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং দয়া ও দাক্ষিণ্যগুণের আধার হইয়া সকলকেই বশীভূত করিলেন। তাঁহার পতিও তদীয় গুণে বশীভূত হইয়া সমস্ত পরিবারবর্গকে তাঁহারই শাসনাধীন করিয়া পবিত্র ভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ করিতে লাগিলেন।

পরেশনাথ দর্শন।

(২৬৪ সংখ্যা—২৭৮ পৃষ্ঠার পর।)

রাত্রি অবসান প্রায় হইলে মন্দিরের একজন রক্ষক আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। উঠিয়া দেখি ৪ জন বেহারা ও ডুলি প্রস্তুত। আহারের জন্য পুরি ও তখনি আচার্য্যের গাভী দোহন করিয়া খানিকটা দুধ ও চিনি সঙ্গে দেওয়া হইল। জীবনের নেতা ও গুরু প্রাণের দেবতাকে স্মরণ করিয়া পর্ব্বতারোহণে যাত্রা করিলাম; কিন্তু মধুবনের বায়ুতে ও পূর্ব্ব দিবসের অনভ্যস্ত পরিশ্রমে শরীর কিছু দুর্ব্বল থাকায় সেই পার্ব্বত্য পথে অধিক দূর উঠিতে পারিলাম না। কতক ডুলিতে, আবার বেহারাদিগকে বিশ্রাম দিবার জন্য কতকদূর হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম।

দূর হইতে পরেশনাথ একটী শৃঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নহে। মধুবনের দক্ষিণদিকে একটী শৃঙ্গ, সেইটীতেই প্রথমে উঠিতে হয়; ইহার উচ্চতা অতি অল্প। সেটী হইতে নামিয়া দক্ষিণদিকে আর একটী অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চ মধ্য শৃঙ্গ, এটীর প্রসারও

প্রথমটী অপেক্ষা অধিক। এই উভয়ের মধ্যে একটী সুন্দর উপত্যকা আছে, তাহার মধ্যে নামিবার সময় বোধ হয় যেন নিম্নে শত শত মল্লিকা ফুলের গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুদূর অবধি উপত্যকাটী রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঐগুলি আর কিছুই নহে প্রসিদ্ধ পরেশনাথ চা-বাগান। উপত্যকাটীর বিস্তার অধিক নহে, বোধ হয় ১৫০ গজ হইবে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ৩।৪ বা ততোধিক মাইল হইবার সম্ভাবনা। মধ্যে সাহেবদিগের বাঙ্গালা একটী ছোট পাহাড়ের উপর সুন্দরভাবে অবস্থিত। স্থানে স্থানে কুলিদিগের আবাস-কুটীর বন মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত। অনতিদূরে নির্ঝরিণীর সুমধুর কোলাহল সেই গম্ভীর নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছে।—অতি রমণীয় স্থান।

প্রথম শৃঙ্গটী অধিক উচ্চ নয় বলিয়া তদুপরি উঠিবার পথও তত দুরারোহ নহে; আর চা-বাগানে ঘোড়া ও মানুষ সর্ব্বদা যাতায়াত করিবার সুবিধার জন্য ঐ পথের অবস্থা মন্দ নহে। কিন্তু চা-বাগান পার হইয়া দ্বিতীয় শৃঙ্গে উঠিবার পথ অপেক্ষাকৃত অধিক ঢালু ও দুরারোহ। উঠিবার সময় কুলিদিগের অতিশয় ক্লেশ হইতে লাগিল; এজন্য পুনঃপুনঃ ডুলি হইতে নামিয়া চলিবার চেষ্টা পাইলাম। কিন্তু সেরূপ দুর্ব্বল শরীরে তত কঠিন পথে উঠা অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। একটু দূর চলিলেই পা অবশ হইয়া পড়ে, বুকে বেদনা হয়, হাঁপ লাগিতে থাকে ও পিপাসায় কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। নিরুপায় দেখিয়া অগত্যা ডুলিতে বসিতে হইল।

এইরূপে কতক হাঁটিয়া কতক ডুলিতে কিয়দ্দূর উঠিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে অবিচ্ছিন্ন বন—কোথাও নিবিড় অন্ধকারময়,কোথাও বা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। মাঝে মাঝে নির্ঝরের পতন শব্দে সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ শব্দ শুনিয়া বড়ই দেখিতে ইচ্ছা হয়—কোথা নির্ঝর, কোথায় পড়িতেছে,কিরূপে পড়িতেছে। কিন্তু হায় সে আশা দুরাশা মাত্র। ঊর্দ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ আকাশ, সম্মুখে ও পশ্চাতে পথের কিয়দংশ মাত্র, বামে ও দক্ষিণে গভীর বন,—এভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অমাবস্যার অন্ধকারময়ী রজনীতে নিশাচর পক্ষীর রবের ন্যায়, কিম্বা স্বপ্নশ্রুত বংশীধ্বনির ন্যায়, নির্ঝরের ঐ পতন ধ্বনি সত্য সত্যই কর্ণে আঘাত করিতেছে, বন শব্দিত করিতেছে, গাছের পাতা লইয়া যেন খেলিতেছে, চারিদিকে বায়ু পরিপূর্ণ করিয়াছে—কিন্তু দেখা পাইবার উপায় নাই। কখন ঘুরিয়া এমন স্থানে উপস্থিত হই যে তথা হইতে শব্দ অতি দূরে বোধ হয়, আবার পরক্ষণেই যেন দ্বিগুণ উচ্চরোলে পতিত হইতেছে বোধ হয়। নির্ঝর! তুমিও কি জীবিত? তুমি কি

পর্ব্বতের জীবনপ্রদ বায়ুতে প্রাণ পাইয়া আমাদের ন্যায় হীনপ্রাণ মানবের নিকট আপনার অপূর্ব্ব খেলা দেখাইতেছ ?— বাস্তবিক মনে হয় ঐ রব কোন পর্ব্বতবাসী গন্ধর্ব্ব বা অন্য দেবতার খেলা। এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার জন্তু দেখিতে পাই নাই। গাছগুলিতে অনেক পাখী দেখিতে পাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু একটীও দেখা গেল না। আমাদের বাম পার্শ্বে হঠাৎ একটী শব্দ হইল, যেন একটা জন্তু দৌড়িয়া পলাইল। বেহারাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এখানে হরিণ, খরগোষ,সজারু, প্রভৃতি বিস্তর বাস করে। তাহারা বলিল "বাঘও আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন কোন লোককে আক্রমণ করে নাই। বাবা পরেশনাথজির এমনি মহিমা যে তাহারা কখন কিছু বলে না।" তাহাদের সরল বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আমি প্রীত হইলাম, বুঝিলাম যে এপথে সর্ব্বদা লোকজন যাতায়াত করে বলিয়া ঐ সকল আরণ্য জন্তু দূরে দূরে অবস্থিতি করে।

আর কিয়দ্দূর গিয়া আমরা অল্প নামিতে আরম্ভ করিলাম ; আবার কি একটী উপত্যকায় যাইতে হইবে ? না। এইখানে শত এঞ্জিনের শব্দের ন্যায় কর্ণ বধির করিয়া একটী প্রস্রবণের শব্দ আসিতে লাগিল ; বুঝিলাম উপত্যকা নহে, ঐ নির্ঝরের নিকট নামিতেছি। প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। পুস্তকে যাহা পড়িয়াছিলাম, কবিতায় যাহার বর্ণনা হৃদয় স্পর্শ করিত, ছবিতে যাহার শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতাম, পিচদাঙ্গ যে সৌন্দর্য্যের আভাস নয়ন মন আকর্ষণ করিয়াছিল, আর আজ এতক্ষণ যাহার কোলাহল মায়াময় রাজ্যের অস্ফুট সংবাদ আনিয়া আমায় পাগল করিতেছিল, সেই কবিতাময়ী কুহকিনী, নির্ঝরিণী এইবার সম্মুখে ! হৃদয় যেন উথলিয়া উঠিল, কণ্ঠরোধ প্রায় হইয়া আসিল ! অল্পক্ষণ পরেই নির্ঝরের নিকটে পৌঁছিলাম ; আশ্চর্য্য ! অপূর্ব্ব ! ! এ দৃশ্যের বর্ণনা অসম্ভব, কবিতা এখানে নিস্তব্ধ, ছবিতে প্রস্রবণের শব্দ নাই, উহা দেখাও যায় না। না দেখিলে, না শুনিলে, ঐ শব্দে কর্ণ বধির না হইলে, এ জল স্পর্শ না করিলে, প্রস্রবণ আভিধানিক শব্দমাত্র।

ডুলি হইতে নামিলাম, সেতুর উপর (রেলিং) ধরিয়া সম্মুখে তরলতার কুঞ্জবনে পাথর, জল ও ফেনপুঞ্জের স্বর্গীয় খেলা দেখিতে লাগিলাম। জলের বিরাম নাই, শব্দের বিরাম নাই, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই; চক্ষের পলক পড়ে না, শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ হয় না ; ইন্দ্রিয়গণ স্ববশে ফিরে না ; অতীত স্মৃতি ডুবিয়া গেল, বর্ত্তমান অনন্তে মিশাইল, কল্পনা দর্শনে পরিণতি পাইল। কবিত্ব নহে, এই অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটাইয়া পরে চৈতন্য হইল। ধীরে ধীরে জলের নিকটে

নামিলাম,স্নান করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু যে প্রবল স্রোত, কিরূপে সে বাসনা পূর্ণ করিব ভাবিয়া পাই না। অবশেষে দেখিলাম একখানি বড় পাথরের দুই ধার দিয়া তীরবেগে জল ছুটিয়াছে, হস্ত পদ রাখিবার যো নাই, কিন্তু তাহার সম্মুখে স্রোত কম। লাফাইয়া তাহার উপর বসিলাম ও সম্মুখের স্থির জলে স্নান করিলাম। এমন পরিষ্কার ও এমন শীতল জলে আমি আর কখনও স্নান করি নাই। গদ্যময়প্রাণ,শুষ্কহৃদয়, বণিগবৃত্তি-পরায়ণ, স্বার্থপর লোকেরা কি বুঝিবে এই স্নানের মূল্য কত? রসায়নবিদ রূপশরীর বৈজ্ঞানিক ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইলেও ভাবুক জনের নির্ঝর স্নানের মহিমা কি বুঝিবেন? পাঠিকা ভগিনি! বিশ্বাস করি তোমার চক্ষে ইহা অতি সুন্দর।

এইখানে দুধ ও রুটি আহার করিয়া ঐ বিমল জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিলাম। প্রস্রবণটীর নাম "গন্ধর্ব্ব-ধীলা।" যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য নিকটেই একটী কুঠরী আছে, এখন জঙ্গলে পুরিয়া গিয়াছে বলিয়া ভিতরে গেলাম না। আর নির্ঝরের প্রলোভন এত প্রবল যে অন্যদিকে মন গেল না। অপর সকলকে পথে অগ্রসর হইতে বলিলাম ও একজন কুলিকে সঙ্গে লইয়া নির্ঝরের ভিতর দিয়া তীরে তীরে পাথর হইতে পাথরে, কখন গাছ ধরিয়া, কখন লাঠিতে ভর দিয়া চলিতে লাগিলাম। ঝরণার জল কোথা হইতে আসিতেছে? কেন চলিয়াছে? কতদূর যাইবে?—কে বলিতে পারে! এই অভেদ্য অজ্ঞান অন্ধকারময় গভীর সমস্যা আমার নিকট নূতন বোধ হইল না। ইন্দ্রিয়-গোচর সেই জলস্রোতের ন্যায় মানবের জীবন স্রোত কোথা হইতে আসিল, কেন বহিতেছে, ও ইহার পরিণাম কি হইবে, এই প্রশ্নের গভীর অন্ধকারে অনেক দিন অনেক রজনী আত্মহারা হইয়াছি। এইরূপ চিন্তা ও কল্পনার সন্ধিস্থলে থাকিয়া কলের পুতুলের ন্যায় আমার সঙ্গীর অনুসরণ করিতেছিলাম, কতকদূর গেলে সে হাত ধরিয়া একটী নিবিড় ঝোপের ভিতর একটী সুঁড়ি পথ দিয়া বড় রাস্তায় আনিয়া তুলিল। তখন ডুলিতে বসিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম।

পথ ক্রমে আরও কঠিন হইয়া আসিল; খুব উচ্চ, খুব বাকা, ও পিছল। সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইতেছে, সেই জলে পথ ভয়ানক পিছল, সহজেই চলা কষ্টকর। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কুলিরা চারি জনে এত ভার স্কন্ধে লইয়া উঠিতে লাগিল, একটীবারও পা পিছলাইতে দেখিলাম না। ইহারা অতিশয় সতর্কতার সহিত একটী পা ফেলিয়া তবে অপরটী তোলে, এবং হাতে একটী সরু লাঠি থাকে, তাহাতে ভর দিয়া শরীরের ঊর্দ্ধভাগ ঠিক্

রাখে। পথের মোড় ফিরিবার সময় বিশেষ কষ্ট হয়; কেন না, একদিকে কিছুদূর উঠিয়া হঠাৎ একেবারে ঠিক্ তাহার বিপরীতদিকে উঠিতে হয়, সেই পথে কয়েক হাত উঠিয়া আবার তাহার ঠিক্ বিপরীত দিকে ঊর্দ্ধ মুখে চলিতে হয়। ক্রমে যত উপরে উঠা যায়, বাঁকগুলি তত অধিক উচ্চ, দুর্গম ও ছোট হইয়া আসে। অনেক স্থলে এমন হয় যে উঠিতেও হাঁটু প্রায় বুকে আসিয়া ঠেকে, একবার পড়াইলেই সর্ব্বনাশ! ক্রমে দ্বিতীয় শৃঙ্গের প্রায় উপরে উঠিলাম। এখানে বড় গাছ বেশি নাই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই সকল বাহির হইয়া রহিয়াছে। পথ বড় বড় ঘাসে আবৃত, পিছল নাই, পরেশনাথের উচ্চ চূড়া এতক্ষণ পরে দেখা গেল। আমি উৎসাহে বলিয়া উঠিলাম "ঐ চুড়া দেখা যাইতেছে, আর বেশী দূর নাই।" তাহারা বলিল যে এখনও এক ক্রোশের অধিক বাকী। কিন্তু গম্য স্থান সম্মুখে দেখিয়া ও ঘাসের উপর চলিবার সুবিধা পাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গিয়া আবার নামিতে হইল, এইবার তৃতীয় চূড়ায় উঠিবার পথ। এই উপত্যকাটী কিন্তু অতিশয় উচ্চ ও বস্তুতঃ ইহাকে উপত্যকা বলা যায় না। এখানহইতে একদিকে পর্ব্বত-শিখর, উপরে বিস্তীর্ণ আকাশ ও নিম্নে বামভাগে সুদূরব্যাপী সমতল-ক্ষেত্র, যেন অতি নিকটেই দেখা যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে পরেশনাথ চূড়ার নিম্নদেশে উপস্থিত হইলাম। মধুবন হইতে এই স্থান ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটী সুন্দর অট্টালিকা আছে, তাহাকে পরেশনাথের বাঙ্গালা কহে। ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম, তিন দিক খোলা,—উপরে অসীম আকাশ, নীচেও মেঘে আচ্ছন্ন আর একটা আকাশ, কিছুই দেখিবার যো নাই। পূর্ব্বদিকে পরেশনাথ, আকাশ দেখিবার যো নাই। বাঙ্গালাটী বেশ প্রশস্ত, অনেকগুলি বড় বড় ঘর আছে; শীতের আধিক্যবশতঃ প্রত্যেক গৃহের দেয়ালে অগ্নি রাখিবার স্থান ও চিমনি, তদ্ভিন্ন কয়েকখানা খাটিয়া ও চেয়ার আছে। সচরাচর একজন চাকর থাকে, প্রতি রাত্রি থাকিবার জন্য ভাড়া ১৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। কিন্তু আমি তথায় কাহাকেও দেখিলাম না।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বাস ভবন—আমাদের দেশে আজ কাল পীড়ার অত্যন্ত আতিশয্য হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে আমাদের বাসগৃহ সচরাচর যেরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং আমরা আমাদের বাসগৃহকে যেরূপ অবস্থায় রাখি, তাহা পীড়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ।

আবার বাসগৃহে সুন্দর প্রণালী ক্রমে দ্রব্যাদি রাখিলে সাংসারিক কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। যে দ্রব্যটী যেখানে থাকা আবশ্যক, যদি সেটী সেখানে না থাকিয়া অন্য কোন স্থানে থাকে, তাহা হইলে অত্যন্ত অসুবিধা। আবার একটী দ্রব্য প্রাতঃকালে এক-স্থানে রহিয়াছে, মধ্যাহ্নে অন্য স্থানে, আবার অপরাহ্নে আর এক স্থানে, ইহাতে যে কত অসুবিধা ও সাংসারিক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় বলা যায় না। অর্থাৎ প্রাতঃকালে দেখিলাম যে গামছাখানি গাড়ুর উপর রহিয়াছে, মধ্যাহ্নে দেখা গেল যে দরজার উপর উঠিয়াছে, অপরাহ্নে দেখা গেল তাহা রন্ধনশালায় ভূমিতলে লুন্ঠিত; রাত্রি-কালে আহারের পর গামছা পাওয়া গেল না,অগত্যা কাপড়ে হাত মুছিতে হইল। শয়ন করিবার সময় দেখা গেল যে গামছা বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে এবং বিছানার কিয়দংশ ময়লা হইয়াও ভিজিয়া গিয়াছে, সুতরাং ভিজা বিছানায় শয়ন করিতে হইল। কি কারণে এই রূপ হয়? ইহার কারণ এই যে গৃহিণী গৃহকার্য্যে সুদক্ষা নহেন। গামছা খানির যদি একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিত এবং যদি গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর গৃহিণীর আদেশ থাকিত যে "যে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবার পর তাহা আবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবে" তাহা হইলে কখনই এরূপ হইত না। আবার ইহাও দেখা যায় যে সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে গৃহস্বামিনী শয্যাগৃহে কতকগুলি অপরিষ্কার দ্রব্যাদি রাখিয়া গৃহটীকে শোভাবিহীন ও অপরিস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যেমন শয্যাগৃহের এক কোণে কতকগুলি ছেঁড়া পুস্তক অথবা এক চেঙ্গারি চাউল ইত্যাদি। গৃহটীকে যেমন পরিষ্কার রাখিতে হইবে, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং গৃহস্বামিনী গৃহ-কার্য্য করিবার সময় যেমন গৃহের সুশৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের দিকে অবশ্যই দৃষ্টি-পাত করিবেন। গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহের দিকে দৃষ্টি করিলে যেন

"আহা" বলিতে ইচ্ছা হয়, যেন চক্ষু জড়াইয়া যায়।"

শয্যাগৃহ—বাটীর মধ্যে যে গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, যাহাতে রৌদ্র লাগে ও বায়ুর সমাগম ভাল রূপ আছে, এরূপ গৃহ শয়নার্থ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। শয়নগৃহে যত অল্প দ্রব্য থাকে, ততই ভাল। সেই গৃহে শয়নার্থ (অবস্থানুসারে) খাট অথবা তক্তপোষ এবং কাপড় রাখিবার জন্য একটী আল্না আলমারী অথবা দেরাজও থাকিতে পারে। আবশ্যক হইলে আরও দুই একটী দ্রব্য রাখা যায়, যথা লিখিবার জন্য টেবিল এবং বসিবার জন্য চেয়ার। গৃহের আয়তন অনুসারে দ্রব্যাদি রাখিতে হইবে, দ্রব্য রাখিবার অনুরোধে যেন গৃহ পরিষ্কারের এবং বায়ু সমাগমের অসুবিধা না হয়। গৃহ পরিষ্কার করা এবং শয্যাগৃহে বায়ু সমাগম যে বিশেষ আবশ্যক, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। শয়নগৃহে যদি ছবি রাখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে মহাপুরুষ ও প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল রাখা উচিত। আজি কালি ঐ রূপ ছবি অনেক পাওয়া যায়। এরূপ প্রতিমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে অনেক সময়ে মহৎ ও পবিত্র ভাব আসিয়া থাকে। প্রাতঃকালে উঠিয়াই শয্যাগৃহের সমস্ত জানালা খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দ্বারা শয্যাগৃহের সমস্ত দূষিত বায়ু দূর হইয়া যায় এবং গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে। অন্ততঃ দুইবার (প্রাতে ও অপরাহ্ণে) শয়ন গৃহ ঝাঁটা দ্বারা পরিষ্কার করিবে। ঝাঁটাদিয়া ঝাঁট দিবার সময় খাটের নিম্ন পর্য্যন্ত যেন ঝাঁট দেওয়া হয়; কেননা অনেক বাটীতে অনেক স্ত্রীলোককে গৃহের মেজের অনাবৃত অংশটুকু কেবল ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতে দেখা গিয়া থাকে। তাহা হইলে খাটের নীচে ধূলা ঝুল জমিয়া ঘর অপরিষ্কার হয়, গৃহে দুর্গন্ধ হয় এবং সেই কারণে পীড়াও হইতে পারে। গৃহসজ্জা গুলি একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা প্রতিদিন মুছিয়া ফেলিবে এবং প্রতিবর্ষে এক একবার ভাল রূপ পরিষ্কার করিবে অর্থাৎ সাজিমাটির জল দিয়া ধৌত করিলেই হইতে পারে। ইহা দ্বারা যদি বার্ণিস উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কিছু নূতন বার্ণিস কিনিয়া আনিয়া তাহাতে লাগাইয়া দিলেই হইবে। প্রতি মাসে একবার করিয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত ঝুল ঝাড়িয়া গৃহ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ঝুল ঝাড়িবার পূর্ব্বে শয্যা ও গৃহের দ্রব্যাদি সকল কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে, তাহা না হইলে ময়লা ও ঝুল পড়িয়া সেগুলি অপরিষ্কার হইতে পারে। প্রতি দিবস সন্ধ্যাকালে শয়নকক্ষে ধুনার ধুম দেওয়া উচিত। তাহা দ্বারা গৃহের দুর্গন্ধ দূর হয়, দূষিত বায়ু নষ্ট হয় এবং গৃহে মশার আতিশয্য থাকিলে তাহাও

ক রয়া যায়, আর গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও উপকার হয়।

শীতকালে ঠিক সন্ধ্যার সময় শয়ন গৃহের বাতায়ন গুলি বন্ধ করিয়া দিবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু যেমন আবশ্যক, আবার শীতকালের হিম তেমনি পরিত্যাজ্য। যে গৃহের পরিসর অল্প সে গৃহে অধিক সংখ্যক লোকের শয়ন করা অনুচিত, কারণ তাহাতে গৃহস্থিত বায়ু শীঘ্র দূষিত হইয়া যায়। গৃহ নির্ম্মাণ কালে শয়নগৃহের বাতায়ন গুলি বিশেষ প্রশস্ত করা কর্ত্তব্য।

উপরিউক্ত দ্রব্যাদি ব্যতীত শয়ন গৃহে আবশ্যকমত পুস্তকাদিও থাকিতে পারে।

বিছানার চাদর, বালিস ও লেপ প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া উচিত। বিছানার চাদর এক দিবস অন্তর জলে ধৌত করিয়া লইতে হইবে, কারণ নিদ্রার সময় শরীর হইতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া বিছানার চাদরের সহিত সংলগ্ন হয়, মধ্যে মধ্যে চাদর ধৌত করিলে সেই সকল দূষিত পদার্থ দূর হইয়া যায়।

শয্যাগৃহের মধ্যে পান সাজিবার উপকরণ যেন না থাকে; কারণ সদা সর্ব্বদা এই রূপই দেখা যায় যে স্ত্রীলোকেরা পান সাজিয়া চুনের হাত নিকটস্থ দ্রব্যাদিতে মুছিয়া থাকেন। সুতরাং শয্যাগৃহে পান সাজিবার উপকরণ রাখিলে অতি অল্প দিবসের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গৃহের চেয়ার টেবিল দেরাজ খাটের পায়া ইত্যাদি সকল বস্তুতেই চুনের দাগ লাগিয়াছে এজন্য পান প্রস্তুতের উপকরণ গুলি স্বতন্ত্র গৃহে রাখা কর্ত্তব্য অথবা পান সাজিবার উপকরণের মধ্যে একখানি পরিষ্কার কাপড়ের খণ্ড থাকা আবশ্যক পান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হাত মুছিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়।

ভাণ্ডার গৃহ।—ভাণ্ডার গৃহকে আমাদের দেশের লোকে চলিত কথায় ভাঁড়ার ঘর বলিয়া থাকেন। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে একটী স্বতন্ত্র ভাঁড়ার গৃহ থাকা আবশ্যক ভাঁড়ার গৃহ শুষ্ক হওয়া আবশ্যক, কারণ ভাঁড়ার গৃহ আর্দ্র হইলে গৃহস্থিত তণ্ডুলাদি নষ্ট হইয়া যায়, অধিক দিন থাকে না। তবে যদি নিতান্ত পক্ষে শুষ্ক গৃহের অভাব হয়, তাহা হইলে কাজে কাজেই যেরূপ গৃহ পাওয়া যায়, সেই রূপই নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

ভাঁড়ার গৃহে যে সকল দ্রব্য থাকিবে তাহার তালিকা ক্রমে ক্রমে দেওয়া যাইতেছে। তবে গৃহস্বামিনীর একটী বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ভাঁড়ার গৃহের সকল দ্রব্যই যেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকে অর্থাৎ এক এক প্রকারের দ্রব্যাদি এক এক স্থানে থাকিবে, যথা কাটারি, কুড়ালি, খন্তা, শাবল, ঝোড় কোদাল ইত্যাদি লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য সকল একস্থানে থাকিবে, আবার

রন্ধনার্থ হাতা, বেড়ী, খন্তী, চাটু, কড়া, ইত্যাদি রন্ধন কার্য্যের আবশ্যক দ্রব্যাদি এক স্থানে থাকিবে; ইত্যাদি। তদ্ব্যতীত গৃহস্বামিনীর গৃহ-স্থিত সমস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি এই বিষয়ে বিশেষ আদেশ থাকিবে যে কোন ব্যক্তি গৃহস্থিত কোন দ্রব্য যে গৃহ হইতে এবং যে স্থান হইতে লইবে, কার্য্য শেষ হইলে ঠিক্ সেই স্থানে সেই দ্রব্য রাখিবে। তাহা না হইলে আবশ্যকমত দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে না। এরূপ সুশৃঙ্খলা না থাকিলে যে কাজ এক ঘণ্টায় হয়, তাহা করিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিবে এবং আবশ্যকমত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে সাংসারিক কার্য্যে অত্যন্ত কষ্ট, ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে।

সৌন্দর্য্য ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহকর্ত্রী ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিবেন। চাউল, ডাল, ময়দা প্রভৃতি এক একটী দ্রব্য এক একটী স্বতন্ত্র পাত্রে থাকিবে। পাত্রগুলিকে সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইবে। যদি হাঁড়ীর মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য রাখা হয়, তবে হাঁড়ীগুলিকে বিড়ার উপর বসাইয়া রাখিতে হইবে। অনেকে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে সিন্দুক অথবা আলমারীর ভিতর দ্রব্যাদি রাখিয়া থাকেন। ইহা অতি উত্তম, কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ, সকল লোকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। মাটীর পাত্র, কাঠের পাত্র বা টিনের পাত্র যাহা অল্প দামে পাওয়া যায় তাহা আবশ্যকমতে সংগ্রহ করা আবশ্যক। ভাঁড়ার গৃহের একদিকে চাউল, ডাল, ময়দা, লবণ, বড়ী প্রভৃতি থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হাঁড়ী বা পাত্র থাকিবে, প্রত্যেক হাঁড়ী বা পাত্রের গায়ে প্রত্যেক দ্রব্যের নাম লেখা থাকিবে। তাহা হইলে একজন অপরিচিত লোক গিয়াও তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।

ক্রমশঃ।

—:০:—

মুদ্রারাক্ষস।

(২৬৪ সংখ্যা—২৮৩ পৃষ্ঠার পর)

অনন্তর যুদ্ধ গমনোদ্যোগ সময়ে কুমার মলয়কেতু আদেশ করিলেন, যে, কোন ব্যক্তি ভাগুরায়ণের নিকট মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া শিবির হইতে কোথায়ও যাইতে পারিবে না। তৎকালে জীব-সিদ্ধ নামে ক্ষপণক মুদ্রা গ্রহণার্থ ভাগুরায়ণ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। ভাগুরায়ণ জিজ্ঞাসিলেন, আপনি

কি অমাত্য রাক্ষসের কোন কার্য্যে যাইতেছেন ?” ক্ষপণক কহিলেন, “কি বলিতেছ রাক্ষসের কার্য্যে ? আমি তথায় যাইব, যথায় রাক্ষস কিম্বা পিশাচের নামও আর আমার কর্ণগোচর হইবে না।” ভাগুরায়ণ কহিলেন, আপনকার প্রিয়সুহৃদ রাক্ষসের উপর কি কারণ কোপ হইল ? তিনি আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন ? ক্ষপণক কহিল, “রাক্ষস আমার কোন অপরাধ করে নাই, আমি নিজেই নিজের প্রাকৃত কুকর্ম্মে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছি।” ইহা শ্রবণ করিয়া ভাগুরায়ণ কহিল, “মহাশয়ের কথায় আমার বড়ই কৌতূহল জন্মাইতেছে, যদি রহস্য না হয়, সকল কথা খুলিয়া বলুন।” ক্ষপণক কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, পাটলীপুত্রে নিবাসকালে আমি অমাত্য রাক্ষসের সহিত সখ্যত্ব সূত্রে আবদ্ধ হই। সেই সময়ে রাক্ষস আমার সাহায্যে বিষকন্যা প্রয়োগ দ্বারা নরপতি পর্ব্বতেশ্বরের বিনাশ সংসাধন করেন।” যৎকালে ক্ষপণকের সহিত ভাগুরায়ণের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তৎকালে মলয়কেতু তথায় সমুপস্থিত হইলেন। এই সমাচার তাঁহার শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। ভাগুরায়ণ কিন্তু মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, চতুরচূড়ামণি চাণক্যের এই রূপ আদেশ যে যেন রাক্ষসের জীবন সংরক্ষিত হয়। সুতরাং তিনি কুমারকে কহিলেন, “কুমার যত দিন নন্দরাজ্য তোমার করতলগত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক রাক্ষসকে রাখিতে হইবেক।” মলয়কেতু বলিলেন, “হাঁ তাহাত অবশ্যই করিতে হইবে; আর এক্ষণে উহার প্রাণ সংহার করিলে আমার প্রকৃতিপুঞ্জের বিরাগ ভাজন হইব।” এই সময়ে একজন রক্ষক পুরুষ সিদ্ধার্থককে বদ্ধ করিয়া সেই স্থানে আনিয়া কহিল, “কুমার,এই ব্যক্তি মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া পত্র হস্তে শিবির হইতে পলায়ন করিতেছিল।” ভাগুরায়ণ সিদ্ধার্থকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি মুদ্রা না লইয়া কি জন্য কটক হইতে পলায়ন করিতেছিলে ?” সে কহিল, “আমি কার্য্যগৌরববশতঃ সত্বর গমন করিতেছিলাম।” অনন্তর মলয়কেতু তাহার হস্ত হইতে পত্র কাড়িয়া লইয়া দেখিলেন যে তাহা রাক্ষস মুদ্রাঙ্কিত। তখন তিনি পত্র উদ্ঘাটন করিয়া পড়িয়া দেখিলেন যে সেই লিপি রাক্ষস চন্দ্রগুপ্ত সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছিলেন।

তাহার পর কুমার মলয় কেতু রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে প্রতিহারী গিয়া অমাত্য রাক্ষসকে ডাকিয়া আনিল। রাক্ষস নবক্রীত ভূষণে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কুমার মলয়-

কেতু অমাত্যকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আর্য্য আপনি কি কোন লোককে কুসুমপুরে পাঠাইতেছেন?" অমাত্য বলিলেন, "এক্ষণেত আর যাতায়াতের কোন আবশ্যকতা নাই।" মলয়কেতু সিদ্ধার্থককে দেখাইয়া কহিলেন, "এই যে আপনি এই লোকটার হস্তে একখানি পত্র দিয়া ইহাকে কুসুমপুরে পাঠাইতেছিলেন।" বলিয়া তিনি তাঁহাকে সেই পত্র দেখাইলেন এবং জীবসিদ্ধি ক্ষপণকেরও বিবরণ বিবৃত করিলেন। ইহা আর বলা বাহুল্যমাত্র যে, এই সিদ্ধার্থক এক জন চাণক্য-প্রণিধি। সিদ্ধার্থক অতি কৌশল পূর্ব্বক শকট দাসের নিকট সেই লিপি লিখাইয়া লইয়াছিল; এবং সে চন্দনদাস ভবনে যে অঙ্গুরীয়ক পাইয়াছিল তদ্দারা ইহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিল। আর কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে চাণক্য জনৈক প্রণিধি দ্বারা পর্ব্বতেশ্বর পরিধৃত কতিপয় আভরণ রাক্ষসকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অমাত্য রাক্ষস এক্ষণে সেই আভরণ অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ দৈবদুর্ব্বিপাকে সকলই রাক্ষসের প্রতিকূল হইয়াছিল। কুমার মলয়কেতু রাক্ষসকে বঞ্চক বিবেচনায়, ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, "রাক্ষস! রাক্ষস! যাও, তুমি চন্দ্রগুপ্তকেই গিয়া আশ্রয় কর।"

অমাত্য রাক্ষস বিষণ্ণচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—

"যাইয়া কি তপোবন, জুড়াব তাপিত মন
শীতল কি বৈরানল হয় কভু তায় রে?
কিম্বা জ্বালি হুতাশন, লভি প্রভু শ্রীচরণ,
নারীর মতন সে যে, মানস না চায় রে!
তবে অসি ধরি করে, যাই এবে যুদ্ধিবারে,
রণমাঝে ত্যজি প্রাণ; তাই শোভা পায় রে।
কিন্তু রে চন্দনদাস, করে কারাগারে বাস,
তার রক্ষা নাহি হয়, এ যে বড় দায় রে!"

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৬৪ সংখ্যা ২৮১ পৃষ্ঠার পর)

যোগী। এই ছোট নদীটার নাম বরুণা, নদীর সঙ্গম স্থান কেমন সুন্দর! উপরে কেমন সুন্দর দেবমন্দির, সম্মুখে গঙ্গা। উত্তরে এই বরুণা, দক্ষিণে অসী ইহার মধ্য স্থানের নাম বারাণসী। অসী শুষ্ক হইয়াছে, বরুণাও শুষ্কপ্রায়। তবে বর্ষাকালে বরুণার বেশ স্রোত হয়।

আশাবতী। আহা! এ স্থানটী দেখে আমার মন প্রাণ আনন্দে মগ্ন হয়ে গেল। বোধ হইতেছে, যেন যোগ তপস্যা দেব দেবীরূপে এখানে স্বয়ং বিরাজ করিতে-

জেন। এমন নির্জ্জন সুন্দর পবিত্র স্থানে উপস্থিত থাকিলেও মনোমধ্যে ভগবদ্‌ভক্তি আপনা হইতে উদয় হয়। এখানে এসে আমার মন উদাস হইতেছে যেন কোন হারা নিধি পাইতে মন ব্যাকুল হইতেছে। প্রভো! মা—জীর আশ্রম কোথায়? তাঁহার দর্শনের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল।

যোগী। মা আশাবতি! গঙ্গাতীর দিয়া উত্তরে দৃষ্টিকর, ঐ যে আশ্রম দেখিতেছ, ঐটী মা—জীর আশ্রম। চল বরুণা পার হইয়া ঐ আশ্রমে গমন করি।

আশাবতী। ইহারাত পারের পয়সা চাহিল না। তবে ইহাদের কিরূপে সংসার চলে?

যোগী। মা! ইহারা পারের পয়সা লইয়া থাকে। কিন্তু ফকির বৈষ্ণব দণ্ডী সন্ন্যাসী প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগের নিকট পয়সা গ্রহণ করে না। ভারতের যে এত দুর্দ্দশা, রোগ শোক দরিদ্রতায় দেশে হাহাকার উঠিয়াছে, তথাপি প্রাণসম ধর্ম্মকে ছাড়িতে পারিতেছে না, এখনও মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবন ধারণ করিতেছে। শুনিয়াছি ইংরাজেরা এই মুষ্টিভিক্ষা দান করাকে অসভ্যতা বলেন। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি এই অসভ্য রীতির অভাবে ইংরাজদের প্রধান সহর লণ্ডন নগরেই দশ সহস্রেরও অধিক দুঃখী নিরাশ্রয় ভিক্ষুক পথে পথে রাত্রিদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাক্ষাৎভাবে দয়া না করিয়া লোকের প্রাণ নিষ্ঠুর হইয়া যায়। সকলে চাঁদা করিয়া দুঃখীর জন্য দাতব্য-আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইল, দুঃখী দেখিলে বলা হইল দাতব্য-আশ্রয়ে যাও। কিন্তু সেখানকার কর্ম্মচারীদিগের হৃদয়হীন ব্যবহারে দুঃখী সেখানে যাইতে চায় না। সে গেল না, আর আশ্রয় পাইল না। ক্রমে পথে পথে দস্যু তস্কর হইয়া দিন যাপন করে। এরূপ প্রণালীতে লোকের প্রাণ দয়াশূন্য হয়, দুঃখীও নিরাশ্রয় হয়। তথাপি চাঁদাদান সভ্যতা, আর সাক্ষাৎভাবে মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা দুঃখীকে আশ্রয়ে রাখা অসভ্যতা!!! এ দুঃখের কথা বলি কাকে, শুনে কে? ইংরাজ আজি দেশের রাজা, গুরু, আদর্শ। যাহা ইংরাজে বলিবে তাহাই সত্য—বেদবাক্য। এই সকল নৌকার মাঝি মাল্লারা ইংরাজি অনুকরণ শিক্ষা করে নাই, তাই আমরা বিনা-পয়সায় পার হইলাম। এস মা? একটু চলে এস।

আশাবতী। বড় কেশের বন, মানুষের মাথা ঢেকে যায়। এ পথে একা যেতে আমার সাহস হয় না।

যোগী। কেন মা! মানুষ কি কখনও একা থাকে? যিনি বিশ্বনাথ, তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে।

আশাবতী। এ কথা সত্য। কিন্তু যতদিন আমি তাঁকে সর্ব্বস্থানে না দেখি, ততদিন মুখের কথায়, পুস্তকের লেখায় সাহস হয় না। একজন পাঁচ বছরের বালক সঙ্গে থাকিলে মনে বল থাকে,

কিন্তু পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিতেছি, অথচ অন্ধকারে ঐ গাছতলায় যাইতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একটী আলো সঙ্গে থাকিলে ভয় দূর হয়। জ্যোতির্ম্ময়ের মধ্যে আছি, তথাপি ভয়। অতএব মুখে পরমেশ্বর কাছে আছেন বলা না বলা সমানই।

যোগী। মা আশাবতি! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য কথা। ঈশ্বরে ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লাভ না করিয়া যাহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া আন্দোলন করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দৃষ্টান্তেই জগতে নাস্তিকতা বর্দ্ধিত হইতেছে। কারণ যে ব্যক্তি মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছে, কিন্তু আচরণে নাস্তিকতা, তাহাকে দেখিয়া লোকে মনে করে যে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া করিয়া যাহারা গোলযোগ করে, তাহারা ভণ্ড।

আশাবতী। ইহাও তাহারা বাড়াবাড়ী করিয়া বলে। কথার সঙ্গে আচরণ না মিলিলেই যে, সে ভণ্ড হইল তাহা নহে। যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও কথা ও কার্য্য এক করিতে পারিতেছে না, কিন্তু যত্ন করিতেছে, তাহাকে ভণ্ড বলা যায় না। যে জানিয়া শুনিয়া কপট ব্যবহার করে, সেই ভণ্ড, চোর; তাহা দ্বারা সকল পাপই সম্ভব।

যোগী। সত্য, মা! সত্য। ঠিক্ বলিয়াছ। এই আশ্রমে আসিয়াছি। এই কুটীর দ্বার দিয়া এস।

আশ্রমের পূর্ব্বধারের বারেন্দায়, গঙ্গার দিকে মা-জী আসনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একজন যোগী চাহিয়া আছেন বোধ হইল যেন দৃষ্টি সাধন করিতেছেন, আর একজন গীতা পাঠ করিতেছেন। অতি অপূর্ব্ব দর্শন, যেন জ্যোতির্ম্ময় ধাম। আশাবতী ও যোগিবর উপস্থিত হইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন।

মা-জী বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন।

আশাবতী। মা-জীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক মা! আজি আশার সুপ্রভাত, জন্ম সার্থক। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হইল।

মা-জী। কেন মা! এত দৈন্য কেন মা! ভক্তিভরে ভগবানের নাম কর, সকল আশা পূর্ণ হবে। যতদিন ভগবৎ পদারবিন্দ সুধাস্বাদ না হয়, ততদিন বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হইলেও মনুষ্য সুখ দুঃখ রোগ শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হয় না। বিষয় ভোগে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। ঋষিরা বলিয়াছেন,—

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখ মস্তি"—

অনন্তেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। তবে দেখ মা! পরমেশ্বরই অনন্ত, আর সকলেই অল্প। সেই অনন্তকে না পাইলে, আশার বিরাম হইবে কেন? শৈশব হইতে আমরা বড় জিনিসই ভাল বাসি, কেবল যে বড় ভাল বাসি তাহা নহে, বড় ভাল বাসি, সুন্দর ভাল বাসি,

মঙ্গল ভাল বাসি, পুরাতন ভাল বাসি, ভাল বাসা ভাল বাসি, এই সকল বস্তু যতদিন না পাই আশা মেটে না। অবশেষে দুরাশার টানে পড়ে সংসার প্রান্তরে দৌড়াদৌড়ি করে প্রাণ যায়।

যোগী। শাস্ত্রেও আছে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি নষ্ট হয়, সংশয় সকল দূরীভূত হয়, কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া যায়।

মা-জী। আহা! কি সুন্দর উপদেশ, ইহা শ্রবণেও প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে ঐরূপ অবস্থা হয়। তবেত তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, বিশেষতঃ তাঁহাকে না দেখিলেও প্রাণ সুস্থ হয় না। আচ্ছা বাবা! ধন্য ধন্য। মা! তোমার নাম কি? বোধ হচ্ছে তুমি বাঙ্গালী।

আশাবতী। মা। এ দুঃখিনীর নাম আশাবতী। বঙ্গ দেশেই আমার গৃহ ছিল। (ক্রমশঃ)

কাউণ্টেস্ ডফ্‌রিণ ভাণ্ডার।

মহামান্যা লেডি ডফরিণের প্রেরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা অতি আদর ও সম্মানের সহিত পত্রস্থ করিলাম। এই মহদাশয়া রমণীর ভারত হিতৈষণা ও সংকীর্ত্তি সম্বন্ধে আমরা অনেকবার লিখিয়াছি। ভারতমহিলাদিগের চিকিৎসার সাহায্যার্থ তিনি যে মহদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের নিকট হইতে সামান্য দুই এক আনা সাহায্য গ্রহণেও প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা আশা করি আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণ এ সুযোগে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়া এই হিতৈষিণী মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা আমাদিগের নিকট পাঠাইলে যথাস্থানে প্রেরণ করিব।

"মহাশয়!

১। আজ আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভারতাধীশ্বরীর পঞ্চাশদ্বার্ষিক মহোৎসব-বৎসরের প্রথম দিবসে আপনার অনুমত্যানুসারে আপন পত্রিকার সহায়তায় জাতীয় সমিতির সভ্যগণের এবং তদনুষ্ঠান-নিরত অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি, তাঁহারা এই মহোৎসব প্রতিপালনার্থে কোনও বিশিষ্টরূপে উদ্যম করিতে, এবং এই-সঙ্গে যে সকল ভারতবর্ষীয় অবলার দুঃখে মহারাজ্ঞী স্বয়ং এতাধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রকৃষ্ট হিতসাধনের নিমিত্ত, আমার সহিত যোগদান করুন। এ

উপলক্ষে ঐকান্তিক যত্ন করিলে অপরিমেয় ফললাভ হইবে; যে সকল উদ্দেশ্য সাধন জাতীয় সভার অভিপ্রেত, তৎসমুদায় যুগপৎ-সম্পাদনপক্ষে ঈদৃশ যত্ন বহু বিস্তৃতরূপে কার্য্যকারক হইবে, এবং এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির ভাবী মঙ্গলের পথ নিরুপদ্রব হইবে। আনাই হউক, বা টাকাই হউক, যিনি যাহা কিছু দিতে সমর্থ হইবেন, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে তদ্দত্ত সেই অত্যল্পমাত্র মুদ্রা লইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে একটি জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত, এবং আমাদিগের মহারাজ্ঞীর শাসনকালের যথাযোগ্য একটি স্মরণচিহ্ন গঠিত হইবে।

২। অত্যল্পপরিমাণ চাঁদা সংগ্রহের সৌকর্য্যার্থে নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ক। এই উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহের নির্দ্দিষ্ট টিকিট করা হইয়াছে।

খ। অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রেল, মে, এবং জুন, মাসে ২০ এবং তদধিক টাকা সংগ্রহের নিমিত্ত টিকিট পাওয়া যাইবে।

গ। এই সকল টিকিটে সংখ্যা দেওয়া থাকিবে, এবং সংগ্রহকারীর নাম লিখিত থাকিবে; টিকিট নামে পরিপূর্ণ হইলে উহা অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইবে, তিনি উহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংগ্রহকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

ঘ। অধিক টাকার দাতৃগণ অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট টাকা পাঠাইলে এই উপলক্ষের নির্দ্দিষ্ট "মহোৎসব" টিকিট নামক অপেক্ষাকৃত বৃহৎকার টিকিটে প্রাপ্তিস্বীকার পাইবেন।

ঙ। সকল টিকিটগুলি ফিরিয়া দিতে হইবে, এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাইয়ের মধ্যে চাঁদা দিতে হইবে।

চ। যাঁহারা এ কার্য্যে আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদের সকলের নাম সম্বলিত তালিকাপুস্তকের একখানি প্রতিলিপি সুন্দররূপে বাঁধান হইয়া উৎসবের স্মরণচিহ্নস্বরূপ মহারাজ্ঞী অধীশ্বরীকে উপহার প্রদত্ত হইবে।

ছ। এই মহোৎসব-ভাণ্ডারে যে পরিমাণে চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তাহা অন্তর্নিবিষ্ট সমাজে (সেণ্ট্রাল্ কমিটীতে) প্রদত্ত হইবে; কিন্তু প্রত্যেক অল্পপরিমাণ চাঁদাসংগ্রহকারী অথবা অধিক পরিমাণ চাঁদাদাতা অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট মুদ্রাপ্রেরণকালে ইহা উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, সমিতির কোন্ শাখার কার্য্যে উক্ত সংগৃহীত অর্থ অথবা বৃহদ্দান নিয়োজিত হইবে। যে স্থলে এরূপ বিশিষ্টরূপ উল্লেখ না থাকিবে, সে স্থলে অন্তর্নিবিষ্ট সমাজ উক্ত অর্থ বিভাগ করিয়া দিবেন।

৩। অনুষ্ঠিত উদ্দেশ্য মহৎ এবং এতদুপলক্ষ তৎসাধনের সবিশেষ উপযোগী, এই বিবেচনায় প্রোৎসাহিত হইয়া আমি আশা করি, আমার প্রার্থনা সফল হইবে, এবং এই প্রার্থনায় জন্য সকলে আমারে ক্ষমা করিবেন। আমি আরও আশা করি, যেন দেবী মহারাজ্ঞীর পঞ্চাশদ্বার্ষিক রাজ্যকালাবসানে আমি তাঁহাকে বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের অবলাগণের প্রতি তাঁহার সর্ব্বজন-বিদিত অনুকম্পার ফল ফলি-

য়াছে; এবং তাঁহাদিগের হিতার্থ যে সভা সংস্থাপিত হইয়াছে ও মহারাজ্ঞী যে সভার অধিষ্ঠাত্রী, সেই সভা তাঁহার মহোৎসব-বৎসরের স্মরণচিহ্নস্বরূপ এতাদৃশ ফলপ্রদ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা উহা সুদৃঢ় এবং চিরস্থায়িনী ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছে।

ভবদীয়া একান্ত বশম্বদা

শ্রীমতী হ্যারিয়ট্ ডফ্‌রিণ।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্ত্রীচিকিৎসকের সাহায্য প্রদানে সহকারিণী জাতীয় সমিতির অধ্যক্ষ।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার দৈনন্দিন লিপি।

ভারতের সম্রাজ্ঞী ও গ্রেটব্রিটেনের মহারাণী বিক্টোরিয়া রমণীকুলের রত্ন স্বরূপা। সসাগরা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও তাঁহার ন্যায় উচ্চমনা, নম্রস্বভাবা, পবিত্রচরিত্রা, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী ও ধর্ম্মপরায়ণা—এরূপ সর্ব্ব-গুণান্বিতা রমণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় আদর্শ-চরিত্রসম্পন্না সাম্রাজ্যেশ্বরী অতি বিরল। বিক্টোরিয়ার স্বভাব কেমন উচ্চ, হৃদয় কেমন কোমল, ব্যবহার কেমন উদার, চরিত্র কেমন মহৎ, তাহার পরিচয় তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনেই অধিক পাওয়া যায়। ইনি ইঁহার অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা স্বামী প্রিন্স এলবার্টের সমভিব্যাহারে পর্ব্বত উপত্যকা নদ নদী বন উপবন সমা-কীর্ণ, অতুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি, স্কটলণ্ড প্রদেশে যখন ভ্রমণ করেন, তখন সেই সময়কার প্রাত্যহিক বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। বিক্টোরিয়ার স্বহস্ত লিখিত সেই দৈনন্দিন লিপিতে তাঁহার কিয়ৎকালের মনো-হর গার্হস্থ্য জীবনের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা সেই দৈনন্দিন লিপির সারভাগ আমাদিগের পাঠিকা-গণকে ক্রমে ক্রমে উপহার দিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। তাঁহারা তাহাতে ভারতে-শ্বরীর উদার হৃদয়ের ও সরল স্বভাবের বিবিধ পরিচয় পাইয়া মোহিত হইবেন এবং যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিবেন।

স্কটলণ্ডে প্রথম যাত্রা।

সোমবার, ২৯ আগষ্ট, ১৮৪২, সকালে পাঁচটার সময় আমরা উইণ্ডসর প্রাসাদ ছাড়িয়া রেলে গিয়া উঠিলাম। ছয়টা বাজিতে এক কোয়াটার আছে এমন সময়ে আমরা লণ্ডনে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে সাতটার সময় উলউইচে আসিলাম। এলবার্ট* ও আমি উভয়ে নৌকায় উঠিলাম। আমাদের যাত্রা দেখিবার জন্য অনেক লোক আসিয়া-ছিল। নৌকা হইতে আমরা জাহাজে গিয়া উঠিলাম। বৃষ্টি পড়িতেছিল।

---

* মহারাণীর পরলোকগত স্বামী।

সেই জন্য ডেকের উপর না গিয়া বসিবার ঘরে গেলাম।

৩০ আগষ্ট। সকালে শুনিলাম কাল রাত্রে আমরা কেবল ২৯ ক্রোশ মাত্র আসিয়াছি। সমস্ত দিন ডেকের উপর শয়নাবস্থায় কাটাইলাম। সন্ধ্যার সময় সমুদ্র বড় অস্থির হইল, জাহাজ অধিক দোলাতে আমি বড় অসুখ বোধ করিতে লাগিলাম।

৩১ আগষ্ট। কাল রাত্রে আমাদের জাহাজ কেবল ২৫ ক্রোশ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। আজ স্কটলণ্ডের তীর দেখিতে পাইলাম—কেমন সুন্দর, ও বন্যভাবময়! জাহাজের নাবিকগণ নাচিতে চাহিল। আমরা অনুমতি দেওয়াতে তাহারা বেহালা সহযোগে খানিকক্ষণ নাচিল ও গাহিল। গন্তব্য স্থানের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি ভাবিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম, এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলাম।

১লা সেপ্টেম্বর—একটার সময় আমাদের জাহাজ স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরের সম্মুখে নঙ্গর করিল। ডিউক অব বক্লণ্ড, সার রাবার্ট-পিল ও অন্যান্য অনেকে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখের রাজপথ লোকে লোকারণ্য। আমরা উঠিয়া শকটারোহণ করিলাম। পশ্চাতে অসংখ্য লোক আমাদিগের সহিত যাত্রা করিতে লাগিল। এডিনবরা সহর দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম। বড় সুন্দর! এরূপ সহর আমি পূর্ব্বে দেখি নাই। এলবার্ট আমার অপেক্ষা অনেক দেশ বেড়াইয়াছেন। তিনিও বলিলেন এমন সহর তিনি কখনও দেখেন নাই। এখানকার লোকদিগের সহিত ইংলণ্ডের লোকদের বৈসদৃশ্য দেখিলাম। পথে যতগুলি বালক বালিকা নয়নগোচর হইল, তাহাদের কাহারও পায়ে জুতা মোজা নাই। কতকগুলি সুন্দরী বালিকা দেখিলাম, তাহাদের খুব লম্বা চুল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই লালবর্ণ। যে অট্টালিকা আমাদিগের বাস জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, দুই ঘণ্টার মধ্যেই তথায় আসিয়া পৌঁছিলাম। অট্টালিকার চারি পার্শ্বস্থ উদ্যানটী অতি প্রশস্ত ও সুন্দর। আমরা দুজনেই অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রাত্রে আমাদের সঙ্গে অনেকেই আহার করিলেন, পথে আমরা কেমন ছিলাম সে বিষয় সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই আমাদের প্রতি বিনম্র ও সদয় ব্যবহার করিলেন।

২রা সেপ্টেম্বর। স্কটলণ্ডের লোকেরা "ওটমিল্ পরিজ্" ও "হেডি" নামক দুই প্রকার খাদ্যবস্তু বড় ভাল বাসেন। আমরা আজ তাহা খাইলাম। "পরিজ" ভাল লাগিল।

৩রা সেপ্টেম্বর। আজ আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম। পথ লোকে

লোকারণ্য হইয়াছিল। নগরের যাহা কিছু ভাল দেখিবার ছিল, তাহা দেখিয়া আমরা লর্ড রোজ্‌বেরির বাটী গমন করিলাম। সেথান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে ও পথে বহুজন সমাগম দেখিলাম। ছয়টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৪ঠা সেপ্টেম্বর। যেথানে আমরা বাস করিয়াছিলাম,তাহার নিকট একটী নূতন উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাতে আমরা সেই বাগানটী দেখিতে গেলাম। সেথানে মেকিণ্টসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ক্লেয়ারমেণ্ট নামক স্থানে আমাদের মালী ছিল*। এথান হইতে চারিদিগের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। এলবার্ট বলিলেন ঠিক্ জার্ম্মেণির ন্যায়। বাটী আসিলে পর ধর্ম্মোপদেষ্টা মিষ্টার রামজে আসিয়া উপাসনা করিলেন। তিনি উপাসনার পর একটী উপদেশ দিলেন। বৈকালে আমরা বেড়াইতে গেলাম। কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া লর্ড ডেল্‌হাউসির বাটী গেলাম। তিনি বলিলেন যে তাঁহার প্রাসাদে রাজা চতুর্থ হেনরি আসিয়াছিলেন, তাহার পর ইংলণ্ডের আর কোন অধীশ্বর আসেন নাই।

৫ই সেপ্টেম্বর। আজ আমি তিনখানি অভিনন্দন পত্র পাইলাম। ইহার মধ্যে একখানি মেজিষ্ট্রেটগণ, আর একখানি স্কটলণ্ডের ধর্ম্মসমাজ ও আর একখানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ইহাঁরা সকলেই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের অভিনন্দন পত্র গুলির উত্তরে কিছু কিছু বলিলাম। এলবার্টকেও অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইল, তিনি অতি সুন্দররূপে সে গুলির উত্তর দিলেন।

৬ই সেপ্টেম্বর। ডল্‌কিথ পরিত্যাগ করিয়া আমরা পারথ্ নগরে আসিলাম। লর্ড ও লেডি মেন্‌সফিলড্ আমাদিগকে তাহাদের বাটীতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। আমরা সেই খানেই বাসা করিলাম।

(ক্রমশঃ)

* পাঠিকা দেখুন, ইহা মাহারাণীর কেমন উচ্চমনের পরিচয় দিতেছে।

বাঙ্গলা প্রবচন।

(২৬৩ সংখ্যা—২৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

৪১৯ তপ্ত ভাতে ঘি ঢালা।

৪২০ তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ।

৪২১ তাবচ্চ শোভতে মূর্খো
যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।

৪২২ তাস তমাক পাশা,
তিন কর্ম্ম নাশা।

৪২৩ তালপুকুর নামে, ঘটী বোড়ে না।

৪২৪ তাঁতি কুলও গেল,
বৈষ্ণব কুলও গেল।

৪২৫ তিলে তাল।

৪২৬ তিল পড়লে, তাল পড়ে।

৪২৭ তিন নকলে আসল খাস্ত।

৪২৮ তুমি কে? না বাড়ীর কর্ত্তা।
কাঁদছ কেন?
না ক্ষুদ খেয়েছিলাম বলে।

৪২৯ তুমি খাও ভাঁড়ে জল,
আমি খাই ঘাটে।

৪৩০ তেল দেও, সিঁদুর দেও,
ভবী ভোলবার নয়।
(শ্বশুর বাড়ী যাবার নয়)

৪৩১ তেল, তমাক, ময়দা,
যত রগড়াও, তত ফয়দা

৪৩২ তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

৪৩৩ তেলে বেগুণে জলে উঠে।

৪৩৪ তেরা রাম।

৪৩৫ তৃষ্ণা এগোয়? না জল এগোয়?

৪৩৬ তোমার পীর সিরণি খেয়েছে।

৪৩৭ তোর লেগে মরি,
না তোর গুণের লেগে মরি।

৪৩৮ ত্রিশঙ্কুরের মত থাকা।

থ

৪৩৯ থাক মান, যা'ক প্রাণ।

৪৪০ থাক্‌রে কুকুর মনের আশে,
ভাত দিব তোরে পৌষমাসে।

৪৪১ থাকে যদি চূড়াবাঁশী,
মিলবে রাধা হেন কত দাসী।

৪৪২ থালা কাঁসা থাকতে,
সানকীতে বজ্রাঘাত।

৪৪৩ থুতু দিয়ে ছাতু ভিজান।

৪৪৪ থোড় বড়ী খাড়,
আর খাড়া বড়ী থোড়।

৪৪৫ থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে।

জয়নগর উত্তর পাড়া বালিকাবিদ্যালয়।

জেলা ২৪ পরগণার জয়নগর গ্রামে এই বিদ্যালয়টী কয়েক বৎসর স্থাপিত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করিয়া সুন্দররূপে চলিতেছে। গত ১লা জানুয়ারি অতি সমারোহে ইহার পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে স্ত্রীশিক্ষানুরাগী দেশহিতৈষী কয়েকটী মহাত্মাও গমন করিয়াছিলেন। আমরা এই কার্য্য দর্শনে অতীব প্রীত হইয়াছি। বালিকারা যে কবিতা পাঠ ও কথোপকথন করিল, তাহা শ্রোতৃগণের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা কথোপকথনটী নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(কমলা, সুশীলা ও সরলার কথোপকথন।)

কমলা।—

আজ কেন এত ত্বরা সরলা আমার?
সকাল সকাল কেন, বিমোহন বেশ হেন,
পরিয়া এসেছ সখি কারণ কি তার?

সুশীলা।—
ভালকথা পড়িয়াছে মনে!
আজি বেশ ভূষাপরি,
আমি ওগো ত্বরা করি,
যাব দিদি বিদ্যালয়ে সরলার সনে।

সরলা।—
জাননা কি পাব ফল আজি পরীক্ষার?

কমলা।—
তাই বুঝি পরিয়াছ অঙ্গে অলঙ্কার?

সরলা।—
শুধু আমি একা নহি, বালিকার দল,
বিদ্যালয়ে যত আছে,
কেহ আগে কেহ পাছে,
চলিয়াছে দেখাইতে সুশিক্ষার ফল।
কত জনে কত রঙ্গে, পরেছে ভূষণ অঙ্গে,
আমি তবে শুধু গায়ে যাইব কেমনে?

সুশীলা।—
তাই বটে, হীনবেশে যাইব কেমনে?

কমলা।—
ছিছি তুচ্ছ অলঙ্কারে কেন সাধ যায়?

সুশীলা।—
কেন দিদি! বল কিবা বাধা আছে তায়?

কমলা।—
না বোন! তাহাতে মোর ক্ষতি কিছু নাই
মনের আবেগে কিছু বলিবারে চাই॥
শুন প্রিয় ভগ্নীগণ, মহামূল্য যে রতন,
লভিবারে করি সবে এত আকিঞ্চন।
মানবে যতন করি, যে ধন হৃদয়ে ধরি,
মহত্বের উচ্চ চূড়ে করে আরোহণ॥
জগতের মনোলোভা, অতুল রূপের প্রভা,
ঘোর অন্ধকারে করে আলো বিকিরণ;
বসাইতে সেই মণি করগে যতন॥
হেরিয়ে অঙ্গের সাজ, অলঙ্কার পাবে লাজ,
চারু শোভা'হবে তার আঁধারে মগন।
চারুশীলে! বল দেখি প্রফুল্ল কমল,
কোন্ দিন শোভে স্বচ্ছ সরোবরে?
চন্দ্রিকার চারু হাসি, নীল নভস্থল
কোন্ দিন ধরেছে অধরে?

সরলা।—
বুঝেছি বুঝেছি দিদি মানবের মন
এক দিকে যেতে চায়,
যে দিকে যাহাকে পায়,
আনন্দে তাহারি করে আশ্রয় গ্রহণ।

সুশীলা।—
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ পরীক্ষায় যাই,
যদি দিদি মনোমত ফল নাহি পাই,
মনে হয় গহনায় কি সান্ত্বনা পাব?
বরঞ্চ সভার মাঝে লাজে মরে যাব॥

সরলা।—
পরিতে সুন্দর বেশ,
নাহি কোন বাধা লেশ,
পাঠে যদি থাকে দিদি অন্তর নিবেশ।
ভাল সখি, বল দেখি শিক্ষার কি ফল?

সুশীলা।—
শুনেছি বিদ্যার বলে মানব সকল,
করিয়াছে কত শত অসাধ্য সাধন,
এজগতে মানবের বিদ্যাই সম্বল,
বিদ্যাহীন মনুষ্যত্ব পায় না কখন।

কমলা।—

বিদ্যালাভে জ্ঞানলাভ জ্ঞানে ধর্ম্মধন,
ধর্ম্মে মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল সম্ভাবন,
শিখিতে এ হেন বিদ্যা করহে যতন,
যতন নহিলে কভু মিলেনা রতন।

সুশীলা।—

সর্ব্ব শাস্ত্রমতে বিদ্যা ধনের প্রধান,
নহে অনুমানসিদ্ধ, এযে কথা স্বতঃ সিদ্ধ,
যতন করিলে মিলে, অসংখ্য প্রমাণ।
কে কোথায় দেখিয়াছে হেন চমৎকার?
দানেতে নাহিক ক্ষয়, চুরী তাহা নাহি হয়,
মরি মরি কি অদ্ভুত বিধি বিধাতার!

সরলা।—

বুঝিলাম নাহি কিছু বিদ্যার সমান,
কিন্তু সখি মোরা সবে বালিকা অজ্ঞান,
বিদ্যা যে শিখিব মোরা কি ফল কামনা,
সহজে শরমবতী কিবা সম্ভাবনা?
গৃহস্থ বালিকা মোরা, কি কি প্রয়োজন?
বল সখি মোরা সবে করিব শ্রবণ॥

কমলা।—

বিদ্যাশিক্ষা বালিকার, কি করিবে উপকার,
না হইলে চরিত্র গঠন।
কথামালা বোধোদয়, নহে যদি বোধোদয়,
কি হইবে করি অধ্যয়ন?
ভূগোল খগোল শিখে,
কি ফল অঙ্কিত আঁকে,
বাস, অন্তঃপুর কারাগার;
কি ফল পশম বুনে, বিফল রোদন বনে,
নাহি দেশে সুখের বাজার।
গৃহ কার্য্য বিষময়, রান্নাঘর যমালয়,
কান্নাহাটি মাজিতে বাসন।

নাটক নভেলে মতি, দিন দিন অধোগতি
এ শিক্ষার কিবা প্রয়োজন?
সহজে অবলা জাতি, বাল্যকাল ক্ষীণমতি,
শিখিবার বাকী সমুদয়;
অনিবার্য্য প্রয়োজন, সবে শিখিবে রন্ধন,
গৃহ কার্য্য না করিলে নয়॥
তাই বলি ভগ্নীগণ, সে বিদ্যার প্রয়োজন,
যাতে জ্ঞান হয় উপার্জ্জন;
শিক্ষা কর শিখিবার,যাহা কিছু আছে আর,
যাতে হবে সুযশ কীর্ত্তন।
পিতা মাতা গুরুজনে, ভক্তি কর কায়মনে
যুক্তি এই সকলের সার;
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, যিনি অগতির গতি,
কায়মনে ভক্তি কর তাঁর।
সমপাঠী বালিকারা, মা যখন হবে তারা,
সোহাগে সন্তান লবে কোলে;
সে চারু বদন শশী, উজলিবে পৌর্ণমাসী,
ভাব, তরুগুণে ফল ফলে।
প্রসূতি পালন গুণে, সুশিক্ষায় সুযতনে,
তনয়ের কল্যাণ বিধান;
প্রথম আদর্শ মাতা, হ'লে পরে সুশিক্ষিতা
অবশ্যই হবে সুসন্তান।
শুভ পরিণয় হ'লে, সংসারেতে প্রবেশিলে,
ভ্রান্ত যেন হয়োনা কখন,
পূজি ভক্তি ফুল দলে, পতি চরণ কমলে,
কাটাইও সুখেতে জীবন।
সুখ দুঃখসাথী পতি, অবলা জনের গতি,
রাখে পতি সংসার সাগরে;
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পতি পদে চতুর্ব্বর্গ,
সেবা ক'রে সতী লাভ করে।